মৎস্যধরা নাটক।

শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত্ ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অগ্নিপুরাণে মৎস্যধরা বিষয়ক যে মনোহর উপাখ্যান আছে, তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক এই নাটক খানির রচনা হইয়াছে। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয়াঙ্ক এবং পার্ব্বতী ও পদ্মার কন্দল ও পরিহাস এ সমস্তই অবলম্বিত গ্রন্থ-বহির্ভূত। আর আর যে সমস্ত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, তাহাও উক্ত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে, স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থলে সংলগ্ন বিবেচনা করিয়া নূতন নূতন ভাবের নিয়োজন করা হইয়াছে। এই বিষয়টি সংকলন করিতে যে কত দূর প্রয়াস পাইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে সরল-হৃদয় পাঠকবৃন্দের সমীপে বক্তব্য যে তাঁহারা যদ্যপি এই নাটক খানি পাঠে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে মাদৃশ জনের পরিশ্রম সার্থক হয়।

অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, আমার এই নাটক খানি মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে ছেন্‌ট্রেল্ প্রেসের্ কর্ম্মচারী শ্রীযুত্ বাবু উমেশ চন্দ্র দাস মহাশয় সাতিশয় যত্ন ও আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার এই সাহায্যে যে কতদূর উপকৃত হইয়াছি বলিতে পারি না।

আড়ুই, জেলা বর্দ্ধমান।
৭ বৈশাখ, সন ১২৮০।

শ্রীকালীদাস শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শিব	
নন্দী	শিবের ভৃত্য।
হরি ও রাম...	পল্লিস্থ বালকদ্বয়।
নারদ	দেবর্ষি।
ঢেঁকী	নারদের বাহন।
মিস্ত্রী	
গণেশ	
ভীম	শিবের ভাগিনা।
বৃষ	শিবের বাহন।
বামন, বিকটু, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহাবর, মেদ মাংসাশন্, হাম্‌দো, মাম্‌দো, কিনিনিনি, টেঙ্গশ্, টঙ্কার, নাক্ খেব্‌ড়া, কন্ধকাটা, বরামুখ, বৃহৎকায়।	পিশাচগণ।

স্ত্রীগণ।

পার্ব্বতী	
পদ্মা, জয়া	পার্ব্বতীর দাসী।
বাগ্দিনী	

মৎস্যধরা নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

কৈলাস পুরী।

(শিবের শয়ন।)

শিব। (প্রভাতে গাত্রোত্থানান্তর পূর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) ইস্! বেলাটা অনেক হয়েচে যে! নন্দী, নন্দী, ও নন্দী! কোথা গেলি রে?

নেপথ্যে। আজ্ঞেএ—

শিব। ওরে আমার বৃষটাকে শীঘ্র লয়ে আয়, বেলা হয়ে গেছে ভিক্ষে কোত্তে কখন্ যাব?

পুনঃনেপথ্যে। আজ্ঞে যাচ্চি।

শিব। যাচ্চি বলে ঐখানেই রৈলি যে? ভিক্ষের দফা আজ হয়ে গেছে, যে বেলা হয়েচে!

(বৃষ লইয়া নন্দীর প্রবেশ।)

নন্দী। এই ষাঁড় এনেচি চড়ুন্ না। আপনার সিদ্ধিই হয়েচে কাল, কাল আড়াই সের সিদ্ধি ঘুটলাম্, তা তাতেও মন উঠলো না—আবার এক সের তার সঙ্গে ঘুঁটে তবে হলো!—ততোটা সিদ্ধি খেয়ে কি সকালে ঘুম ভাঙ্গে?

শিব। হ্যাঁ—রে, কাল্‌কের মৌতাত্‌টাও বেশী হয়ে গেছ্‌লো, অতকোরে আর খাওয়া হবে না।

নন্দী। খাওয়া বোলে খাওয়া, অন্য অন্য দিন আমরা একটু আদটু পেতেম, কাল্‌তো ফোঁটা দিতেও রাখেন নেই!

শিব। ভাল, আজ খাস এখন।

নন্দী। আর খাব! কোন্ দিন আমাদিগে শুদ্ধো ঘুটে না মেরে দিলে হয়।

শিব। হা—হা—হা, (বিকট হাস্য।)

নন্দী। ভূত গুলো কি আজ সঙ্গে যাবে?

শিব। যাবে বৈ কি। কে, কে, উপস্থিত আছে বল্ দেখি?

নন্দী। প্রধান গুলোর মধ্যে কেবল পোনেরো জনা হাজীর আছে।

শিব। কে, কে?

নন্দী। বামন, বিকটু, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহাবর, মেদমাংসাশন্, হাম্‌দো, মাম্‌দো, কিনি নিনি, টেঙ্গশ, টঙ্কার, নাক্‌খেবড়া, কন্ধকাটা, বরামুখ, আর বৃহৎকায়।

শিব। ছোট বড় নিয়ে সবশুদ্ধ কত গুলো হবে বল্ দেখি?

নন্দী। হাজারের ওপোর হবে।

শিব। ইস্! তবে তো অনেকেই এসে নাই দেখ্‌চি। সে গুলোকে, কেউ ভাঙ্গিয়ে নিলে না কি রে?

নন্দী। তাদিগে আবার ভাঙ্গিয়ে কে নেবে? ইচ্ছে কোরে কি কেউ কখন আপদে পড়্‌তে চায়? ভূতগুলোর যে দৌরাত্ম্য, আপনার সঙ্গে যে দিন বেরোয় সেই দিনই তো দুটো পাঁচটাকে না পেয়ে আর যায় না। আপনিও হোথা ভিক্ষে কোত্তে বেরোন্, আর চারি দিকে অম্‌নি সামাল সামাল পড়ে যায়।

শিব। যদি কেউ ভাঙ্গায় নাই, তবে সব উপস্থিত নাই কেন? বল্ দেখি?

নন্দী। হয়তো সব লোকের সর্ব্বনাশ কোরে বেড়াচ্চে।

শিব। কাল্ এর ভাল কোরে তদন্ত কোত্তে হবে। দেখ, তুই এখন আমার ভিক্ষের ঝুলীটে বাড়ীর ভিতর হতে লয়ে আয়তো।

নন্দী। (ঝুলী আনিয়া শিবকে অর্পণ।) আজ কোন্ দিকে যাবেন্?

শিব। চল, যে দিকে হোক্ এক দিকে যাওয়া যাক্ (বৃষোপরে আরোহণ করিয়া গালবাদ্য করিতে করিতে গমন।) বম্ ভম্, বম্ ভম্, ববম্, ববম্ ভম্, হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরি এবং রামের প্রবেশ।)

হরি। ঐরে রাম, সেই ক্ষেপা শিব আস্‌চে, আজ ওর ভূত গুলোকে নিয়ে মজা কোত্তে হবে।

রাম। ওর্ সঙ্গে ভাই কত গুলো ভূত বেড়ায়?

হরি। তার কি সংখ্যা আছে?

রাম। তবু—আন্দাজ?

হরি। আমার তো ভাই বোধ হয় হাজার চারেক হবে।

রাম। (সত্রাসে) সত্তি না কি? ও বাবা!! গাছে একটা ভূত থাক্‌লে সে দিগে কেউ যায় না, আর ওর্ সঙ্গে এতগুলো ভূত! আমার ভাই ভারি ভয় হচ্চে,—আমি ঘরে পালাই।

হরি। দূর্ ছোঁড়া, তুই অমন তরাসে কেন? এখন তো দিনের বেলা, তুই আমার কাছে থাকিস্।

রাম। হ্যাঁ—ভাই, দিনের বেলাতো কখন ভূত দেখা যায় না, আর শিবের ভূত কি কোরে দিনে বেরোয়?

হরি। ওর্ ভূত্‌গুলো কেমন থাক্‌ছাড়া তাই বেরোয়। এই দেখিস্ না শিব একবার এলে হয়, সকলে হুট্‌পাট্, লাফালাফি কোর্ব্বে, আর খোনা কথায় একবারে পাড়া গাবিয়ে দেবে।

রাম। আমি ভাই তোর পেচোনে থাক্‌বো।

হরি। তাই থাকিস্।

শিব। (নন্দীও ভূতগণ সহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া) বম্ ভম্, বম্ ভম্, ববম্ ববম্ ভম্, হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্, ভিক্ষে দাওগো?

হরি। ও বুড়ো, রসের গুঁড়ো, পেট্টা ভুঁড়ো।

শিব। (সপুলকে) মাঝের কথাটা আবার বল দেখি?

হরি। রসের গুঁড়ো।

শিব। হা—হা! (সহাস্যে) যাও ভিক্ষের চাল্ আনোগে।

হরি। একবার ভূতগুলকে নিয়ে নাচো, তবে ভিক্ষে দেবো।

শিব। (ভূত বেষ্টিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ গালবাদ্য পূর্ব্বক নৃত্য) কেমন, হয়েছে তো?

হরি। (পশ্চাৎ নিরীক্ষণ) ঐ! রাম পালিয়েগেছে এই যে!

ভূত। জঁয় ভঁবানী, জঁয় ভঁবানী, জঁয় ভঁবানী ওরেঁ সঁব পাঁলিঁয়েঁ আঁয়রে,—পাঁলিঁয়েঁ আঁয়,—পাঁলিঁয়েঁ আঁয়।

[ভূতগণের অপসরণ।

হরি। ও শিব, তোমার ভূতগুলো সব পালাচ্চে কেন?

শিব। তুমি 'ঐ রাম পালিয়েচে' বলেচো, তাই বুঝি রাম নাম শুনে পালাচ্চে। তুমি আর ওদের কাছে ও নামটি কোর না।

হরি। (স্বগত) আচ্ছা মজা হয়েচে! (প্রকাশে) না, না, আমি আর তা বোল্‌বো না, তুমি ওদিকে ডাকো।

শিব। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ভুতেরা তোরা সব এখানে আয় ভয় নাই—ভয় নাই।

ভূত। (দূর হইতে) আঁমরাঁ যাঁব না,আঁমরাঁ যাঁব না, আঁমরাঁ যাঁব না। বাঁপ! নাঁম্‌টা যেঁ বঁদ্‌, শুঁনে অঁব্দি কাঁণ গুঁলন্‌ কঁট কঁট ঝঁন্‌ ঝঁন্‌ কোঁত্তেছে।

শিব। আঁয়রে বাপুরো আয়, তোদের ভয় নাই, আমি রয়েচি।

(ভূতগণের পুনরাগমন।)

হরি। (স্বগত) আবার একবার মজা করা যাক্‌ (প্রকাশে) জয় সীতারাম।

ভূত। দেঁ দৌঁড়, দেঁ দৌঁড়, দেঁ দৌঁড়, সঁর্ব্বনাঁশ কেঁরেচেঁ, সেঁই নাঁমটাঁ আঁবার বঁলেচেঁ, জঁয় ভঁবানী, জঁয় ভঁবানী, জঁয় ভঁবানী। (হামদোর উক্তি) আঁমিতোঁ ভাঁই আঁর যাঁব না, তোঁরা যেঁ পাঁরিস্‌ যাঁ। (অপর ভূতগণের উক্তি) তুঁই যাঁবি-নেঁই আমরা যাঁব নাকি? আঁমাদেঁর ওঁনাম শুঁনে অঁব্দি—তুঁলো আঁম খেঁলা আঁম কোঁচ্চে, (টেঙ্গশের উক্তি)—আঁমারঁতো ভাঁই ভঁয়ে বুঁকে যেঁন ঢেঁকীর পাঁর্‌ পাঁড়ছেঁ।

শিব। (বিরক্তভাবে) আঃ! ছোঁড়াটা তো ভারি ঠেঁটা দেখ্‌চি, আমি যা বারণ কোল্লাম, তাই আবার ভাল কোরে বল্লে। ভূত লয়ে গোল কোরে কোরে আড়াই প্রহর বেলা হলো, এখনো একটাও তণ্ডুল পেলাঁম না। নন্দী, তুমি ওগুলোকে ডাকতো?

নন্দী। ওরে ভূতেরা! এখানে আয় আয়, ভয় নাই, যে সে নাম কোরে ছিল সে পালিয়েচে।

ভূত। আঁবার? কাঁণা নঁড়ী হাঁরাঁয় কঁবাঁর?

নন্দী। তোরা রাম নামে অত ভয় খাস কেন?

ভূত। আঁবাঁর সেঁই নাঁম রেঁ— পাঁলা, পাঁলা, পাঁলা, নঁন্দীতো ঘরের ঢেঁকী কুঁমীর। জঁয় ভঁবানী, জঁয় ভঁবানী, জঁয় ভঁবানী।

[ভূতগণের প্রস্থান।]

শিব। (বিরক্তভাবে) যাও, তোমাকে যেমন ডাক্‌তে বোল্লাম নন্দী, তুমি আবার তেম্‌নি ডাকের ভিতর রামনাম সাঁদ কোরে ভূতগুলোকে একবারে দেশছাড়া কোল্লে। ঐ দেখ, আরতো একটাও নাই,—সব পালিয়েচে।

নন্দী। তাইতো, ওগুলো কেমন ছম্‌ছমে হয়েচে, ওদের কাছে রাম নাম করা দূরে থাক, 'রা' উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে আদ্‌ ক্রোশ পথ ছাড়িয়ে চলে যায়।

শিব। আজ্‌কে কার্‌ মুখ দেখে উঠেছিলাম, কেবল ভূত লয়ে গোল কোরেই সমস্ত দিন্‌টে গেল, এক্‌পো তণ্ডুলও পেলাম না; ঘরে যে গণেশের মা আছেন, তিনি তো এখন সুধু হাতে ফিরে যাওয়া দেখ্‌লে ঘাড়ে মাটী কুঁড়্‌বেন।

নন্দী। চলুন্‌ এখন, পথে যেতে যেতে যা হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উভয়ের পুনঃপ্রবেশ।)

শিব। নন্দী এই বৃষটাকে বাঁধ, আর ভিক্ষের ঝুলিটে বাড়ীর ভিতর রেখে আয়।

[নন্দীর অন্তঃপুরে প্রস্থান।

শিব। (স্বগত) নন্দীতো ঝুলিটী লয়ে বাটীতে এখন গেল, কিন্তু আজ অদৃষ্টে যে কি আছে তাও তো জানিনে। গিন্নিটিতো সর্ব্বদা চটেই আছেন, আবার তাতে আজ তণ্ডুলও কম পাওয়া গেছে—কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীজাতির সহজে আশা পিপাসা শান্তি করাও দুষ্কর, আর——

(নন্দীর পুনরাগমন।)

নন্দী। কর্ত্তামশায়, একবার বাড়ীর ভিতর যান্‌, গিন্নি মা ডাক্‌ছেন।

শিব। (স্বগত) যোগাড় উটেচে! (প্রকাশে) কেন র‌্যা!

নন্দী। তা আমি বল্‌তে পারি না, কেবল বল্লেন্ যে "তাঁরে বাড়ীর ভিতর ডেকে দাও।"

শিব। (মৃদুস্বরে) গিন্নির মেজাজটা কেমন দেখ্‌লি বল্ দেখি?

নন্দী। আজ্ঞে,—তেলে বেগুনে গোচ্।

শিব। আমিও তা জানি, একেতো তিনি অগ্নি-শর্ম্মা তাতে আবার আজ্ ভিক্ষে পাই নাই, কন্দলে এখন পাহাড় ফাটাবে।

নন্দী। আজ্‌কের্ গতিকে বোধ হচ্চে সামান্যয় যাবে না।

শিব। তাইতো রে বাপু, যাই, দেখি মধুসূদন কি করেন্—তেমন তেমন হয় আমিও বোল্‌তে ছাড়বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

(শিবের অন্তঃপুর।)

(পার্ব্বতী আসীন।—শিবের প্রবেশ।)

শিব। কই পার্ব্বতী কোথায়, ডাক্‌চো কেন?

পার্ব্ব। (সরোষে) বলি আজ্ ভিক্ষের চাল্ কই?

শিব। (স্বগত) ঐ! যা ভেবেচি তাই! (প্রকাশে) আজ্ কেমন দূরদৃষ্ট যে কিছুই ভিক্ষে পেলাম না; ঐ নন্দীরে জিজ্ঞাসা কর, বেড়াতে আর কোথাও বাকি রাখিনেই।

পার্ব্ব। নন্দীরে জিজ্ঞেস্ করবার জন্যেতো আমার ঘুম্ হয় নেই, এখন সব ডান্ হাতের ব্যাপার কেমন কোরে হবে তার চেষ্টা দেখ; আজ আর ঘরে একটাও চাল্ নেই।

শিব। নাই কেন? কাল্ ততো চাল্ ভিক্ষে কোরে এনে দিলাম, আর আজ্ এরি মধ্যে সব ফুরিয়েচে? ঘরে যেন রাহু সেঁধিয়েচে! আস্তেই নেই—নেই—বই আর কখনো সচ্ছল দেখ্‌লাম না।

পার্ব্ব। আস্তেই থাক্‌বে কেমন কোরে? এদিকে ঘরে তোমার কি অম্প গুলি খেতে। তোমার ভিক্ষের চেলে আর আমি সোণা দানাটা গড়িয়ে পরিনি।

শিব। "ঠাকুর ঘরে কে রে—না আমি কলা খাই নেই"— এও যে তাই দেখ্‌চি—হা! হা!! হা!!! গুটীপোকা আপনার লালেই আপ্‌নি বদ্ধ হয়,—হা! হা! হা!!

পার্ব্ব। আ! হা! হা! হাসি দেখ,—তবে যেন আমি সত্তি সত্তিই গয়না পরেচি।

শিব। পরো নাই তো আর এত সব কোত্থেকে হলো? এক এক দিন যে সেজে গুজে রাজরাজেশ্বরী হয়ে বেরোও,— তুমি মনে কোরো না যে সিদ্ধি খেয়ে খেয়ে শিব কাণা হয়েচে, আর দেখ্‌তে পায় না। উচিত কথা বোল্‌বো, তা যেই হোক না কেন।

পার্ব্ব। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, সে কি তোমার ভিক্ষের চেলের? ওমা অবাক কল্যে যে! ও পদ্মা, শুন্‌চিস্‌, বুড়ো মিন্‌ষের এক বার লম্বা লম্বা কথা শোন্‌।

শিব। আমার ভিক্ষের চাল থেকে করো নাই তো কি আর তুমি রোজ্‌কার্‌ কোরে কোরেচো?

পার্ব্ব। আহা! কি ভিক্ষের চাল্‌! গণেশের বাহনেরি এক এক দিন কুলোয় না, তা থেকে আবার আমি গয়না গড়িয়েচি,—ওমা কি ঘেন্যার কথা, ছি, ছি! বোল্‌তে একটু লজ্জাও করেনা। আমার বাপের বাড়ীর রস্‌ না থাক্‌লে, এতদিন তোমার দুর্দ্দশায় শ্যাল কুকুর কাঁদ্‌তো, ও কালামুখ নাড়্‌তে কি একটু লজ্জা হয় না?

শিব। ভিক্ষের চেলে গয়নার কথাটা হয়েচে অম্‌নি গায়ে আগুন ছড়িয়ে দেছে! কখনো বোল্‌চেন্‌ বাপের বাড়ীর রস্‌, কখনো বা গণেশের বাহনের ঘাড়ে ফেলে দিচ্চেন্‌, চেলের হিসেব দিতে হলেই অম্‌নি ফোঁপাতে থাকেন্‌। যারে আস্তে হয় সেই জানে।

পার্ব্ব। আহা! কি রোজ্‌কারী পুরুষ! এ নাগাইদ্‌ তো রোজ্‌কার কোরে কোরে ঘর পূরিয়ে ফেলেচেন্‌,—সম্বলের মধ্যে কেবল ভিক্ষে, তাও আবার সকল দিন জোটেনা!— লক্ষ্মীছাড়া পুরুষের ভাগ্যে পড়ে চিরকালটা কেবল হাড়ে মাসে জ্বলে মলেম্‌!

শিব। (সকৌতুকে) তোমার বাপ কুলীন্‌ দেখে তোমার

বে দিয়ে ছিল, ধন দেখেতো আর দেয় নাই? আমি যে তোমারে নে ঘর কোচ্চি, এই তোমার ভাগ্যি।

পার্ব্ব। (শিবের সম্মুখে হস্ত নাড়িয়া) আঃ কি কুলীন, কুলের তো একবারে সীমে নেই। তেজের কথা দেখেচো?

শিব। (স্বগত) মরো এখন আপ্‌না আপ্‌নি মাথা কুড়ে; আমি আর বোক্‌তে পারিনা; নেসা চোটে গিয়ে প্রাণ কেমন কোত্তেছে! আর কিছুই ভাল লাগে না। নন্দীরে একবার ডাকি, গাঁজা তৈয়ের করুক্,—তাই বা এখন কি কোরে হয়? যে ওখানে কাল সাপিনী গর্জ্জন কোত্তেছে, আগে নিরস্ত হোক্।

পার্ব্ব। চুপ্‌টী কোরে বোসে রৈলে যে? আর এখন তুই শালী মর্, যেখানে পাস্ নিয়ে আয়, আমি মেয়ে মানুষ নিত্যি নিত্যি কোথা পাব।

শিব। কেন আমারি কি দায় নাকি? ঘর কন্নাটার সব দেখচি সমান। ছেলে দুটি যে হয়েচেন্, তা কেবল আপ্‌নাদের তোরিবোৎ নিয়েই থাকেন্ গণেশ, তা ঘরে পাল্লে কেউ মরুগ আর তরুগ, পৈতে ধরে জপই হচ্চে, জপই হচ্চে, আর বাহনটি (ইঁদুর) একবার এ ঘর, একবার ও ঘর, কোথা চাল্‌টি, কোথা খুদটি, যেখানে যা পাচ্চেন অম্‌নি কাটুর কুটুর কোরে তার দফা ফুরিয়ে দিচ্চেন্। আর কারো পাল্লে হোক্ আর নাই হোক্, আর এমনি লক্ষ্মীছাড়া শুধু খাবার জিনিস খাবি তাই খা, তা কোথা, যা সুমুখে পাবেন তাই কেটে ফেল্‌বেন্। আমার বাঘছাল্‌টা আর ভিক্ষের ঝুলিটে কি কেটে তচ্ নচ্ কোরেচে। কার্ত্তিক বাবাজির তো কথাই নাই, বাবুগিরীর একবারে চূড়ান্ত করেচেন, ষোল টাকা যোড়া কালাপেড়ে ধুতি নাহলে পরা হয় না, ভাল জুতো যোড়াটি না হলে মুখ অম্‌নি পাতাল বাগে নেবে যায়, ছোঁড়ার লেখা গ্যাল, পড়া গ্যাল, সংসারের চর্চ্চা গ্যাল, কেবল বোসে বোসে সিঁতেই

কাটচেন, আর আয়নায় মুখ দেখচেন, আর যদি একবার ডান হাতের ব্যাপারটা চুকলো, তো অম্‌নি ধনুর্ব্বাণ নিয়ে শিকার খেল্‌তে বেরুলেন; ওটার নবাবী চাল্‌ দেখে দেখে আমাকে কেমন লেগেচে—“খাঁদা পোয়ের নাম পদ্মলোচন।” বাহন্‌টি আবার এম্‌নি যে দিনের মধ্যে বিশবার আমার সাপ গুলিকে ধরবার জন্যে ঝুকি মারে।—কন্যা যে দুটি—লক্ষ্মী আর সরস্বতী—তার মধ্যে সরস্বতীটি ভাল, আমার সেবা শুশ্রূষা করে; কিন্তু লক্ষ্মী যিনি তিনিতো আমার ঘরে অলক্ষ্মী, এমন পক্ষপাতিনী যদি আর কেউ কখনো দেখেচে; বাইরের লোককে একবারে ধনে ডুবিয়ে দেন, আর চাই নাই বোল্লেও গুঁজতে থাকেন; কিন্তু আমার ঘরে যে অন্ন জোড়ে না তা একবার ফিরেও চেয়ে দেখেন না। আর তোমার গুণের কথা কি ব্যাখ্যা কোর্ব্বো, আমি সাত দিন সাত রাত ধরে বোল্লেও ফুরুবেনা, জন্ম কালটা কেবল মান ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেই সারা হলাম; কোন একটা কথা হয়েচে কি অমনি রাগে মুখ ভিম-রুলের মতন হয়ে যায়, আর দিবারাত্রি খন্‌, খন্‌, ঝন্‌, ঝন্‌—এতে কি লক্ষ্মী বাস বাঁধে?

পার্ব্ব। খন্‌, খন্‌, ঝন্‌, ঝন্‌ কি আর সাধ কোরে করি? যারে পুড়্‌তে হয় সেই জানে। বোল্লেন কি না ওঁর কি দায়, তোমার দায় নয়তো কার দায়? তখন বেঁ কোত্তে গেছলে কেন? সংসার করা অমনি নয়, “আটে পিটে দড়ো তো ঘোড়ার উপর চড়ো,” তখন বে কোরে এখন কি আর আলাকাড়ি দিলে চলে? এদিকে পুরুষের তো গুণের একবারে সীমে নেই, উনি আবার মুখ নাড়েন্‌, দিন রাত কেবল সিদ্ধিই ঘোঁটা হচ্চে (ঘট্‌, ঘট্‌, ঘট্‌, ঘট্‌,)—আর বাইরে যদি বেরুলেন্‌ তো পারিষদও সব বেরুলো; কে, না—ভূত, বেহ্মোদত্তি, শাখচিন্নী,—পেত্নী; বাহন তা সৃষ্টিছাড়া; ভৃত্য যেটি (নন্দী) সেটিতো

"ঘরে কড়ার কুটোটি নাড়ে না, কেবল সিদ্ধির পরিপাটি নিয়েই থাকে, এমন ঘরকন্নায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। আমি যেই মেয়ে তাই এঘর কোচ্চি, অন্য অন্য মেয়ে হলে অ্যাদ্দিন——কাপড় ফেলে পালাতো! যখন বে কোরেচো, আর পাঁচটা কাচ্ছা বাচ্ছা হয়েচে, তখন যেমন কোরে হোক্ তোমাকে তাদের আদার যোগাতেই হবে।

শিব। ক্যান? কিছু লেখা পড়া আছে না কি? আমি যদ্দিন পেরেচি তদ্দিন পেরেচি আর পারবো না; এখন যে যার আপনার আপনার চরে খাওগে। আমি তোমার সংসারে কিসে আছি? জঙ্গল থেকে সিদ্ধি আনি তাই খাই; কাপড়ের ধার ধারিনা, বাঘছাল পরি; তেল যে একটু তাও মাখি না, পাঁশ মেখে সারি; শয়ন তা জন্মই ধূলোতে; আর ঘরেই বা কে থাকে? কখনো গাছতলায়, কখনো বা শ্মশানে পড়ে থাকি;—বাহন যেটি, (বৃষ) সে আমার বনের পাতা চোতা খেয়েই পেট্‌টি ভরিয়ে আসে; সাপ কটা বেঙটা আট্টা ধরে খায়; আমার কি? আমি যেখানে থাক্‌বো, আমার সেই খানেই ঘর।

পার্ব্বতী। তুমি পাল্লে খাও আর নাই খাও এ সংসার কার? যখন বে কোরেচো, তখন খেতে পোত্তে দিতেই হবে। আমার বাপের বাড়ীর নিয়ে টের দিন চালিয়েছি, আর নেই যে টাল্‌বো। এখন আজকের কি হবে তার চেষ্টা দেখ, ঘরে একটা চাল্ নেই।

শিব। তুমি যদি তোমার বাপের ঘরের নিয়ে এতদিন চালিয়েছো, তবে আমার ভিক্ষের চাল্‌গুলো কি হলো?

পার্ব্বতী। আঃ, কি ভিক্ষের চাল! তার আবার সারাখুণ্টি নাড়া,—তাতে কি আর কুলুতো? জন্মকাল্‌টা কেবল গচ্চাই দিতে হয়েচে।

শিব। তা নয়, আমি ভেতোর্‌কার ব্যাপার সব টের পেয়েচি।

পার্ব্ব। ভেতোরের ব্যাপার আবার কি?

শিব। কাজ কি আর সে সব কথায়। আমি যে পার্‌বো না সেই ভাল।

পার্ব্ব। না, না, তোমাকে বল্‌তে হবে। তুমি যদি না বল তো তোমাকে দিব্বি আছে।

শিব। আচ্ছা, সত্যি কোরে বল দেখি আমার ভিক্ষের চাল্‌ থেকে তুমি কিছু পুঁজী কোরেচো কি না?

পার্ব্ব। তোমার ভিক্ষের চেলে আমি পুঁজী করেচি! ছি! ছি! গলায় দড়ি আর কি, বল্‌তে কি একটু লজ্জা হলো না? আমি মেয়েকে মেয়ে, পুরুষকে পুরুষ হয়ে এমন দুঃখের সংসার টাল্‌চি, তাতে আহা করা একপাশে থাক্‌, আবার শক্ত শক্ত কথা? থাকো, থাকো, তুমি সংসার নিয়ে থাকো, আমি আপনার বাপের বাড়িই যাই, সেখানে আমার কিছুরি দুঃখ নেই। আয়রে ছেলে গুলো, কোথা গেলি আয়?

[পার্ব্বতী পুত্র ও কন্যা লইয়া নিষ্ক্রান্তা।

শিব। ও পদ্মা? ফেরাও, ফেরাও—আঃ—না বল্লেও থাক্‌তে পারি না, আর শেষকালে একবারে অগ্নি বৃষ্টি হয়ে যায়।

পদ্মা। ওগো গণেশের মা? ফেরো, ফেরো, কত্তামশায় ডাকছেন্‌।

পার্ব্ব। রাখ্‌গে যা তোর্‌ কত্তামশায় (দ্রুত গমন।)

পদ্মা। ওগো, ফেরো গো ফেরো।

পার্ব্ব। আবার আমার লজ্জা না থাকে তো ফির্‌বো।

পদ্মা। ওগো কত্তামশায়? মা ঠাকুরুণ আজ বড্ড রেগেচেন, আমার কথায় কোন মতেই ফিল্লেন না।

শিব। তাইতো! নন্দী, ও নন্দী।

নন্দী। আজ্ঞে।

শিব। আরে বাপু শীঘ্র যাও গিন্নিকে ফিরাও, ঐ দেখ রাগ কোরে হিমালয়ে চলেছে।

[নন্দীর বহির্গমন।

নন্দী। ওগো গিন্নি মা? ফেরো, ফেরো। (স্বগত) বুড়-টির যেমন খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই। আগে কুট্ কুট্ কোরে কামড় মেরে বিষিয়ে তুলে, এখন সেই বিষ নাবাতে ছট ফট কোরে বেড়াচ্চেন।

পার্ব্বতী। না, না, আমি যাব না—আমার থাক্‌বার ঢের জায়গা আছে।

নন্দী। আঃ ফেরো না গা? ওঁর কি আর এখন ঠিক ঠাউর আছে? কারে কি বল্লে কি হয়, তা জ্ঞান থাক্‌লে ভাবনা কি; ওঁর কথায় রাগ কোল্লে আর ঘরকন্না কোত্তে হয় না। (স্বগত) আর বড্ড বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, না ফেরেতো ভালুই হয়! দিন রাত নিষ্কণ্টকে গাঁজাটা আর সিদ্ধিটে খাওয়া চলে, মাগী যে খীট খীটে—বাপ!

পার্ব্বতী। আমি যাবনা, কখনই যাবনা।

নন্দী। (স্বগত) এখনো যে রকম রাগ, বোঁধ করি ফিরবেনা, বেড়ে হয়েচে, গাঁজা আর সিদ্ধির শ্রাদ্ধ যে দিন কতক হবে তা আমিই জানি!—হা! হা! হা! মজা হয়েচে। (পশ্চাতে দেখিয়া) উঃ! যে রকম চলেচে, কার সাধ্যি ফিরোয়?

(নন্দীর পুনঃ প্রবেশ।)

নন্দী। (বিরক্তভাবে) কর্ত্তামশায়! তিনি কোন রকমেই ফিল্লেন না, কত বুঝালাম, তা কিছুতেই নয়—যাচ্চেন যান, একবার বাপের বাড়ীটে বেড়িয়ে আসুনগে?

শিব। সত্যি সত্যিই যাবে কি রে ? তবে একবার আমাকে দেখতে হলো।

[শিবের পার্ব্বতীর অনুগমন।

ওহে ফেরো ! ফেরো ! আমার ঘাট হয়েছে, ঝকড়ার মুখে তুমিও আমাকে বলেচো, আমিও তোমাকে বলেচি,—তাতে তোমার এতদূর রাগ করা উচিত নয়।

[পার্ব্বতীর দ্রুততর গমন।

শিব। (ব্যাকুলভাবে) আঃ ফেরো হে ফেরো ! (স্বগত) ছাই পাঁস দৌড়তেও পারিনা, ভুঁড়িটেয় লাগে। (প্রকাশে) ওহে দাঁড়াও, দাঁড়াও ! কেন আর আমাকে দুঃখ দাও ? ওরে গণ্‌শা—ভেড়ের বেটা ভেড়ে—দাঁড়ানা ? ওটা আবার— "বাঁশকে চাইতে কঞ্চি দড়"—দেখ না ! আগে আগে ছুটে চলেচে।

পার্ব্ব। (স্বগত) কেইবা ওঁর কথা শোনে।

শিব। (কিয়ৎক্ষণ পরে সম্মুখীন হইয়া) চল, চল, ঘরে চল। আমি যত বোল্‌চি দাঁড়াও, ততই চলেচো—আমার কি একটা কথাও শুন্তে নাই ?

পার্ব্ব। (বিষাদে) আমাকে আবার কেন ? তুমি একটা ভাল দেখে বিয়ে কোরোগে। আমি হাঁড়িখাকী, লক্ষ্মীছাড়া, রাগী—

শিব। আমি কি এসব কথা তোমাকে কখন বলেচি ?

পার্ব্ব। না, কিছুই বলোনি, তোমার আর ঠাট কোত্তে হবেনা, আমাকে ঢের জ্বলান্‌টা জ্বলিয়েছো !

শিব। আমি পাগল ফাগল লোক ভাই, কখন কি বলি তা তুমি ধরোনা। এসো,—ঘরে এসো,—রাস্তার মাঝে এমন কোরে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভাল দেখায় না।

পার্ব্ব। এখানে এসেও আবার আমাকে পোড়াতে লাগলে কেন? তুমি আপ্‌নার ঘর নে থাকোগে, আমার থাকবার ঢের জায়গা আছে।

শিব। আমার ভাই সহস্র অপরাধ হয়েচে। নাও, এখন ঘরে চল। ঝগড়ার মুখে তুমিও আমাকে বোলেচ, আমিও তোমাকে বোলেচি, তাতে তোমার এত রাগ কেন?

পার্ব্ব। আমি তোমাকে এমন কি বোলেচি? তোমার যে এক এক কথা, তাতে অন্তরচ্ছেদ হয়ে যায়। আমি ওঁর ভিক্ষের চেলে পুঁজী কোরেচি, ওমা ছি! কি লজ্জার কথা! লোকে শুন্‌লে বোল্‌বে কি?

শিব। ওটা আমি তোমারে তামাসা কোরে বলেছিলাম।

পার্ব্ব। হ্যাঁ—এখন তামাসা বোল্‌বে বই আর কি? আমি যেন কিছু বুঝ্‌তে পারিনে।

শিব। আমি ভাই সিদ্ধির ঝোঁকে যে কি বোলেছিলাম তা মনে নাই। যাই হোক, আমি তোমার কাছে অপরাধী হয়েচি, এখন এসো—ঘরে এসো—আর দাঁড়াতে পারিনে, নেশা চটে গিয়ে হাই উঠ্‌চে—আর প্রাণটা কেমন আইঢাই কোত্তেছে।

(শিব ও পার্ব্বতীর প্রত্যাবর্ত্তন।)

শিব। ও নন্দী! আজ্‌কের যোগাড় দেখো, ঘরে যে একটাও চাল্‌ নাই রে।

নন্দী। (স্বগত) হুঃ সিদ্ধি আর গাঁজার যোগাড়টা ভাল কোরে কোত্তেছিনু, তা সব উল্টে গ্যাল! দূর্‌ হোকগে! (প্রকাশে) এই যে গিন্নিমা ফিরেচেন্‌? আচ্ছা বেটীর রাগ কিন্তু; একবার রাগ্‌লে আর সাম্‌নে দাঁড়ায় কে? কুটো দিলে দুফাল্‌ হয়ে যায়!

শিব। জন্মই,—তা কি আর আজ নূতন? সে যাহোক্, তুমি কিঞ্চিৎ তণ্ডুল কারো কাছে ধার টার পাও কি না দেখ দেখি?

নন্দী। যে আজ্ঞে, তবে যাই।

[প্রস্থান।

শিব। (স্বগত) আজকের দিনটা এক প্রকার অসুখেই যাচ্চে, একে ঘরে একটী তণ্ডুল নাই, তাতে আবার গিন্নিটী আধক্ষেপা হয়েছেন, এর উপর আবার নেশা চটে গেছে—কত দুঃখই যে অদৃষ্টে আছে তা বল্‌তে পারিনা।

(নন্দীর পুনঃপ্রবেশ।)

নন্দী। (ক্ষুব্ধচিত্তে) এইতো পেয়েচি, শুধু এতে কি কোরে কি হবে?

শিব। তুই ঐখানে দিগে না, ও তেমন গণেশের মা নয়; ওতেই এখন নানা রকম কোর্ব্বে। তুই আজ্ ভাল কোরে সিদ্ধিটে তৈয়ের কোর্‌গে দেখি?

নন্দী। (মৃদুস্বরে) কোন্ দিন আর মন্দ হয়? (সিদ্ধি ঘোঁটন) ঘট্, ঘট্, ঘট্।

শিব। হয়েচে র‍্যা?

নন্দী। আজ্ঞে হ্যাঁ—এই লন্।

শিব। (সিদ্ধি পান করিয়া) বাঃ! আজ্‌কের সিদ্ধিটে যে বেড়ে হয়েচে, একটাও ছিব্‌ড়ে নেই। (সপুলকে) নন্দী না হলে সকলি মিছে, এমন গুণের ভৃত্য কি কেউ কখনো পায়—না পাবে? ওরে! খেতে খেতেই যে সিদ্ধিটে ধরে এলো?

নন্দী। আজ্‌কে যে ধর্‌বারি কথা, ধুত্‌রোর্ বিচি প্রায় আধসের দিয়েচি,—আর ঘুঁটেচি তো কম নয়, হাতে একবারে কাল্‌শিরে পড়ে গ্যাছে!

শিব। নে, তুইও একটু খা, আমি একবার গিন্নিটিকে দেখিগে

কি কোচ্চেন। (সহাস্য বদনে) এই যে, বলি রাগ্‌টা পড়েচে তো?

পার্ব্ব। আহা! রকম দেখ।

শিব। রকম তো আমার আজন্মই এম্‌নি। তোমার এখন রাগ পড়েচে কি না তা বল?

পার্ব্ব। (স্মিত মুখে) আ মরি! কাপ আর কি। বাঘ ছাল্‌টা ভাল কোরে পরো। সিদ্ধি খেয়ে খেয়ে একবারে গোল্লায় গ্যাছেন।

শিব। (সকৌতুকে) তুমি সিদ্ধিকে নিন্দে কোরো না হে, আমি ওর্ জোরে এই ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত বুদ্ধি আছে সব হস্তগত কোরেচি,—আর এতেই বেঁচে আছি।

পার্ব্ব। বুদ্ধির তো একবারে সাগর বল্লেই হয়! কেবল হাস্‌তে বাহাদুর। সিদ্ধিই যদি না খাবে, তবে কি আর আমাদের এত দুঃখ হয়? সংসারের ভাবনা তো একবারও ভাবনা?

শিব। তাইতো আমি ভেবে কিছু ঠিক কোত্তে পারিনে। ভিক্ষে কোত্তে যাই, তা সকল দিন প্রচুর তণ্ডুল পাইনা। এদিকে লেখাপড়া তেমন জানিনা যে কোথাও চাক্‌রি বাক্‌রিটে কোর্ব্বো; যা কিছু জান্‌তেম, তাও সিদ্ধি খেয়ে সব জল্‌পান্ কোরে বোসে আছি, আবার সংসার পড়েচে মাথার উপর; আমার তো পাঁচ প্রকার ভাব্‌নায় রাত্রে ঘুম হয়না! এবার একটা মনে মনে কোরেচি, তাও ভাগ্যে কি ঘটে।

পার্ব্ব। কি মনে কোরেচো?

শিব। এবার চাষ কোর্ব্বো মনে করেচি, অন্নের বড় দুঃখ, জন্মকাল্‌টা কেবল ঐজন্যই অসুখে গেল।

পার্ব্ব। কোত্তে পাল্লে মন্দ নয়, কেবল ভিক্ষের উপর নির্ভর কোল্লে কি আর এত বড় সংসার চলে?

শিব। তবে "শুভস্য শীঘ্রং।"—নন্দী? তুমি একবার ভীমের কাছে গিয়ে তারে ডেকে নিয়ে এসোতো বাপু। আর তারে বোলো যেন গমনকালীন গো, মহিষ ও অন্যান্য সমস্ত চাষের উপকরণ দ্রব্য লয়ে আসে।

নন্দী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শিব। (স্বগত) দিন দিন প্রাতে উঠে ইতস্তত রৌদ্রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে যে শরীর সুস্থ থাক্‌বে তাও নয়, বরং ভিক্ষের তণ্ডুল কম হলে সে দিনতো কেবল বিবাদেই গত হবে। (চিন্তা করিয়া) না দূর হোক্, আর ভিক্ষে করে কায নাই, আর কোন উপায়ান্তর দেখা যাক্, আজ কাল যে সময় হয়েছে এতে চাকরী পাওয়াও ভার, আর তাতেও কি কর্‌লে দুঃখ ঘুচবে? আবার প্রভুর সকল সময় চিত্ত বিনোদন কর্‌তে হবে, তাও বিশেষ জানি না; বল্‌তে কি তোষামোদ তো পদে পদে—আর—

(নন্দীর পুনঃপ্রবেশ।)

নন্দী। প্রণাম হই।

শিব। কেও নন্দী, সংবাদ কি?

নন্দী। ভীম সমস্ত সরঞ্জাম লয়ে কাল্ আস্‌বেন্।

শিব। ভাল! ভাল! এখন কোন্ দিকে চাষ কর্‌তে যাওয়া যায় বল দেখি?

নন্দী। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে বেস্ জায়গা আছে, সেখানকার মাটী বড় উর্ব্বরা, সোণা ফলে।

শিব। এখান হতে কত দূর হবে বল দেখি?

নন্দী। আঁজ্ঞে এক দিনের পথ হবে।

নেপথ্যে। দোর খোল গো।

শিব। (উচ্চৈঃস্বরে) কেও?

(ভীমের প্রবেশ।)

ভীম। আজ্ঞে—আমি ভীম।

শিব। এসো, এসো, চাষের সকল এনেচো তো বাপু?

ভীম। আজ্ঞে এনেচি।

শিব। কেমন, বাড়ীর সমস্ত কুশল তো?

ভীম। আজ্ঞে—হঁ্যা, সকলে ভাল আছে। এখন চাষ কোথায় হবে বলুন দেখি?

শিব। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে, এখান হতে প্রায় এক দিনের পথ। তুমিই আমার ভরসা বাপু, কৃষি কাযে তোমাকেই থাকৃতে হবে, আমিও থাক্‌বো বটে, তবে কিনা একলা হতেতো সব সুন্দররূপ হবে না।

ভীম। আমা হতে যা হবার তা অবশ্যই হবে।

শিব। তবে চল বাপু কাল্ যাওয়া যাক্।

ভীম। হঁ্যা, যখন কোত্তেই হবে তখন আর বিলম্ব কেন? এইতো চাষ কর্‌বার সময়।

শিব। তবে কাল প্রাতে সকলে গমন করি চল। (পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক) দেখ, আমি তো অন্নের জ্বালায় এক প্রকার জ্বালাতন হয়েছি—তা এখন দেখি কৃষি কর্ম্মে কতদূর দুঃখ মোচন হয়। তুমি সাবধানপূর্ব্বক ছেলে গুলিকে লয়ে থাক—আমি কল্যই যাত্রা কর্ব্বো।

পার্ব্ব। (স্বগত) আঃ! এইবার বুঝি আমাদের কর্ত্তার সুমতি হয়েছে—তা যা হোক্, উনি যে কৈলাস পরিত্যাগ করে চাষ কর্ত্তে যাচ্চেন এও বড় সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—(প্রকাশে) এখন সব তো বুঝলেম, সংসারের খরচ পত্রের কি হবে?

শিব। (স্বগত) স্ত্রীলোকদিগের এমনি অসাধারণ প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বই বটে, তা না হলে কোথায় শুভকর্ম্মে সন্তোষের

সহিত গমন কর্‌বো তা না হয়ে এখন নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন কর্‌তে লাগলেন।

পার্ব্বতী। বড় যে চুপ করে রইলে? কিছু বলনা যে?

শিব। বল্‌বো আর কি? আমার মাথামুণ্ড—যা হয় হবে।

[কৃষিকর্ম্মে শিব, নন্দী ও ভীমের যাত্রা।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

ঢেঁকীশালা।

(ঢেঁকীর অবস্থান। নারদের প্রবেশ।)

ঢেঁকী। আস্থন্! আস্থন্! প্রণাম হই।

নারদ। এস! কল্যাণ হোক্। কেমন তুই ভাল আছিসতো?

ঢেঁকী। এই যেমন আশীর্ব্বাদ করেছেন্। এদাসের তো আর খোঁজ খবর ন্যান্ না?

নারদ। কেন? মর্ত্ত্যে এলেই তো তোর কাছে আমি আগে আসি?

ঢেঁকী। তবে এতদিন কোথা ছিলেন?

নারদ। দেবলোকে, অদ্য সেখানহতে আস্‌চি, একবার কৈলাসে যেতে হবে।

ঢেঁকী। কেন, সেখানে কি কিছু রগড়ের কাণ্ড আছে না কি?

নারদ। রগড় ছাড়া কি আমি থাকি?

ঢেঁকী। কি রকম, তবু ভেঙেচুরে বলুন্ না?

নারদ। এ ততো কিছু রগড় নয়, তবু কিছু কিছুও বটে; শিব গ্যাছেন চাষ কর্‌তে, সেখানে গিয়ে অবধি চাষের নেশায় পড়ে আর কাত্যায়নীকে মনে নাই, এক মুহূর্ত্ত যাঁরে ছাড়া তিনি থাক্‌তেন না, তাঁরে এতদিন হলো ভুলে রয়েচেন্, এতেই মামীর আমার বড়ই সন্দেহ হয়েচে, দিন রাত কেবল সেই চিন্তাতেই আছেন, কি কোরে মামারে ঘরে আনবেন তার কোন উপায় স্থির কর্‌তে পারেন নাই।

ঢেঁকী। আপনি যেয়ে তার কি কর্‌বেন্?

নারদ। আমার রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।

ঢেঁকী। রথ দেখা কলা বেচা কি? আপনি ভেঙ্গে চুরে বলুন্, আমি মোটা মুটি লোক, অত ফের্ ফারের কথা বুঝ্‌তে শুঝ্‌তে পারিনে।

নারদ। ওরে রথ দেখা কি, যাঁরে আমি মামী বল্‌চি, তিনি জগতের মা, তাঁরে আমার দর্শনও হবে, আর কলা বেচা অর্থাৎ আমি যার প্রিয় (কন্দল) তাও আচ্ছা করে বাদিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

ঢেঁকী। এই কথা—! বাস্! আপনি যে প্যাঁচ মেরে মেরে কথা কন্, আমি তো আমি, কত পণ্ডিতের বুঝ্‌তে হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়।

নারদ। হা—হা।

ঢেঁকী। আপ্‌নার সে তেমন কাল কাল দাড়ি গুলি একবারে পেকে যে শোণনুড়ি হয়েছে?

নারদ। আর পাক্‌বে বই কি? বয়েস্ বাড়চে না কম্‌চে? তোকে এমন কৃশ দেখ্‌ছি কেন বল দেখি?

ঢেঁকী। আমাতে কি আর আমি আছি? প্রাণটি কেবল বেরোবার অপিক্ষে?

নারদ। কেন! কেন! তোর তো এমন হাল্ আমি কখন দেখি নাই।

ঢেঁকী। এদাসের আজ কতদিন খোজ করেন্ নেই ভেবে দেখুন দেখি? আমার কি আর এখন বস্তু আছে?—

নারদ। কেন, তোর কি হয়েচে?

ঢেঁকী। আমার দুঃখের কথা শুনবেন তবে শুনন্—।

পুরাতন পুয়া দুটী, ঘুণ ধরিয়াছে!
আঁকশলি ক্ষেয়ে গিয়ে কেবল নড়িছে!

মুষলে কুশল নাই পার পেড়ে গড়ে!
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ অত মাথা কুঁড়ে!
তেল বিনে অঙ্গে মোর উড়িয়াছে খড়ি!
ভান্‌তে কেহ মোরে নাহি ছাড়ে এক ঘড়ি!
বিধাতা করেছে মোরে নারদের হাতি!
কুটে ধান্ গেল প্রাণ খেয়ে মেয়ে নাথি!
চোকেতে পড়েছে ছানী কুঁড়ো পড়ে পড়ে!
কুলো পারা কাণদুটো উড়ে গ্যাছে ঝড়ে!
সামাটা হয়েছে ভোঁথা দিন রাত খেটে!
আঁত্‌টা উয়েতে খেয়ে গ্যাছে দড়ি বেটে!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ প্রভু জীবনে আমার!
শুনেছি কোথাও মোর নাহিক নিস্তার!
এই কথা প্রচলিত আছে সর্ব্ব স্থানে!
স্বর্গেও ঢেঁকী গিয়ে কেবল ধান্ ভানে!

নারদ। তার আর দুঃখ কি? এইবারে আমি তোর সব নূতন করে দেবো, তবে ধান্‌টা ভানার কথা রে বাপু, উটি তোর অদৃষ্টের লিখন, আমি কি কর্‌বো? আমার সাধ্যমতে যা হয় তার আমি ক্রুটি কর্‌বো না।

ঢেঁকী। আর যত যা হোক্ বা না হোক্ আমার এই পুয়া দুটো আর আঁকশলিটেতো না বদুল্লিই নয়। এগুলো এমনি নড়ে গ্যাছে, একবার এ পাশ, একবার ও পাশ, করে হেলে দুলে ঠিক যেন মাতালের মত হয়ে ধান্ ভান্‌তে হয়।

নারদ। এবার আর তোর কিছুই অসার রাখ্‌বোনা, সব বদ্‌লে দেবো। কেমন, শালকাঠের পুয়া করে দিলেতো হবে?

ঢেঁকী। ওঃ তা হলেতো চূড়ান্ত হয়।

নারদ। আঁকশলিটে কি কাঠের চাই বল দেখি? আব্‌লুবের হলে হবে না?

ঢেঁকী। ও আব্‌লুষ ফাব্‌লুষের কম্ম নয় মশায়, একটা বেস ভাল শক্ত কাঠ না দিলে টিক্‌বে না, ওতেই যত ধকল্।

নারদ। তবে সেগুণ কি মেহগ্নির করে দেবো?

ঢেঁকী। আপনি সব কি কাঠের নাম কচ্চেন, ও আমার কোন পুরুষে শোনে নেই।

নারদ। (সরোষে) শিশু কি গামারের হলে হবে?

ঢেঁকী। উঁহুঁ, ও শিশু ফিশু হবে না মশায়, আর কোন রকম শক্ত কাঠের নাম করুন।

নারদ। (স্বগত) হুঁ!! ভেড়ের ব্যাটার আঁকশলির কাঠ আর পচন্দ হচ্চেনা, এদিকে বেলা হতে লাগ্‌লো। (প্রকাশে) বাব্‌লা কাঠের দিলে হবে র‍্যা?

ঢেঁকী। আজ্ঞে বেস হবে, বেস হবে, ওর্ মতন কি কাঠ আছে?

নারদ। (স্বগত) বাহনটি আমার এম্‌নি বুদ্ধিমান্ অতো ভাল ভাল কাঠের নাম কর্‌লেম তা পচন্দ হলোনা। বাঁদর কি মুক্তার মর্য্যাদা জানে? (প্রকাশে) আর কোন কাঠের দিলে হবে না বটে র‍্যা?

ঢেঁকী। হবেনা কেন, অর্জ্জুন আছে, শিরীষ আছে, কালী আশন হলেতো তার কথাই নাই, আরও এমন ঢের কাঠ আছে, একটা আঁকশলি দিতে আর কাঠের ভাবনা?

নারদ। এ যাত্রা আমি তোর শাল আর বাব্‌লা কাঠেই মেরামত করাবো।

ঢেঁকী। যে আজ্ঞে, তা হলে তো ভালই হয়। শাল আর বাব্‌লা কাঠের কাছে কি কাঠ আছে?

নারদ। হাঁ, হাঁ, আমিও তা জানি, তুই তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি একজন মিস্ত্রী ডেকে আনি।

ঢেঁকী। যে আজ্ঞে।

[নারদের প্রস্থান।

ঢেঁকী। (স্বগত) প্রভুটি বলে কয়ে গ্যালেন বটে এখন ফিরে এলে হয়। হয়তো সরে পড়লেন; না, তা পড়বেন এমন বোধ হয়না, উনি আমাকে বরাবরই ভাল ব্যাসেন, (ঈষৎ-হাস্যপূর্ব্বক) ভাল কাযে কাযেই বাস্‌তে হয়, পর্ব্বত টর্ব্বতে উঠ্‌তে হলে, হোথা আমাকে না হলে যে হবার যো নেই—। উই, ঘুণ, আর মেয়েদের নাথি এই তিনটে বিষয়ে আমাকে বড় জের্‌বার করে ফেলে, তা না হলে এমন জোরোয়ার সাহসী পুরুষ খুব্ কম আছে, ধ্যাঁকুচ্ কুচ্, ধ্যাঁকুচ্ কুচ্ করে য্যাখন চল্‌তে থাকি, ত্যাখন এক লহমায় এই ত্রিভুবনটা ঘুরে আসি, বল কি সাধারণ? ওপোর পানে মাথা তুলে য্যাখন ধানে মুষলের ঘা মারি ত্যাখন চাল থেকে তুঁষ অম্‌নি বিশহাত তফাতে ঠিক্‌রে পড়ে, ভানুনীর আমাকে তুল্‌তে জ্বিব বেরিয়ে যায়। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সপুলকে) ঐ যে, প্রভুটি মিস্ত্রী সঙ্গে করে আস্‌চেন্।

(মিস্ত্রী সমভিব্যাহারে নারদের প্রবেশ।)

মিস্ত্রী। ইস্! এ ঢেঁকীটের যে ঢের্ মেরামৎ কোর্‌তে হবে মশায়।

নারদ। ঢের আর কোথা হে বাপু, আঁকশলিটে আর পুয়া দুটো বদ্‌লে দিলেই হবে।

মিস্ত্রী। কেন মশায়, এই যে সামিটেও গ্যাছে।

নারদ। ওটা এখন থাক্, তুমি কাঠের কাযটা তৎপর শেষ করে দাও।

মিস্ত্রী। যে আজ্ঞে (সংস্করণ ঠক্, ঠক্, ঠক্)।

ঢেঁকী। উঃ! অতো জোরে আঁকশলিটেয় ঘা দিসনেইরে বাবু, তুই কোথাকার আনাড়ি মিস্ত্রী?

মিস্ত্রী। ঘা না দিলে মোস্তরে খুলবে নাকি? ঢেঁকীও বড়

তার আবার মেরামত! কত বাদ্যযন্ত্র গড়ে ফাটিয়ে দিনু, তুইবা আমার কোথায় লাগিস্।

ঢেঁকী। তোর যে বাদ্যযন্ত্র গড়ার হাত তা আমি এক ঘায়েই টের পেয়েচি রে বাবু, থাম্। উঃ!! আ মলো? একটু আস্তে ঘা মার্না, কাঁকাল্টের দফা সাল্লি যে দেখ্চি?

নারদ। (সরোষে) একটুন্ সামাই করে থাক্না।

ঢেঁকী। অমনতর ঘা মারা কি সামাই করা যায় মশায়? আপ্নার যদি আঁকশলি গতাবার হতো তো আপনি টের পেতেন যে এতে কত দুঃখ, কাঁকাল্টের দফা সেরে ফেল্লে।

নারদ। (হা হা রবে হাস্য করিয়া) ওহে বাপু মিস্ত্রী, একটুন্ আস্তে করে ঘা যো টা দিও।

মিস্ত্রী। আস্তেই তো দিচ্চি মশায়, আপনি একটা ভাল দেখে বাহন করুন, এটায় আর পদাথ্য নেই।

ঢেঁকী। (সক্রোধে) পদাথ্য আছে না আছে একবার কৈলাসে ওঠবার সময় যাস্ দেখি? কে কেমন বাহাদুর সেইখানে দেখা যাবে।

নারদ। (স্বগত) আঃ ভাল এক উৎপাতেই পড়েচি, মিস্ত্রী আন্লেম মেরামত্ কর্তে না কোথা বিবাদ উপস্থিত, হচ্চে কিছু মন্দ নয়, আমিও ঐ ভাল বাসি, তবে কিনা বেলাটা হয়ে য্যাচ্চে। (প্রকাশে) কদ্দূর হে বাপু মিস্ত্রী!

মিস্ত্রী। আপনি যা আজ্ঞা করেছিলেন সে সকলতো হলো, এখন ঢেকীটে কি মেটে দিতে হবে?

ঢেঁকী। (স্বগত) মাট্তে দেওয়া হবে না, একে ব্যাটার সঙ্গে ঝগ্ড়া হয়েচে, নুন্ ছাল তুল্তে গিয়ে হয়তো ভেতোর কার শুদ্ধ খপর নেবে। উঁ! একবার গড়ের কাচে পেতাম্ তো ব্যাটাকে এক ঘায়েই জন্মের মত মিস্ত্রীগিরির দফা ফুরিয়ে দিতাম্, আঁকশলিটেতে কি সাধারণ দগ্ধেছে? (প্রকাশে)

আর মাটিতে হবেনা রে বাবু, তোর যে চৌরস হাত। বাস্‌খানাতো কোদাল্ বল্লেই হয়।

নারদ। না হে বাপু মিস্ত্রী, আর কিছু কর্‌ত্তে হবে না, তুমি এক্ষণে বিদায় হও।

মিস্ত্রী। যে আজ্ঞে, প্রণাম হই।

নারদ। এসো, কল্যাণ হউক।

[মিস্ত্রীর প্রস্থান।

ঢেঁকী। আঃ, ব্যাটা গেলো না বাঁচলেম্। এ তো মেরামৎ নয় একটা ফাঁড়া উত্‌রে গ্যাল।

নারদ। কেমন রে বাপু ঢেঁকি, আর্‌তো এখন শরীরের কিছু দোষ নাই ?

ঢেঁকী। আজ্ঞে না, এখন আপ্‌নার আশীর্ব্বাদে বল পেয়ে বাঁচলেম।

নারদ। তবে এইবারে কৈলাসে যাই আয়।

ঢেঁকী। আগে আমার সজ্জা করে দিন্, সেখানে এমন বেশে যেতে আমার লজ্জা করে।

নারদ। আয় তোকে আজ্ মনের মত করে সাজাবো।

ঢেঁকী। আমার সজ্জাটা কি রকম করবেন্ বলুন্ দেখি ?

নারদ। কেন—

ডোবার জলে তোমায় করাইব স্নান,
পরিধান কৌপীনে পুঁছিব অঙ্গখান্ ;
মণটাক্ এঁটেল্ মাটীতে করি ফোঁটা,
পাখা দুটি করে দিবো বেঙ্কে মুড়ো ঝাঁটা ;
পালান হইবে জীন্ পানা তায় ঠাসা,
রেকাব দুদিকে দিব বাবুয়ের বাসা ;
নূপুর হইবে যত শিরীষের শুঁটি,
ছেঁড়া কেশে কেশ হবে অতি পরিপাটি ;

গোঁফ করে দিব পানা শিকড় আনিয়ে,
পোশাক করিয়া দিব চট পয়াইয়ে ;
ভাঙ্গা কুলা দুই খানা হবে দুটো কাণ,
ভালেতে তিলক দিব বিষত প্রমাণ ;
চক্ষু দান দিব মিশাইয়া চূণ কালী,
খোপ করে দিব মাথে বান্ধি ঝিঙ্গা জালি ;
ঘুঙ্গুর পরাব শুষ্ক শোণ শুঁটী দিয়ে,
কত জনা সাজ দেখে থাকিবেক চেয়ে।

কেমন রে, এ রকম সাজ হলে হবেনা ?

ঢেঁকী। (স্বগত) উ! যে রকম সাজের কথা শুনলেম, যদি সত্যিই হয়, তা হলে কত রাজা রাজোড়া দেখে ফেটে মর্‌বে। (প্রকাশে) আমার কি এত ভাগ্যি হবে যে আপনি এমন করে আমায় সাজাবেন।

নারদ। এই দেখ্‌না তোকে কেমন সাজাই। (বেশ করণান্তর) কেমন, মনের মত হয়েচে তো ?

ঢেঁকী। বড্‌ড সাজ হয়েচে প্রভু, আজ্‌কে রাস্তায় লোক ঠেলে যাওয়া ভার হবে।

নারদ। তোর যে রকম চেহারা আর সাজ্‌ টাজ্‌ হয়েচে, এখন একটি বে দিতে পাল্লে হয় ?

ঢেঁকী। (উল্লাসের সহিত স্বগত) প্রভুই আমাকে ঠিক চিনেছেন, আমার মতন রূপবান্‌ পুরুষ কি আর জগতে কোথাও আছে ? এখন আমার যে রকম চেহারা আর সাজ্‌ টাজ্‌ হয়েচে, তা কত ব্যাটা সেধে বে দেবে। আজ্‌কে রাস্তায় সব দেখ্‌লে হয় তো কৈলাস যাওয়া ঘুরে গিয়ে আমার বের্‌ই হুড় হুড়ি পড়ে যাবে, আমাকে মোদ্দা একটু চেপে চল্‌তে হবে, হটাৎ কারেও কথা দেওয়া হবে না। (প্রকাশে) দেখুন, আজ্‌কের পথেই বা কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

নারদ। যাবার লক্ষণ বটে। সে যা হোক্, তুই এখন আমাকে এত রাস্তা লয়ে যেতে পার্‌বি কি না বল দেখি ?

ঢেঁকী। এখন আর পার্‌বো না কেন, সব নতুন হয়েচে।

নারদ। তা বটে ; কিন্তু তুই যে রকম কৃশ হয়েচিস্; দেখে ভয় হচ্চে, পাছে রাস্তার মাঝে আড় হয়ে পড়িস্।

ঢেঁকী। আপ্‌নার কিছু ভাবনা নেই, হাজার হোক্ আমার শক্ত হাড়। এখন্‌তো সব নতুন হয়েচে, আগুতে অমন অসার হয়ে পড়েছিলাম তবু দশ্ মোন্-বারো মোন্ ধান্ এক নিশ্বেসে ভেনে উঠ্‌তাম। এখন আমার মোওড়া নেয় কে ?

নারদ। (স্বগত) আহা! কত তপস্যা করে যে বাহন পেয়েচি তা বল্‌তে পারি না। (প্রকাশে) তবে চল্, আর বিলম্ব কেন, অনেকটা দূর যেতে হবে।

ঢেঁকী। আপনি চড়লেই হলো, আমার আর দেরি কি।

নারদ। তবে বাগিয়ে দাঁড়া, সওয়ার হই। (ঢেঁকীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বামনেত্র মুদ্রিত করিয়া নখে নখে বাদ্য করিতে করিতে গমন।)

ঢেঁকী। আজ্‌কে রাস্তার কন্দলটা হচ্চে ভাল, যেন ঝড় বয়ে যাচ্চে।

নারদ। আর ঐ সুখেই আছি রে বাপু, ও আমার কেমন মৌতাৎ, যেখানে যাই না বাদালে থাক্‌তে পারি না।

ঢেঁকী। আজ্‌কে এখানে যে রকম বাদিয়েচেন্, এখন কিছুকাল ওদের সাম্‌লাতে যাবে; একবারে রক্তারক্তি হয়ে যাচ্চে।

নারদ। আজ্‌কে তো তবু ভাল রে বাপু, কোন কোন বার কতো খুন্ হয়ে যায়।

ঢেঁকী। তা দেখ্‌তেই পাচ্চি, "উঠন্তি বিক্ষি পত্র মূলেই চেনা যায়।"

নারদ। চল্, চল্, একটু পা উঠিয়ে দে, এখনো অনেকটা যেতে হবে।

ঢেঁকী। তাই বল্লিই হলো। আপনি এতক্ষণ ঝগড়ায় মেতে ছিলেন্ বলে আমিও ঢিমে চেলে চল্ ছিলাম, তা না হলে এতক্ষণ কোন কালে কৈলাসে পৌছে দিতাম্। (দ্রুতবেগে গমন) ধ্যাঁকুচ্ কুচ কুচ্, ধ্যাঁকুচ্ কুচ্ কুচ্।

নারদ। উ!! অতো শীঘ্র নারে বাপু। হেলে দুলে যেয়ে যেয়ে ভুঁড়িটে ওঁজোল্ পাঁজোল্ কোচ্চে।

ঢেঁকী। একি আবার শীঘ্রি যাওয়া—? এতো আমার সহজ চলন্; তবু মুড়ো ঝাঁটার ডানক্ খেলিয়ে উড়িনেই, তা হলেতো আপ্নি এতক্ষণ ভিরমি যেতেন্।

নারদ। উড়ে কি তুমি এর চাইতে দ্রুত যাও নাকি?

ঢেঁকী। ও!! এর চাইতে লক্ষগুণে। আমি উড়্লে বিষ্ণুর বাহন গরুড় আমায় পারে?

নারদ। (স্বগত) যা হোক্ মেনে বাহনটা মনের মত হয়েচে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকলে কি এমন লক্ষণযুক্ত বাহন পাওয়া যায়? (প্রকাশে) ঐ রে; কৈলাস পর্ব্বত দেখা যাচ্চে।

ঢেঁকী। যাবে না তো কি আর অম্নি, পথ ফুরুচ্চে না বাড়্চে?

নারদ। ঐ, ভূত ভাবন ভগবান্ কৈলাসপতির মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্চে।

ঢেঁকী। আপনি একটু শক্ত হয়ে বসুন্, নোড়বেন্ চোড়্-বেন্ না, এবার ওপোরে উঠ্তে হবে। (পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে) বাপ্! পুয়া গুলোয় আর মুষুলিটেয় যে লাগ্ছে!

নারদ। কেনোরে, এতো বেস রাস্তা।

ঢেঁকী। বেস আবার কোথা, যে উচু নিচু—আবার পাথোর গুলো রোদে এম্‌নি তেতেছে, পা ফেলে কার্ সাধ্যি!

নারদ। আর এইটুন্ কষ্টে ছেষ্টে চল্ বাপু, যেমন করে হোক্ যেতে তো হবে?

ঢেঁকী। যাচ্চি বই আর কি বোসে আছি? (কিয়ৎদূর গমনান্তর) উ!! গেনু, গেনু, গেনু! এইগো সব্বনাশ হয়েচে! ডান্ পুয়াটায় হোঁচোট্ লেগে রক্তারক্তি হয়ে গ্যাছে, আর পাত্‌তে পারি নেই, আপ্‌নাকে নাব্‌তে হলো!

নারদ। (স্বগত) ভেড়ের ভেড়ে সর্ব্বনাশ কর্‌লে দেখচি! পাহাড়ের মাঝামাঝি এসে কি বিভ্রাট! (প্রকাশে) এখানে কেম্‌ন করে নাব্বো রে?

ঢেঁকী। না নাবলে হবে কেন গো, দৈবীর কম্ম, ডান পুয়াটা খোঁড়া হলো, এখন আপ্‌নারে নে যাই কেমন কোরে?

নারদ। আর একটুখানি চ না বাপু, তা হলেই হয়।

ঢেঁকী। আমি আর একপাও পার্‌বোনা। উ!! পুয়ার তলা জ্বলে গ্যাল, শীগ্রি নাব্বে তো নাবো, তা না হলে এখনি পিঠ থেকে ঝ্যাকারে ফেলে দেবো।

নারদ। আঃ! রাম্, রাম্, রাম্, এমন লক্ষী ছাড়া বাহন যদি কেউ কখন পায়। (ঢেঁকী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) এই নাও, এখন যেতে পার্‌বে তো?

ঢেঁকী। খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে যতোটা পারি যাই। এই উঁচু নিচুটো একবার কোন রকম করে পেরুতে পার্‌লে হয়। (কিয়ৎ দূর গমনান্তর) উ!! আর পারিনে গো, পুয়াটা ফুলে ঢোল হয়েচে। এখানে একটাও গাছ নেই যে তার তলায় দাঁড়াই।

নারদ। (স্বগত) যে রকম গতিক দেখ্‌চি, ওঁকে আবার আমাকে না কাঁদে কর্‌তে হলে হয়! (প্রকাশে) চল্, চল্,

এখানে আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে, যেমন কোরে হোক্‌ যেতেই হবে।

ঢেঁকী। আমি তো আর এক পাও পারি না, প্রাণটা আই ঢাই কোচ্চে।

নারদ। (স্বগত) এ যে ভারী বিপদে ঠেকালে! এখন করি কি! ফেলে রেখে গেলে যে রকম পাথর তেতেছে এখনি তো মরে যাবে, আমারও গায়ে এমন বল নাই যে ওটাকে বয়ে নে যেতে পারি। (চিন্তা করিয়া) যাই হোক্‌, মরি আর বাঁচি যতদূর পারি নে যাই। এমন গ্রহতেও মানুষ পড়ে! (প্রকাশে) তবে এসো, আমি কাঁদে করি।

ঢেঁকী। বাপ্‌ রে তা হবে না, আপনি আমার প্রভু, আমি কি আপ্‌নার কাঁদে চাপ্‌তে পারি? আমি এখানে মর্‌বো, তবু তা পার্‌বো না।

নারদ। নে তোর ভৃত্যপনা রাখ্‌, এখন প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে। (বীণাকে ঢেঁকীর সহিত বন্ধন করিয়া) আয় যতদূর পারি নে যাই। (ঢেঁকীরে বামস্কন্ধে লইয়া গমন, কিয়ৎ-দুর যাইয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং স্বগত) আঃ! কি নরক্‌ ভোগ!! এ যোল মোনের বোঝা কি আমি বইতে পারি? কাঁদ বদ্‌লাতে হলো, তা না হলে তো আর পারি না, বাঁ কাঁদটা তো টাটিয়ে বিষ ফোড়া হয়েচে, (ঢেঁকীরে দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া কিয়ৎদূর গমন) ইস্‌!! এটাও যে টাটিয়ে এলো? এখন করি কি? এইবার এর পিঠের জীন্‌টেতে বিঁড়ে কোরে মাথায় করি, (মস্তকে ধারণ করিয়া গমন করিতে করিতে) কি অধর্ম্মের ভোগ! বাহনে কোথা আমাকে নে যাবে, না আমি বাহনকে বয়ে যাচ্চি! আবার দেবতারা যদি কেউ দেখ্‌তে পান—বিশেষ ইন্দ্র—তা হলে তো আমার স্বর্গে মুখ দেখানো ভার হবে, একেতো সব আমার ছাই দেখ্‌লে

চোটায়। ঢের্ ঢের্ লোকের বাহন দেখেচি, কিন্তু আমার মত বাহন যদি কুত্রাপিও কারো আছে। তবু আস্‌বার সময় বাচালেম, বলি 'এত রাস্তা যেতে পারবি র‍্যা?' 'আজ্ঞে—হ্যাঁ, আমার খুব্ শক্ত হাড়' আর শেষকালে পাহাড়ের মাঝখানে এসে, শুভচনীর খোঁড়া হাঁস্ হয়ে বোস্‌লেন। ইচ্ছে হচ্চে অম্‌নি দিই ভেড়ের ব্যাটারে এই পাথরের উপর আছাড়ে ফেলে। বাপ্! টিকী জ্বলে গ্যাল রে! নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! (প্রকাশে) ও ঢেঁকী! আর্‌তো পারিনা।

ঢেঁকী। (স্বগত) এতক্ষণ বেড়ে মজায় আস্‌ছিলাম, এই-বার নাবালে দেখচি।

নারদ। ও ঢেঁকী! কিছুই হুঁ হাঁ দিস্‌নেই যে? আমি তো আর পারিনা।

ঢেঁকী। আজ্ঞে আমাকে নাবিয়ে দেন্, দেখি ধীরি ধীরি কোরে যেতে পারি না কি।

নারদ। (ঢেঁকীকে মস্তক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক) এই নাও, এখন্ পারো আর নাই পারো, আমিতো আর পারিনা। বাপের কালে কখনো মোট বই নাই, আর এ পাহাড় পর্ব্বত কি আমি নে যেতে পারি? কাঁদ দুটো আর মাথাটা এম্‌নি টাটিয়েচে, যেন আমার নয়। (বীণাপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এটা ছেঁদা হলো কি কোরে রে?

ঢেঁকী। আপনি যে আল্‌গা কোরে বেঁধে দিয়ে ছিলেন্, ঘুরে পেটের বাগে যেতে যেতে আঁকুশলির ঠোকনা লেগে ছেঁদা হয়ে গ্যাছে।

নারদ। হায়! হায়! হায়! হায়! আমার কত সাধের বীণাটি ছেঁদা হলো? আজ্ ধনে প্রাণে মারা গেলেম! এমন বীণা তো আর হবেনা। (সরোষে) একটু বাগিয়ে ধরে থাক্‌তে পারিস্ নে?

ঢেঁকী। আমার ওপোর রাগ কর্‌লে কি হবে, আমার হাত থাক্‌লে তবে তো ধর্‌বো? সম্বলের মধ্যে কেবল মুষুলিটে ছিল, তা সেও আবার ঠুঁটো; আমি কি কোর্ব্বো, আস্ত থাক্‌লে কি আর ধোত্তেমনা?

নারদ। নাও, চল, আমার কপাল হতেই হয়েচে।

ঢেঁকী। (গমন করিতে করিতে স্বগত) অ্যাদ্দিন এত অদড় হয়ে যেয়েও কতো ধান্‌ ভান্‌ ছিলাম, তবু এমন কষ্ট হয় নেই। ওঁর সঙ্গে যেখনি বেরুই, তেখনি একটা নয় একটা অঙ্গ না ভেঙ্গে আর ঘর ঢুকিনা। সে যা হোক্‌, খোঁড়া হয়ে বিয়েটার দফা মাটী হলো দেখ্‌চি? মনে ভেবে ছিলাম রাস্তায় বেরুলেই হয়তো আমার বের হুড়ো হুড়ি পড়ে যাবে, তাতো সকলি হলো! লোক ঝগ্‌ড়াই কর্‌বে, না আমাকে দেখ্‌বে?

নারদ। চল্‌, চল্‌, আর একটু গেলে হয়।

ঢেঁকী। আপনি তো মুখে বল্‌লেন্‌, আমার হোথা যা হয়েচে তা আমিই জানি। ডান্‌ পুয়াটা যে টাটিয়েচে ভুঁয়ে ঠেকাতে পারিনেই।

নারদ। (স্বগত) উ!! ঘাড়টা খ্যাঁচ্‌ খ্যাঁচ্‌ কোচ্চে, এইটুন্‌ একবার ধর্ম্মে ধর্ম্মে যেতে পার্‌লে হয়? ওটাকে আবার বয়ে নে যেতে হলে আর আমাকে বাঁচ্‌তে হবেনা। দোহাই মধুসূদন, এ বিপদ হতে উদ্ধার কর প্রভু। (কিয়ৎক্ষণ পরে পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়া প্রকাশে) আ! বাঁচলেম্‌! ওরে ঢেঁকী! তুই এই গাছ তলায় বোসে ঠাণ্ডা হ, আমি একবার পুরীর ভিতর যাই।

ঢেঁকী। এ দাসকেও নিয়ে চলুন্‌না? এখানে বেস রাস্তা, আমি যেতে পার্‌বো।

নারদ। না, না, তুই এই স্থানে থাক্‌, কি জানি আবার যদি পুরীর ভিতর যেয়ে আড় হোস্‌, তা হলেই ঘোর বিপদের কথা।

ঢেঁকী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) তবে তাই থাকি, আপ্‌নি যান্। বীণাটা কি নিয়ে যাবেন্ না?

নারদ। হুঁ, হুঁ, নিয়ে যাব বৈ কি! ঐ ছেঁদাটুন্ এখন কোন রকম কোরে বুজিয়ে দেবো।

ঢেঁকী। (স্বগত) বুজো দিয়ে তো ও আগে বাজ্‌বে? ওটিও একটি আমার ছোট ভাই বল্লিই হয়, আকার প্রকারে নেহাৎ ফেলা যায় না। (প্রকাশে) এ দাসকে কি তবে একান্তই নিয়ে যাবেন্ না?

নারদ। তোর্ যদি নেহাৎ যাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে আয়; কিন্ত একটুন্ ভাল কোরে চল্, অতো খোঁড়াস্‌নে, লোকে দেখলে বল্‌বে কি?

ঢেঁকী। যে আজ্ঞে।

নারদ। (শিখরোপরি গমন করিতে করিতে স্বগত) আহা! এই সেই দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাস ধাম বহু দিন পরে সন্দর্শন করিলাম। এরূপ মনোহারিণী স্থান আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিবা সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি ঝর্ ঝর্ শব্দে পতিত হইতেছে; মন্দ মন্দ দক্ষিণানিল বহন হইয়া শরীর শীতল করিতেছে; নানাবিধ লতা ও পাদপগণে চতুর্দ্দিক সমাকীর্ণ রহিয়াছে; পরস্পর এরূপ সংলগ্ন যে দিনকরের কিরণ কিঞ্চিন্মাত্রও নয়নগোচর হয়না; অসংখ্য হিংস্রক জন্তু পরস্পর হিংসাশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ ও বিহঙ্গমকুল একশাখা হইতে অন্য শাখায় বসিয়া সুস্বরে সুমধুর গান করিতেছে; বিবিধ সুগন্ধ কুসুমের পরিমলে দিক্ আমোদিত হইয়া অলিকুলকে উন্মত্ত করিতেছে; মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সরোবর সমূহে লোহিত, নীল ও শ্বেত প্রভৃতি পদ্ম বিকশিত হইয়া পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; হংস নিবহ, সারস বৃন্দ, ও অন্যান্য জলচর পক্ষিগণ আনন্দিত মনে কেলি করিতেছে;

সোপান প্রাঙ্গণে একত্রে সমবেত শিখীকুল পেখম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে; কোন কোন স্থানে নদ ও সরিৎ সকল ভীষণ তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; অয়স্কান্ত, নীল-কান্ত, সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্য মণিতে খচিত বিবিধ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-প্রভায় চারিদিক্ আলোকময় হইয়াছে; নানা বর্ণের বৈজয়ন্তি সকল প্রত্যেক দেব-মন্দিরাগ্রভাগে পত্ পত্ শব্দে উড্ডীন হইতেছে; পাশুপত ব্রতাচারি তাপসগণ ভগবান্ শূল-পাণির ধ্যান ও পূজা করিতেছেন; সতত সাধুগণের সমাগমে এবং তাঁহাদের পরস্পর শাস্ত্রালাপে লতামণ্ডপ, তরুতল ও দেবালয় সমুহ অলঙ্কৃত হইয়াছে; সাধ্যগণ বেদ পাট করিতে-ছেন; যাজ্ঞিক দিগের হোমগন্ধ সর্ব্বত্র বায়ুর দ্বারায় সঞ্চালিত হইয়া চিত্তের আমোদ জন্মাইতেছে এবং কোথাওবা তানলয়-বিশুদ্ধ বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যযোগে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। আহা! বিশ্বনাথের কতই মাহাত্ম্য কিছুই বলা যায় না। স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কীর্ত্তিইবা কত, বারম্বার দৃষ্টি করিয়াও দর্শন-লালসার শান্তি হয়না। অবশ্যই জন্মান্তরীন্ কোন পুণ্যবলে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুর্ল্লভ স্থান পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিলাম; একবার হরি-হর-গুণ-গানে জীবন সার্থক করি।

গীত।

রাগিণী মোল্লার।—তাল আড়া।

ভেবেছো কি ওরে ও মন চির দিন কি এম্নি যাবে;
পড়ে রবে এসংসার কালেতে যবে গ্রাসিবে;
দারাপুত্র পরিবার, কেহ নহে আপনার,
তবু কেন বার বার, মজ রে অনিত্য ভাবে!
ত্যজ গুণ তমঃ রজ, সদা হরি হর ভজ,
পার হয়ে যাবে যদি, অকুল এ ভবার্ণবে।

ঢেঁকী। প্রভু আর যে চল্‌তে পাচ্চিনে গা, পুয়াটায় বড্ড লাগচে।

নারদ। (সক্রোধে) তখনি তো বলেছিলাম যে তোর গিয়ে কায নাই?

ঢেঁকী। এমন টাটাবে তা কি জানি?

নারদ। ও জানাই আছে। চঃ, তোরে কোন গাছ-তলায় বসিয়ে রেখে আসি।

ঢেঁকী। (মৃদুস্বরে) চলুন্।

[ঢেঁকী ও নারদের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

[শিবের অন্তঃপুর।

(পার্ব্বতীর নিদ্রাভঙ্গ।)

পার্ব্বতী। ও পদ্মা, পদ্মা! কোথা গেলি গো?

নেপথ্যে পদ্মা। কেন গা?

পার্ব্ব। (সজল নয়নে) ওলো! কর্ত্তার কাল্ বড় কুস্বপ্ন দেখেচি। কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো তাতো জানিনা। এত চিত্ত-বৈকুল্য হচ্চে কেন? আমার প্রাণেশ্বর মহেশ্বর কেমন আছেন তাঁর সংবাদ পাই কি কোরে বল্ দেখি? এ আবার কি! দক্ষিণ লোচন স্পন্দন হয় কেন? একে কুস্বপ্ন দেখে অধীরা হয়েচি, তার সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল কুলক্ষণ ঘট্‌তে নাগলো কেন?

পদ্মা। আপনি এত উত্‌লা হচ্চেন কেন গা? স্বপন কি সকল সত্যি হয়?

পার্ব্ব। তবে আমার মনঃ স্থির হচ্চে না কেন বল্ দেখি? হয় তো এ হতভাগিনী চিরদুঃখিনীর দুঃখের এক শেষ হলো? হায়! হায়! অন্নাভাবে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াও যাঁর চরণ পরিত্যাগ করি নাই, উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যে বাস করাও তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া যাঁর জন্য শ্মশানবাসিনী হলেম, বিধি বিষ্ণু বিড়ম্বিয়া যাঁরে মন প্রাণ সকলই অর্পণ কোর্‌লেম্, সেই সদানন্দ হৃদয়-বল্লভকে বুঝি হারালেম!! বাল্যাবস্থায় যে শিবব্রত কোরে ছিলাম, তার কি এই ফল হলো? হায়! হায়! হা হতবিধে! তোমার কি মনে এই ছিল?

পদ্মা। ওমা! আপনি কি গো? একটা স্বপ্ন দেখে এত অধীরা হচ্চেন কেন? কোথা বা কি তার ঠিক নাই, কেন্দে একবারে বুক্ ভাসিয়ে ফেল্লেন্। এতে যে আরও অমঙ্গল হয়।

পার্ব্ব। আমি যে চক্ষের জল সম্বরণ কর্‌তে পাচ্চিনে না? ওমা! আবার যে দক্ষিণ নেত্র স্পন্দন হলো? নিশ্চয়ই আমার প্রাণেশ্বরের কোন না কোন বিপদ ঘটেছে, তা না হলে দক্ষিণ লোচনটাই বারম্বার স্পন্দন হতেছে কেন?

পদ্মা। আপনি যে ছেলে মানুষের বেহদ্দ দেখতে পাই। কোথা একটা কি স্বপ্ন দেখে অম্‌নি ব্যাধ-ধৃত কুরঙ্গিনীর ন্যায় চঞ্চল হয়ে ফিত্তেচো। বয়েস্ হয়েচে, ছেলে পুলের মা, নিজে কিছু অবুঝ্ নও।

পার্ব্ব। ওলো আমার যে হৃদয়ের মাঝে কি হচ্চে তা তোকে কি বোল্‌বো, দেখাবার হলে দেখাতাম্।

পদ্মা। কে জানে,আপ্‌নার হৃদয়ই জানে আর আপনিই জান।

পার্ব্ব। পদ্মা, তুই আমার কথায় তাচ্ছল্য কোচ্চিস্; কিন্তু আমার প্রাণেশ্বরের কোন না কোন বিপদ ঘটেচে। চিত্তইবা কেমন কোরে স্থির থাকে বল্ দেখি? যাঁর জন্য পলকে প্রলয় জ্ঞান হতো, তাঁরে আজ্ কত দিন দেখি নাই। হায়! হায়! আর কি তেমন দিন হবে না?

গীত।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

বল পদ্মা কিরূপেতে পাব ভব দরশন।
কুস্বপন দেখে অবধি চিত্ত মম উচাটন।
অন্নাভাবে দুখ পেয়ে, কোথা গেলেন ত্যজিয়ে,
আছি সদা পথ চেয়ে, তাঁহার কারণে,—
প্রাণনাথের কি হইল, বিধি বুঝি হরে নিল,
দুখিনীরে ভাসাইল, করে নানা বিড়ম্বন।

পদ্মা। তিনি ভাল আছেন—ভাল আছেন।

পার্ব্ব। হ্যাঁলা, গে অবধি কোন সংবাদ দেন নাই কেন বল্ দেখি? এতে আমার আরও সন্দেহ হচ্চে। উ!! আর বোস্তে পারিনে! পদ্মা একবার আমার বুক্‌টোয় হাত দে দেখ্ দেখি?

পদ্মা। (বক্ষে হস্ত প্রদান) ইস্!!! এ কিএ? অকস্মাৎ এমনি বা হলো কেন?

পার্ব্ব। আবার যে দক্ষিণ নেত্র স্পন্দন হলো? (মূর্চ্ছা)।

পদ্মা। একি হলো! একি হল্লো! ও জয়া, জল্ নিয়ে আয়, জল্ নিয়ে আয়। কর্ত্রী ঠাকুরুণ অজ্ঞান হয়েচেন্। (অঞ্চলের দ্বারায় বীজন এবং মুখে বারি প্রদান)—কই! এখনো যে চেতন হলোনা? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!!

(জয়ার প্রবেশ।)

জয়া। তাই তো! তাই তো! আরও বাতাস্ করো। আমি মুখে আর অঙ্গে সব জলের ঝাপট্ মারতে থাকি।

পদ্মা। (জনান্তিকে) কি রকম স্বপ্ন দেখ্লেন্ লো? একবারে এত অবসন্ন হলেন্ কেন?

জয়া। কিছু নয় কিছু হয়েচে, আজ্ কাগ্‌টা যে কোচ্ছিল?

পদ্মা। দূর্ পোড়াকপালী! কাগ্ কোচ্ছিল কি? চুপ্ কর্।

জয়া। আমি তোমাকেই চুপ্ চুপ্ বল্‌চি। ঐ শোনো! ঐ শোনো! আঃ রাম্, রাম্। দূর্, দূর্, লক্ষীছাড়া কাগ্ দূর হ এখান হতে, বাক্যি তো নয়, মধু ঢেলে দিচ্চেন্।

পদ্মা। তাই তো লো! পোড়া কাগে যে খেয়ে ফেল্লে?

[জয়ার প্রস্থান।

পার্ব্ব। (সচেতন হইয়া) পদ্মা!!

পদ্মা। আঃ বাঁচ্‌লেম! আপনি যে রকম অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, দেখে আমাদের প্রাণ শুখিয়ে গেছলো! স্থির হউন,

স্থির হউন, অত উৎকণ্ঠিতা হবেন না। একটা স্বপ্ন দেখে কি এমন কর্‌তে হয়? তিনি জগতের স্বামী, তাঁর আবার ভয় কি?

গীত।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

দুখ ত্যজ দুখহরা পাবে হর দরশন!
আছে কি তাঁহার ভয় যিনি সংহার কারণ।
প্রবাসে পাঠায়ে তাঁরে. এখন তাঁহার তরে,
ভাসিছো নয়ন নীরে, একি কুলক্ষণ,—
নিজে অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্ন দুঃখ তাঁরে কইয়ে,
এবে বিষাদিনী হয়ে, কেন গো কর রোদন॥

পার্ব্ব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) তিনি যে এমন করে ছেড়ে যাবেন্ তা কি জানি? (অস্পষ্ট বীণাধ্বনি শ্রবণান্তর) ও পদ্মা! কে যেন গান কর্‌তে কর্‌তে এই দিগে আস্‌চে নয়?

পদ্মা। কই, (মনঃসংযোগের সহিত শ্রবণ) হ্যাঁ তো! ঠিক যেন নারদ ঋষির গলার মত।

পার্ব্ব। আমারও তাই অনুমান হচ্চে। একবার বেরিয়ে গে দেখ্ তো?

(পদ্মার বহির্গমন ও পুনঃ প্রবেশ।)

পদ্মা। ওগো, আম্‌রা যা ভেবেচি সত্যিই হলো! নারদ ঋষি আস্‌চেন।

পার্ব্ব। (মৃদুস্বরে) তবে বেস হয়েচে লো, ওর্ কাছে এখন সব খবর পাব। তুই এখানে চুপ্ কোরে বোস্, আমার যে মূর্চ্ছা হয়েছিল তা ওরে বলিস্ টলিস্‌নে।

পদ্মা। কেন বল্লিই বা?

পার্ব্ব। না, না, তা হলে ও দেশ গোল কোরে ব্যাড়াবে।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (পার্ব্বতীর সম্মুখীন্ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক)—

জয় জয়, মহামায়া, অভয়া ঈশান-জায়া,
পতিত পাবনী সনাতনী!
জীবের দুর্গতিহরা, স্থূল সূক্ষ্ম রূপা তারা,
মহাকালী মোক্ষ-প্রদায়িনী।
কি জানি তোমার তত্ত্ব, আকাশ পাতাল মত্ত,
ব্যাপে আছ একাকী মা তুমি!
আদি অন্ত নাহি তব, ভেবে নাহি পান ভব,
মহিমা কি বর্ণিব গো আমি।
সর্ব্ব ভূত অধিষ্ঠাত্রী, বিশ্বময়ী বেদ গায়ত্রী,
জগতের ধাত্রী রূপা শিবে!
দৈত্য কুল বিনাশিনী, ত্বং হি মা ত্রিগুণাত্মনী,
চৈতন্য রূপিণী সর্ব্ব জীবে।
বেদ ত্রয়ী ওঁকারা, ব্রহ্মময়ী নিরাকারা,
সারাৎসারা ত্বংহি স্বাহা স্বধা!
বকারাকারে ত্রিপুরা, পরাৎপরা বিঘ্নহরা,
জঠরে রূপিণী তুমি ক্ষুধা।
ইচ্ছাবশে সৃষ্টি কর, দৃষ্টিতে পালন কর,
নয়ন মুদিয়া কর নাশ!
কভু কভু মায়া করে, বিবিধ প্রকৃতি ধরে,
সুর-অরি করহ বিনাশ।
কভু গিরি-বালিকা, কভু উগ্রচণ্ডিকা,
কভু কভু হও ভদ্রকালী!
দ্বিভুজা দশভুজা, কভু হও শতভুজা,
কভু কভু হও বনমালী।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, প্রসবিলে মায়া করে,
পুনঃ হলে মহেশ-ঘরণী!
তব লীলা বুঝিবারে, সাধ্য নাহি চরাচরে,
আমি কি বুঝিব কিবা জানি।
মোহমদে মত্ত হয়ে, তব পদ তেয়াগিয়ে,
সদা ফিরি ছজনার বশে!
কৃপা করি যোগ মায়া, দেহ দীনে পদ ছায়া,
মজি যেন ব্রহ্মানন্দ রসে।
ক্ষণে হয় জ্ঞানোদিত, ক্ষণে হই বিমোহিত,
তমোতে আচ্ছন্ন হয় মন!
আমার আমার করি, অহঙ্কারে সদা ফিরি,
না ভাবিয়া অবশ্য মরণ।
সংসার জলধি জলে, মায়া ঢেউ সদা রোলে,
তৃষ্ণারূপ বায়ু লেগে তাতে!
মকর যত তাহার, দারা পুত্র পরিবার,
থাকি আমি তাহাদের সাথে।
ডুবে থাকি নিশি দিন্, তরঙ্গ মা দিন্ দিন্,
কেবল বাড়িছে অবিশ্রান্ত!
দীনে দয়া প্রকাশিয়ে, পদতরী বিতরিয়ে,
কূল দিয়ে কর গো মা শান্ত।

গীত।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়া।

মোহ পাশচ্ছেদ কবে হবে গো মা ভবদারা!
হয়েছি মায়ার বশে ভজন পূজন হারা।
কলুষে ডুবেছে কায়া, ছাড়িয়া না ছাড়ে মায়া,
সকরুণে পদ ছায়া, দেহ অকিঞ্চনে তারা!
অজ্ঞান তিমিরে মন, হইয়াছে আচ্ছাদন,
নাহি হয় তত্ত্বজ্ঞান, কি হবে মা সারাৎসারা।

পার্ব্ব। (স্বগত) আহা! দেবর্ষি নারদের তুল্য ভক্ত আর কোথাও নাই। (চিন্তা করিয়া) তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ের কোন কথা এখন কওয়া হবেনা, অগ্রে লীলা করা যাক্। (মায়া বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশে) কেও ? বাপ্ নারদ! এস! এস! তোমারে আজ্ অনেক দিন দেখিনেই।

নারদ। আমি প্রণাম হই গো মামী।

পার্ব্ব। এস, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক। কেমন রে শরীর গতিক তো ভাল আছিস্ ?

নারদ। আপ্নার শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাসের শরীরের অসুস্থতা কখনই নাই, কেবল আজ্কে রাস্তার মাঝে বড় কষ্ট পেয়েচি।

পার্ব্ব। কেন, কি হয়েছিল ?

নারদ। আঃ, সে কথা আর বল্বার নয়। আমার সেই বাহন্টি পাহাড়ের আদ্খানা উঠে হোঁচোট্ খেয়ে ডান্ পুয়াটা খোঁড়া করে ফেল্লে, তার পর দেখ্লেম্ যে আর এক পাও চল্তে পারে না, কি করি, কাযে কাযেই তার পীঠ হতে নেবে পড়্তে হলো, মনে কর্লেম্ বুঝি আস্তে আস্তে যেতে পার্বে, তা কোথা ? পা পাঁচ ছয় চলেই অম্নি আড় হলো, শেষ্কালে কয়ের নীচে ঙ হয়ে দাঁড়ালো।

পার্ব্ব। কয়ের নীচে ঙ কি রকম ?

নারদ। তা বই আর কি! আঙ্ক লিখ্তে ঙর নীচে ক হয়, আমার গুণধর বাহনকে নিয়ে তার উল্টো হয়ে গেছ্লো। আমি তার উপরে আস্বো, না কোথা তাকেই একবার বা কাঁদে কোরে কাঁদে বাড়ী ধ হলেম্, ডান্ কাঁদে কোরে ঠিক যেন গদা কাঁদে ভীম চল্লেম্, আবার কাঁদ দুটো টাটিয়ে যেতেই মাথায় কোরে রাম কিঙ্কর হনুমান্ হলেম্, মনে হলো যেন গন্ধমাদন পর্ব্বতই নে যাচ্চি। আপদটা যে ভারী, আজ্কে যেমন

নরক ভোগ হতে হয় তা হয়েচে। বীণার অলাবুটো ছেঁদা হয়ে গ্যাল; দুঃখের আর অবধি নাই। সে যা হোক্, তোমারে এমন বিমর্ষ দেখচি কেন মামী? তেমন লাবণ্য নাই, একেবারে যেন শুখিয়ে গ্যাছো?

পার্ব্ব। আর বাবা! তোমার মামার জন্যে দিবা নিশি ভেবে ভেবে কি আর আমাতে আমি আছি? আজ্ কত দিন হলো চাষ কর্‌তে গ্যাছেন, গে অব্‌দি একখানা চিঠি যে তাও দেন নাই।

নারদ। না দেবারি ক—(সচকিতে বিকৃত ভাব প্রকটন পূর্ব্বক) তাইতো গা! তিনি তো তোমাকে ছেড়ে কোথাও যান্ না?

পার্ব্ব। না দেবারি বলেই অমন করে যে বড় কথাটা ফিরিয়ে নিলি র‍্যা? তুই তবে এর্ ভেতোরের কথা সব জানিস্।

নারদ। (স্বগত) আমিও তাই চাচ্চি, এইবার কন্দলটা বাদাবার বিলক্ষণ উপায় হয়েচে। (প্রকাশে) না, না, আমি আবার কি জান্‌বো? এই কত দিনের পর বরাবর দেবলোক হতে আস্‌চি।

পার্ব্ব। ও কথা বল্লে কি শুনি? একি আর কেউ পেয়েচিস্ যে অম্‌নি যাহোক্ একটা কথা কইয়ে ভুলিয়ে দিবি?

নারদ। না গো মামী, আমি এর্ কিছুই জানি না। তোমাকে কি মিছে কোরে বল্‌চি?

পার্ব্ব। কেন আর আমাকে পোড়াস্? তুই যা জানিস্, সত্যি কোরে যদি না বলিস্ তো তোকে আমার দিব্বি।

নারদ। আঃ ভারি বিপদে পড়্‌লেম যে? আমার এখন উভয় সঙ্কট হলো,"এগুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও নির্ব্বংশের ব্যাটা।"

পার্ব্ব। কেন, এর্ আবার উভয় সঙ্কট কি?

নারদ। তা বই আর কি। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে তিনি কতো দিব্বি দিয়ে বল্লেন্ কিছু না বল্‌তে, তুমি আবার আমাকে দিব্বি দিচ্চো, আমি এখন করি কি ?

পার্ব্বা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আবার তোকে দিব্বি দিয়েচে। কেন আর আমারে জ্বলাস্? বোল্‌বি তো বল্, তা না হলে আবার দিব্বি দেবো।

নারদ। আঃ, এ যে বিষম বিপাকে পড়্‌লেম দেখ্‌চি। (কিয়ৎক্ষণ কাল্পনিক মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক) আমি বল্‌তে পারি, তুমি যদি মামার কাছে আমার নাম্ টাম্ না করো।

পার্ব্বা। না, না, তা কর্‌বোনা। যদি জিজ্ঞেস্ করেন্, তখন আর্ কারো নাম কর্‌বো।

নারদ। বোল্‌বো আর কি, তাঁর কি আর এখন বস্তু আছে ?

কি কব মামার গুণ মামী গো তোমারে,
বলিতে সে সব কথা পরাণ বিদরে;
করেছে তাঁহারে বশ্ গোটা দশ্ মেয়ে,
আদি রসে মজেছেন্ তাহা দিকে পেয়ে;
তার মাঝে সুচতুর নারী এক জন,
রূপেতে ত্রিলোক জিনে এমনি গঠন;
চিত করে মামার সে বুকে দেয় পা,
মৃত্যু প্রায় থাকে মামা মুখে নাই রা;
যোগ ফোগ উল্টে গ্যাছে এখন তাঁহার,
কেবল আছেন লয়ে আপন বাহার;
কালা পেড়ে ধুতি পরা জরি দেওয়া যুতো,
দিবা নিশি গোঁফেতে কলপ দেন কতো;
জটা গ্যাছে দাড়ি গ্যাছে গ্যাছে বাঘছাল্,
গলেতেও আর কই নাহি হাড় মাল্;

গাঁজাভাঙ্গ খাওয়া দেখে নাহি সরে বাক্,
তব্‌লায় পড়িছে চাটী তিরি কিটী তাক্;
মুহুর্মুহু গয়ার গুড়ুক চলিতেছে,
আতোর গোলাপ কত ভিস্তিতে ছিটিছে;
শয্যার কি কব কথা অতি পরিপাটি,
ছাপোর খাটেতে শুয়ে থাকেন ধূর্জটি;
ভিক্ষা কমণ্ডলু ছেঁড়া কাঁথা ডুব্ ডুবি,
কিছু নাই এবে মামা ক্যা খুবি খুবি;
চাষ বাস যত কিছু ভীমে সমর্পিয়ে,
আপনি আছেন রঙ্গ রসেতে মাতিয়ে;
এই বেলা মামার বিহিত কর মামী,
নতুবা তাঁহারে আর না পাইবে তুমি।

পার্ব্ব। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! লোকে একটা আদটাই রাখে, এ এক বারে কি না দশজন্!! তাই বুঝি আমার এত চিত্ত-চাঞ্চল্য হয়েছিল। (প্রকাশে) উঁ!! সর্ব্বনাশী দিগে এক বার পাই তো খেঙ্গরায় এলো পেলো ভেঙ্গে দিই।

নারদ। তাদের আর এলো পেলো ভাঙ্গলে কি হবে? এ যত দোষ মামার; নন্দীটিও হয়েছে যোগাড়ে আর ভাবনা কি, নির্জ্জনে বসে বসে নেশা করা হচ্চে, আরু রগড়্ চল্‌চে। তুমি তেমন মেয়ে নও তাই, অন্য অন্য মেয়ে হলে দুজনারই ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দিত। আবার একটা তাঁর ভারি ব্যামো হয়ে শাল্‌সা খেতে হয়েছিল, দাঁত গুলোন্ সব কষ ধরে কাল হয়ে গ্যাছে।

পার্ব্ব। একবার তারে ঘরে আন্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর আমি বুঝ্‌বো। কি উপায় করা যায় বল্ দেখি?

নারদ। আছে আছে; তোমাকে কিন্তু বাবু একটু কোমর বেঁধে লাগ্‌তে হবে।

পার্ব্ব। কি কর্তে হবে বলুনা ?

নারদ। আপাততঃ তো তোমারে কিছু উপায় বলে দিচ্চি, সেই মত করো। বোসে বোসে যদি মামারে ঘরে আন্তে পারো, তবে পরিশ্রমে প্রয়োজন কি ?

পার্ব্ব। কি তাই বলুনা ?

নারদ। অগ্রে কতক্ গুলোন্ জীবের সৃষ্টি করে পাঠাও, যেন আচ্ছা করে যেয়ে দংশন আরম্ভ করে। তা হলেই কামড়ের চোটে চাষ ফেলে পালিয়ে আস্তে পথ পাবেন্ না।

পার্ব্ব। কি রকম জীবের সৃষ্টি করি বল্ দেখি ?

নারদ। কেন ?—

মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দাও আলকুশি গুঁড়ো,
উয়ানী হইয়ে যেন যেরে গিয়ে বুড়ো ;
কাম্ড়াবে বোসে বোসে কুট্, কুট্, কুট্,
ফুলিয়া করিবে অঙ্গ কুট্, কুট্, কুট্ ;
চোকের কাছেতে গিয়ে কর্বে ভুঁ, ভুঁ,
না পালাবে পাপ গুলো দিলে পরে ফুঁ ;
চঞ্চল হইয়ে যদি না আসেন্ ঘর,
পাঠাইবে ডাঁশ, মশা, মক্ষিকা সত্বর ;
সমাচার দিবে মশা কোরে পোঁ, পোঁ,
ভয়ে রক্ত শুখাইবে চোঁ, চোঁ, চোঁ ;
ডাঁশ, মাছী, কট্, কট্ খাবে দিবা ভাগে,
হুলেতে টান্বিে রক্ত মশা নিশি ভাগে ;
তবু যদি থাকেন্ তথায় শূলপাণি,
সৃজিয়া জলৌকা রাশি পাঠাবে তখনি ;
নিড়াতে যখন বসিবেন হাটু গেড়ে,
জলে থেকে তারা গিয়ে ধরিবেক বেড়ে ;

গুটী গুটী ছুটি মুখে টানিবে শোণিত,
যতক্ষণ নাহি হবে উদর পূরিত;
সরু ঘুচে পেট ভরে হইবে পটোল,
দেহ মাঝে কোথাও না থাকিবেক টোল;
টানিলে ছাড়িতে নাহি চাহে কদাচন,
যদবধি নাহি হয় ক্ষুৎ নিবারণ;
তার মাঝে ছিনে জোঁক্ হাজার্ হাজার্,
তনু ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেন খায় সবাকার্;
এতেও ভূতেশ্ যদি নাহি পান্ ভয়,
বাগ্দিনী বেশে তাঁরে ছলিবে তথায়;
ধান্ ভেঙ্গে মাছ ধরে করিয়ে চাতুরী;
ভুলায়ে আনিবে তাঁর মাণিক অঙ্গুরী।

পার্ব্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ!! বেস্ বলেচিস্। কেমন লো পদ্মা, নারদ যা বোল্লে তোর্ মনে নেয় তো?

পদ্মা। আমার বড্ডো মনে নেগেচে। উনি যে রকম কৌশল বোলে দেচেন্, তাতে কর্ত্তারে ঘরে আস্‌তেই হবে, আর থাক্‌তে পার্‌বেন্ না।

নারদ। সব্ শেষের কথা যা আমি বলেচি, ও একবারে ব্রহ্ম-অস্ত্র; কিন্তু বাবু দেখো, মামার কাছে যেন আমার নাম্ টাম্ কোরোনা। আমি এখন চোল্লেম্, প্রণাম হই।

পার্ব্ব। এস! তুমি চিরজীবী হও। একবার একবার এখানে এসো বাপু, মামীর খোঁজ্ খপর্‌টা নিও।

নারদ। আস্‌বো বই কি? আমি যেখানেই থাকি আপ্‌নার্ ও পাদপদ্ম ছাড়া নই। এই সম্প্রতিক তো আমাকে একবার মামা ঘরে এলেই আস্‌তে হবে। তাঁরে আমি গোটা কতক্ কথা বলে যাব। তাঁর এ বয়সে যে রকম লাম্পট্য দোষ জন্মেছে, একবারে বয়ে যাবার লক্ষণ হয়েচে।

পার্ব্ব। হ্যাঁ বাপু, একবার এসতো, তুমি না হলে তাকে ভাল কোরে কেউ বল্‌তে পার্‌বে না।

নারদ। আমি এমন তো বোল্‌বো না, তোমারে এখন যা বল্লেম্ তা করো, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, এর্ পর্ কু-স্বভাব পেকে দাঁড়ালে কি আর শোধরানো যাবে?

পার্ব্ব। আজ্ সব কর্‌বো এখন। সম্প্রতি উয়ানী গুলোর সৃষ্টি করে পাঠাই।

নারদ। তাই যা হয় করুন, আমি তবে এখন আসি, প্রণাম হই।

পার্ব্ব। আর একশো বারই তোমার প্রণাম কর্‌তে হবে না, তুমি বেঁচে থাকো।

[নারদের প্রস্থান।

পদ্মা। চলুন্, স্নান কর্‌তে হবে না কি? বেলা যে ঢের হয়েছে।

পার্ব্ব। হাঁ, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবের চাষ বাটী।

(শিব আসীন।—ভীমের প্রবেশ।)

শিব। ওরে, ও ভীম! এ বেলা দুই প্রহরের সময় কোয়াসা এলো নাকি? ঐ দেখ দেখি, আমার কৈলাস পর্ব্বতের ওখানে ঠিক যেন সেইমত দেখাচ্চে নয়?

ভীম। হ্যাঁ—গো! ক্রমে ক্রমে যেন এগিয়ে আস্‌চে?

শিব। ওরে! এই যে বল্‌তে বল্‌তে মাথার উপর এসেচে! ওগুলো কি রে? আবার কেমন মধুর ধ্বনি কোচ্চে দেখেচিস্? ঠিক্ যেন কিন্নর কিন্নরীতে গান কোচ্চে।

ভীম। (সবিস্ময়ে) ওগো! এই যে গায়ে বোস্‌চে? (ফুৎকার প্রদান) আ মলো! ফু দিলেও যে যায় না? উ!! কাম্‌ড়ায় দেখ!

শিব। তাইতো রে! আমার তো সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়ে ফেলেচে। এ পাপ আবার কোথা হতে এলো কে জানে, অঙ্গটাময় সব সিকি দুয়ানির মত দেগে তুলেছে, আর এম্‌নি কুট্ কুট্ কোচ্চে ঠিক যেন আল্‌কুশি লেগেচে।

ভীম। উঃ!! আমাকে বড্‌ড খাচ্চে গো! আবার এক এক বার ঝাঁকে ঝাঁকে নাকের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্চে। দেখ্‌তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি বটে; কিন্তু কামড় তো সহজ নয়।

শিব। ওরে! তৈইল্ মাখ্‌তো, তা হলে সব পলাবে।

ভীম। (তৈল গাত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক) হ্যাঁ গো! সত্যিই তো! সব পালাচ্চে এই যে! (সন্ধ্যা) মামা! সেতারের বাজ্‌নার মত কাণে লাগ্‌চে নয় গা?

শিব। এ মাঠের মাঝে আর এমন সময়ে সেতার কে বাজাবে? দেখ্‌ বুঝি আবার কি উপসর্গ এলো। (এদিকে মশার দল পোঁ, পোঁ, কুন্, কুন্ শব্দে উপস্থিত।)

ভীম। মামা! যা ভেবেছেন্ তাই! এই দিকেই শব্দ করে আস্‌চে। আমার তো ভয়ে টাক্‌রা শুখিয়ে গ্যাছে।

শিব। ভয় নাই, ভয় নাই।

ভীম। (চটাৎ) এই গো সুরু হয়েচে! (ঠস্‌) ভয় নাই বোল্‌ছি,—উ!! (ঠাস্‌) এ কোথাকার আপ—এই গো ঘাড়ে খাচ্চে (চট্‌) (কিয়ৎক্ষণ মশক দংশনে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সক্রোধে ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ) ইস্‌!! এখানে যে আবার ওখা-নের চেয়ে। বাপ্‌!! খেয়ে ফেল্লে রে! (ঠুই, ঠাই চাপড়ের ধ্বনি দিয়া উন্মাদের ন্যায় বাঁশবনে প্রবেশ) আ মলো! এখানে যে আবার সব্‌ চাইতে! ইস্‌!! আবার ঝাঁকে ঝাঁকে নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ কচ্চে যে? কি আপ—! (হাঁচি) (হ্যাঁচ্চোঃ) কি উৎপা—! (হ্যাঁচ্চোঃ) ওগো মামা! (চটাৎ) (হ্যাঁচ্চোঃ) দূঃতোর্ চাষের নিয়ে, তিন্ কো——(হ্যাঁচ্চোঃ) (ঢিপ্‌) চাষ কর্‌তে এসে আচ্ছা নাকাল্ হ—(হ্যাঁচ্চোঃ) মরে গেলাম্ গো মাম্—(হ্যাঁচ্চোঃ) (বাম করদ্বারা নাসিকারন্ধ্রের ক্লেদ মোছন-পূর্ব্বক) আঁঃ!——

শিব। কেন রে? উ!! (চটাৎ) দিনে এক কাণ্ড গ্যাল, এ আবার রেতে (ঠস্‌) এক আপদ উপস্থিত। এতদিন বেস (ঠুই) ছিলাম, এ যে আবার কি সব উপসর্গ যুট্‌লো তাতো (ঠাঁই) বুঝ্‌তে পারি না।

ভীম। ওগো আমায় খেয়ে ফে—(ঠুই) দূঃতোর্ জেতের

বাপের ভীটে নাশ করেচে, কথা (ঠাই) কইতে দেয়না ? হ্যাক্ থুঃ আ মলো যাঃ আবার (চটাৎ) মুখের ভেতোর ঢুক্‌চে যে ?

শিব। আমাকেও এখানে চরকী নাচোন্ নাচিয়েছে রে ! (স্বগত) নন্দীটে আবার এমন সময়ে কোথা গেল কে জানে ? ছেলে গুলোন্ সব কামড়ের ধমকে দড়ি দড়া ছিঁড়ে এক্কে আর করেছে। (রজনী অবসান ও মশক গণের প্রস্থান।)

ভীম। আর চাষে কায নাই মামা, যা হবার তা হয়েচে।

শিব। আজ্ এর্ উপায় কর্‌বো এখন।

ভীম। আর আপ্‌নার উপায়ে কায নাই, কাল্ রাত্রে পুনর্জ্জন্ম গ্যাছে।

শিব। এত কষ্ট কোরে চাষ কোর্‌লেম তা এখন ফেলে পালানো কি উচিত হয় ? তা হলে লোক হাস্‌বে যে ? আর তোর্ মামীতো ঠাট্টায় ঠাট্টায় আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠুতে দেবেনা।

ভীম। আমি মামীরে সব বিশেষ কোরে বোল্‌বো, তা হলে আর তিনি আপ্‌নারে কিছু বোল্‌বেন্ না।

শিব। সে তোমার ডাকিনী মামী, তুমি কিছুই বলো সে কি শুন্‌বে ? একেতো জন্মই আমার ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়, তাতে আবার চাষ ফেলে পালালে কি আর তার বাক্যের জ্বলনে বাঁচবো ?

ভীম। আমার থাক্‌বার বাধা কি, কেবল কাল্‌কের সেই বিভ্রাট দেখে ভয়ে প্রাণ শুখিয়ে যাচ্চে।

শিব। আজ্ সন্ধ্যার সময় আচ্ছা করে ধোঁ দিস্‌তো, দেখি পালায় কি থাকে ?

ভীম। ধোঁ দিলে কি যাবে ? (ডাঁশ ও মক্ষিকার আগমন।) ও মামা ! এ গুলো আবার কি এলো ?

শিব। (ডাঁশ এবং মক্ষিকা দর্শনান্ত স্বগত) চাষ বুঝি কর্‌তে দিলে না দেখ্‌চি। আমার কেমন অদৃষ্টটা মন্দ, যে কাযে প্রবৃত্ত হয়, তাতেই নানান্ ব্যাঘাৎ উপস্থিত হয়। (প্রকাশে) এ দিগে কি আস্‌চে র‍্যা?

ভীম। এ দিগে নয়তো আবার কোথা? উ!! (ঢিপ্) এইগো যোগাড় উঠেচে! কাল্‌কের রাত্রের কামড় বরঞ্চ একটুন্ নরম গোচ্ ছিল, এ যে একবারে হাড়ের শুদ্ধো খবর নিচ্চে!!

শিব। (ব্যগ্রচিত্তে) ও ভীম! ওখানে একবার দেখ্‌রে বাপু, হেলে গুলো সব লাফা লাফি কোচ্চে।

ভীম। আমি আপ্‌নি বাঁচি আগে তার পর হেলে দেখ্‌বো, কামড়ের ধমকে প্রাণ সংশয় হয়েচে।

শিব। আমাকে তো বাপু সেরে ফেল্লে! (সচকিতে) ওরে! আমার বৃষটা কম্‌নে গেল বল্‌দেখি? নন্দীরেও কই দেখ্‌তে পাচ্চিনে যে?

ভীম। কাল্ রাত্রে যে বিভ্রাট গ্যাছে, তেমন কামড়ের চোটে কি কেউ তিষ্ঠুতে পারে?

(বৃষ সহিত নন্দীর প্রবেশ।)

শিব। এই যে নাম কোত্তে কোত্তেই? হা! হা! হা!

নন্দী। প্রণাম হই। আপ্‌নারা এই যে সুস্থির হয়েচেন্?

শিব। তুই তেমন দুর্য্যোগের সময় কোথা ছিলি?

নন্দী। আ! এই দেখুন্, আমার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়ে ফেলেচে। তেখন্ কে যে কার খপর নেয়। আমি তো সেই কামড়ের জ্বালায় ছুটে গিয়ে জলে পড়ে ছিলাম, তবু কি ছাড়ে? মুখ খানাকে এমন তো দাগ্‌রাজি করেনেই? কাল্ আপ্‌নার গালে আপ্‌নি চড়িয়েচি কিছু না হবে তবু হাজারের তো নীচে নয়?

ভীম। আজ্‌কে সকালে আবার এক কাণ্ড হয়ে গ্যাছে।

নন্দী। আবার কি?

ভীম। সে বড় সহজ ব্যাপার নয়। দুদল জন্তু একবারে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তার মধ্যে একদল্ কিছু ছোট, আর একদল্ বড়। তাদের যে আবার কামড়, একবারে কট্, কট্, ঝন্ ঝন্ কোরে উঠ্‌তো। এই মাত্র ঘি মেখে তবে সে আপদ গুলোন্‌কে তাড়ান গ্যাছে।

নন্দী। উ! (চটাৎ) ও বাবা!! কামড় (টিপ্) দেখ! এই জন্তুরই কথা বোল্ (ঠুই) ছিলেন্ বুঝি! এ যে হাড়ে বেঁধে গো?

ভীম। ঐ, ঐ, ঘি মাখ্, ঘি মাখ্, এখনো অ্যাড়াচে দুটো চাটে আছে এই যে।

নন্দী। বাপ্। এখান হতে পালাতে হলো।

[বৃষ লইয়া নন্দীর প্রস্থান।

শিব। ও ভীম! চল বাপু, একবার জমী গুলন্ নিড়িয়ে আসা যাক্।

ভীম। চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবের শস্যক্ষেত্র।

(শিব ও ভীমের শস্যক্ষেত্রে গমন।)

শিব। (ক্ষেত্র সন্নিধানে) ইস্!!! একি রে ভীম! দূর্ব্বাদল, শোণা, মুথা, শামা, তেশিরা, কেশুর আর ঝড়াতে যে একবারে সব ক্ষেত ভরে গ্যাছে?

ভীম। একটু চেপে নিড়িয়ে গেলেই এখনি সব সাঙ্গ ক রে ফেলা যাবে। উত্তর আর পশ্চিম দিগ্‌টে আপ্‌নার রৈল।

শিব। আচ্ছা, আচ্ছা। দেখ্‌বো বাপু কার্‌ আগে হয়।

ভীম। আপ্‌নাকে কি আর আমি পার্‌বো?

শিব। (কিয়ৎক্ষণের মধ্যে যাবতীয় নিড়ান্‌ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) ভীমের হয়েচে কি?

ভীম। আজ্ঞে, আমার আর দেড় বিঘা আন্দাজ্‌ আছে। আপ্‌নার কি শেষ হয়েছে নাকি?

শিব। হ্যাঁ বাপু, আমি এক প্রকার সমাধা করে ফেলেচি।

ভীম। আমারও প্রায় শেষ হয়েচে।

শিব। আর আজ্‌ যা থাকে থাক্‌ রে বাপু, বাসায় যাওয়া যাক্‌ আয়, নেশা চোটে গে প্রাণ কেমন কোত্তেছে।

ভীম। তবে চলুন্‌। (ক্ষেত্র হইতে গাত্রোত্থানান্তর সত্রাসে) ও মামা? এ গুলো আবার কি গো? কাঁকাল্‌ থেকে পা পর্য্যন্ত সব ধরে ঝুল্‌তে লেগেচে। গায়ে কি কুঁদ্‌রুকি ফল্লো নাকি? আঃমলো! টান্‌লে ছাড়েনা যে? আবার পিছল্‌ দেখ!! ওরে বাপ্‌-রে! ও মামা? আউ! আউ! এ-মা-গো-?

শিব। কি—রে? অমন কোচ্চিস্‌ কেন?

ভীম। ওগো এখানে দেখুন্‌সে, গায়ে সব কি ধরেচে।

শিব। (বিরক্ত ভাবে) আঃ ভাল এক আপদেই পড়েচি। কত উপসর্গই উপস্থিত হচ্চে। কই দেখি? আঃ মলো তাই তো!

ভীম। ঐ যে আপ্‌নারেও সব ধরেচে, আপনি কি দেখ্‌তে পান নাই?

শিব। হ্যাঁরে! সত্যিই তো! আমাকেও যে ধরেচে! (চিন্তা করিয়া) এ যত বিড়ম্বনা তোর মামীর রে। সেই এত দুঃখ দিচ্চে।

ভীম। আমারও তাই বোধ হচ্চে। এ মামীরই কর্ম্ম। সে যা হোক্ এ আপদ গুলোন্ এখন্ ছাড়ে কিসে?

শিব। খুব্ কোষে টান্ দেখি?

ভীম। (মুখ এবং নাসিকার বিকৃতি ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক দুইটাকে দুই হস্তে ধরিয়া টানন্) ও—মা—গো—! এ যে যত টানি তত বাড়ে?

শিব। ও টানলে ছাড়্‌বে না রে, অম্‌নি সব্ শুদ্ধো বাসায় যাই আয়; সেখানে গে এর উপায় কর্‌বো।

ভীম। তবে তাই চলুন্। (পথিমধ্যে) ও মামা? এগুলো দুল্‌চে দেখেছেন্, ঠিক যেন বাতুলি পক্ষীর মতন। এম্‌নি গা ঘিন্ ঘিন্ কোর্চ্চে। (ব্যাকুলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান)।

শিব। অমন কেন কোচ্চিস্ রে?

ভীম। কচ্চি কি সাধ করে? গোটা চার পাঁচের গায়ে হাত পড়ে গেছ্‌লো, আর অম্‌নি গাটা শিউরে উঠেচে।

শিব। ভয় নাই—ভয় নাই।

ভীম। আপ্‌নার না হতে পারে। আমার হোথা যা হয়েচে তা আমিই জানি। যে রকম উপসর্গ সকল ঘট্‌তেছে মামা! তাতে প্রাণটার বিষয় আমি এক রকম খরচ লিখে রেখে দিলাম। বাপ্!! এমন কষ্ট আমার জন্মাবচ্ছিন্নে পাই নাই। কুরু-ক্ষেত্রের তেমন যুদ্ধে শর্ম্মারে কেউ আঁট্‌তে পারে নাই; কিন্তু এইবার কতকগুলো পোকা মাকড়ের হাতে মরতে হলো দেখ্‌চি।

শিব। হা—হা! (সহাস্যে) যখন আমি রয়েচি, তোর চিন্তা কি? বাসায় গে ওর এমন ঔষুধের ব্যবস্থা কর্‌বো যে দিবা মাত্রেই সব খসে পড়্‌বে।

ভীম। এর ব্যবস্থাও করবেন চলুন, আর যাতে বাড়ীটে

যাওয়া হয় তারও ব্যবস্থা দেখতে হবে। আপনি থাকেন থাক্‌বেন আমিতো আর থাক্‌বো না।

শিব। (ম্লান বদনে) চল্‌ যা হয় করা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপুরী।

(পার্ব্বতী ও পদ্মা আসীনা।)

পার্ব্বতী। ও পদ্মা? কই! কর্ত্তা যে আজ ও ঘরে এলেন্ না? এখন কি করা যায় বল্ দেখি?

পদ্মা। এইবার স্বয়ং চলুন।

পার্ব্ব। বাগ্দিনীর বেশে ছল্‌তে যাব বটে; কিন্তু পাছে সে খোঁটা দেয় না? বুড়টির কেমন বাক্যের জ্বলন্ তাতো জানিস?

পদ্মা। তা এখন কি কোর্ব্বেন, আপনি না গেলে তিনি কখনই আসবেন না।

পার্ব্ব। (কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক) তবে তাই যাই চ দুজনে। আর বিলম্বে কায নাই। মন ভারি চঞ্চল হয়েচে।

পদ্মা। চঞ্চল তো হবারি কথা। আজ্ কত দিন হলো গ্যাছেন, গে অবধি কি এক খানা চিঠিও দিতে নাই।

পার্ব্ব। তার কি আর ঘর বোলে মনে আছে না? সে এখন নির্জনে বোসে বোসে নেশা করতে পেয়েচে, নন্দীটীও হয়েচে গুণের ভৃত্যু, দিন্ দিন্ নূতন নূতন এনে দিচ্চে, আর ভাবনা কি?

পদ্মা। ছি! কর্ত্তার আমাদের ঐ দোষটা বড্ডো। ভিক্ষের হলে কুচনিপাড়ায় গে কি রঙ্গটা না করেন? এতো বয়স হয়েচে তবুতো ও দোষটা গ্যালোনা?

পার্ব্ব। ও দোষ কি আর যাবে? আমি এ নাগাইদ বল্‌তে কসুর করিনি। নন্দী আঁটকুড়ীর ব্যাটাই যত নষ্টের জড়। সেই তো যোগাড়ে হয়ে তাঁকে এমন খারাপ কোরে ফেল্লে।

পদ্মা। মিছে নয়। কর্ত্তাটি যদিও কোন দিন ভুলে টুলে যান তো সে আবার উস্‌কে দেয়।

পার্ব্ব। এবার বাড়ীতে আসুগ দাঁড়ানা, খেঙ্গারা মেরে বিদেয় কোর্ব্বো। এখন আয় দুজনে একবার ছলে আসি গে।

পদ্মা। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

) পার্ব্বতী ও পদ্মার গমন।)

পদ্মা। (গমন করিতে করিতে) হ্যাঁ গা? তিনি কোন্ খানে চাষ করেচেন তা আমরা কেমন করে জান্‌বো?

পার্ব্ব। আমি নন্দীর মুখে সব শুনেচি, এই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিগে, এখান হতে এক দিনের পথ।

পদ্মা। উ!! তবে তো অনেকটা যেতে হবে গো? (কিয়ৎ দূর গমনান্তর) বাপ! কি রোদই ফুটেচে।

পার্ব্ব। আয়, আয়, ননি তো নোস্ যে গোলে যাবি?

পদ্মা। গোলে যাবার জন্যে কি আর বল্‌চি গা? রোদেতে প্রাণটা যেন কেমন আই ঢাই কোত্তেছে। ছাই পাঁশ পথ আর ফুরুতে জান্‌চে না।

পার্ব্ব। তুই আর একটুন্ ধীরি ধীরি চল্, তা হলেই ফুরুবে।

পদ্মা। তা এখন কি কোর্ব্বো? আমি তো আর পক্ষিরাজ নই যে উড়্‌বো?

পার্ব্ব। পক্ষিরাজ আন্তরে যাক্, তুই বেটো হলে বাঁচতেম্।

পদ্মা। না গো না, আমি কিছুই নই, আপনি যে ভাল সেই ভাল।

পার্ব্ব। আঃ মেয়ের একবার রাগ দেখেচো? একটা তুচ্ছ কথায় অম্‌নি একবারে তাল পাতার আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লেন।

পদ্মা। আপনারই তো দাসী না হবে কেন।

পার্ব্ব। কেন, আমি কিসে এতো রাগী যে তুই আমার তুলনাটা দিলি?

পদ্মা। মনে ভেবে দেখুন্ না। এক এক দিন কর্ত্তাটির ঘুণাক্ষরে কোন অপ্‌রাধ হলে যে একবারে কন্দলে তাঁরে নানা কথা শুনিয়ে দাও।

পার্ব্ব। সে দোষ করে তাই তারে বলি।

পদ্মা। ও কথাটা আর আপনি বোলবেন না। তাঁর যত দোষ তা আমাকে ছাপা নাই। আপ্‌নার কাছে তাঁর পায়ে পায়ে অপরাধ। তিনি তবু চুপটি কোরে থাকেন, শীঘ্রি রাগেন না তাই, তা না হলে দিন রেতের মধ্যে কন্দলে এক লহমা ফাঁক যেতোনা।

পার্ব্ব। তারে ভাল বাসি বোলেই দুটো দস্তজ্জী কোরে বলি, আর কারু সঙ্গে তো কন্দল করতে যাই না?

পদ্মা। কসুর বড়। কর্ত্তার সঙ্গে কন্দল কোরে রাগে রাগে মন্দিরের ভিতর ঢুকতে যদি চৌকাট মাথায় নাগলো তো, অম্‌নি আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালাটাতেই মলেম বোলে টীপ্ টীপ্ কোরে গণেশ আর কার্ত্তিকের পীঠে যত রাগটা ঝাড়। মেয়ে

ছুটো যদি থাকে, সর্ব্বনাশীরেই আমাকে খাবে বোলে তাদের কসা নিগ্‌ড়ে তেমন নরম নরম গাল গুলিন্‌কে একবারে রক্ত কোরে ফেলেন, জয়া বিজয়া আর আমি, আমাদের তো সে দিন মুখ ঝাম্‌টা আর গাল্‌ খেয়ে খেয়ে তিষ্ঠন ভার হয়। আপ্‌নার কন্দল হয় এক জনার সঙ্গে, আর যত তাল ফেলেন আমাদের ওপোর।

পার্ব্ব। আমি যারে ভাল বাসি তারেই বোকি।

পদ্মা। আপ্‌নার যে ভাল বাসা সে আপ্‌নাতেই থাক্‌। (ঘর্ম্মাক্ত বদন মোছন পূর্ব্বক) আর কতটা আছে কে জানে? বাপ্‌রে বাপ্‌! যে রোদ! হাড় ভাজা ভাজি হলো। একবার এই গাছতলায় না বোসলে তো আর যেতে পারি না।

পার্ব্ব। বোস্‌না, আমি কি আর বারণ কোচ্চি? (উপবেশন।) আহা! পদ্মা! তোর মুখখানি রোদে ঘেমে পদ্মে শিশির পড়লে যেমন সুন্দর দেখায় তেম্‌নি দেখাচ্চে।

পদ্মা। (সহাস্য মুখে) আপ্‌নার আর ঠাট্টায় কায নাই গো।

পার্ব্ব। ঠাট্টা কি লো? সত্যি বোলচি। তোরে যে জন্যে অতো রোদ লাগচে তা আমি বুঝেচি।

পদ্মা। কি আপনি বুঝেচেন্‌ বলুন দেখি?

পার্ব্ব। আমার অনুমান হয় তোর ঐ মুখ খানি সকল পদ্মের টেক্কা বিবেচনা কোরে তাই তোর পানে সূর্য্য এক দৃষ্টে চেয়েই আছে। তোদের উভয়ের চকো চোকি হওয়াতেই তোকে অত অস্থির কোরেচে। এ মাঠের মাঝে কোন্‌ কীর্ত্তি হয় জানি না, তোরে এখন ভালোয় ভালোয় নে যেতে পারলে বাঁচি।

পদ্মা। কথার ছিরী দেখেচো? আমি কোথা রোদে পুড়ে মর্‌চি না উনি আবার এমন সময় পোড়াতে লাগলেন।

পার্ব্ব। কেন? কি মন্দ বলেচি? সূর্য্য যদি তোকে পদ্ম বোলে চুমে নেয়, তা হলে তো তোর তপিস্যে বল্‌তে হবে।

পদ্মা। উনি এতো অবোধ নন্ যে শিমুল ফুলকে পদ্ম মনে কোরে আপ্‌নার মান খোয়াতে আসবেন। ভয় এখন আপ্‌নার বটে।

পার্ব্ব। আমি ছেলে পুলের মা হয়েচি, আমার আবার কিসের ভয়?

পদ্মা। ছেলে পুলের মা হলে কি হবে, হোতা যে জম্মই সেই ষোল বচরেরটী?

পার্ব্ব। আ মরণ আর কি? মুখে একটু আটকায় না। নে, ওঠ, অনেকক্ষণ বসা গ্যাছে।

পদ্মা। (গাত্রোত্থানান্তর) ও মা! কাঁকাল কোমর যে একবারে ধরে গ্যাছে? উ!! পা যে আর পাত্তে পারিনা?

পার্ব্ব। পথ চলার রীতই অই লো, বোসলেই পা ধরে যায়।

পদ্মা। আমি তো আর পা বাড়াতে পাচ্চিনে।

পার্ব্ব। আয়, যেমন কোরে হোক যেতেই হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠাঙ্ক।

সপ্তমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ক্ষেত্র সন্নিহিত হোগল তরুর বন।

(পার্ব্বতী এবং পদ্মা আসীনা।)

পার্ব্ব। ও পদ্মা ? দেখ্, দেখ্, এক বার ধানের সৃষ্টি দেখ্—

পদ্মা। তাই তো গো ! এ সকল ধানের নাম কি আপনি জানেন্ ?

পার্ব্ব। আমাকে আবার জগতের মধ্যে কোন্ বস্তু ছাপা আছে ?

পদ্মা। কই, কি কি ধান্ বলুন্ দেখি ?

পার্ব্ব। প্রায় সকল রকমেরই আছে লো—

রামশাল্, ঝিঙ্গেশাল্, গোটা, বেড়ে কাটা,
নাগ্‌রা, মুগুর শাল্, বঙ্কি, বোন্ গোটা ;
পিঁপীড়ে, কেউটে শাল্, নগু, কই যুড়ি,
নোনা বল্ দার্, ওড়া, ক্ষেপা, খেজুর ছড়ী ;
দুদেনোনা, খয়ের-মৌরী, কণক্ চুর্,
আজান্, পায়রা-রস, ফলেচে প্রচুর ;
লক্ষী বিলাস, বালাম, সুন্দর জটা কল্মা,
কালজীরে, পরমান্নশাল্, লতা কল্মা ;
পদ্মশাল্, চাঁপাকলা, কিবা ভাষাবান্তি,
হরে জ্ঞান হেরিয়া গোপাল ভোগ কান্তি ;

লতা শাল্, লতা মোল্, বাঁশমতী, ধলে,
রান্ধুনী-পাগল, গয়ারামশাল্, কেলে;
চামর, মাগুরশাল্, ফলিয়াছে কত,
বলিহারি শস্য জন্মিয়াছে নানা মত;
এ ধান্ ভাঙ্গিয়ে মাছ ধরিলে এখন,
বড় শোক তা হলে পাবেন্ ত্রিলোচন;
কি করি কি করি পদ্মা ভাবিয়া না পাই,
এধান্ করিতে নষ্ট প্রাণে সবে নাই।

পদ্মা। ভাঙ্গে ভাঙ্গবে, তার এখন্ কি করা যাবে, মাছ তো ধর্‌তে হবে? এই বার বাগ্দিনীর বেশ ধারণ করুন, ও বেশে তো আর হবে না।

পার্ব্ব। তুই বোসে বোসে দেখ্ না, কেমন বাগ্দিনী সাজি। কর্ত্তাটির আজ্ এমনতো নাকাল্ কোর্ব্বো না?

পদ্মা। দেখ যেন ঠাউর্‌তে পারেন না, তা হলে সব গোল হয়ে যাবে।

পার্ব্ব। এমন সাজ্‌বো যে কেউ চিন্তে পার্‌বে লা? অন্যের কথা একপাশে থাক্, তুই পার্‌লে হয়।

পদ্মা। এই এখনি দেখা যাবে।

(পার্ব্বতীর প্রস্থান এবং বাগ্দিনীর প্রবেশ।)

বাগ্দিনী। (সহাস্যে) কেউ মাছ নেবে গো।

পদ্মা। ইস্! একি! একি! একবারে অবিকল সজ্জা হয়েচে যে? গৌরবর্ণ গে নীলবর্ণ হয়েচে, কাঁকালে আইষ চুপ্‌ড়ি, অঙ্গে তৈলের লেশ নাই, বসন খানিও হয়েচে জীর্ণ, ভূষণ গুলিন সব পিত্তলের দেখতে পাচ্চি। আ মরি মরি, কি অপরূপ রূপই ধারণ করেচো গা। এমন ভুবনমোহিনী বাগ্‌দিনী তো

কখনো দেখি নাই। কথায় বল্লেও যা, কাযে ঘটলোও যে তাই। এখন আমিও যে আপ্নাকে চিন্তে পাচ্চি না।

পার্ব্ব। চিন্তে পারলে কি আর কর্ত্তারে ঠকানো যাবে লা? এইবার আয়তো দুজনে খানিক মাছ ধরি গে।

পদ্মা। চলুন। (ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশান্তর মৎস্য ধরণ।)

পার্ব্ব। কই লো পদ্মা, কি কি মাছ তুই ধরেচিস্ দেখি?

পদ্মা। নদী কি গঙ্গার মাছ এখানে পাবার যো নেই। আমি কেবল কতক গুলো চুণো আর কুচোল্ ধরেচি।——

খর্‌শোলা, গাগর্, ইল্লিশ্, আড়্, রুই,
ভাঙ্গান্, খড়িকে বাটা, সঙ্কর্, ফলুই;
গোলঞ্চ, মীর্‌গেল্, বান্, ইট্‌লে, চিতোল্,
বাঁশ পাতা, কানেড়া, পাড়াল্, পারসে, বোল্;
কালবোস্, দেঁতো পুঁটী, বাম্‌কুল্, এঁচ্‌লা,
ভেট্‌কী, বাচা, শোণ ফুলো, তপ্‌সে, কাতালা;
এ মাছের কোনটাও না পাই দেখিতে,
চুণো পুঁটী কেবল ধরেচি পেতে পেতে;
চ্যাং, লেটা, পুঁটী, চাঁদ-কুড়ো, শোল্-ঢেড়ী,
পাব্‌দা, বেলে, গাংদাড়া, চেলা, ছেতো চিংড়ী;
কই, টেঙ্গরা, ধান্ ফুলি, গুঁতে, মাগুর-জালি,
খোল্‌সে, পাঁকাল্, শিঙ্গে, খয়্‌রা, ইঁচিলি;
ধরেচি দেখো গো কত মৌরলা, দাঁড়্‌কে,
ধরে ছেড়ে ছেড়ে যত দিয়াছি তেচোকে!

পার্ব্ব। ইস্!! করেচিস্ কি পদ্মা, তুই যে এক বারে সব্ মাছ ধরে ফেলেচিস্? নে, আর কায নাই, তুই এইবার হোগলের বনে লুকিয়ে থাক্‌গে; কি জানি হটাৎ যদি ভীম কি আমাদের ইনি এসেন্ তো তাহলে এখনি সব গোল হয়ে যাবে।

পদ্মা। (সচকিতে) হ্যাঁ গো বড্ড মনে করে দেছো।

[পদ্মার প্রস্থান।

বাগ্দিনী। (স্বগত) কই, কর্ত্তা কি ভীম কারেও যে দেখ্‌তে পাচ্চিনা। প্রভুটির বুঝি এখনো নিদ্রে ভঙ্গ হয় নেই। তাই তো! একবার দেখা না হলে তো কিছু হচ্চে না, কি প্রকারেই বা দেখা দিই। (চিন্তা করিয়া) খানিক্ গোল কোরে ছেঁচা যাক্, শব্দ শুনে কেউ না কেউ এলেও আস্‌তে পারেন্ (ছেঁচ আরব্ধ) হুস্, হুস্।

নেপথ্যে ভীম। কেও রে? কেও?

বাগ্দিনী। (স্বগত) এই যে ভীম আস্‌চে! আসুগ্, আসুগ্, এখন কোন কথা কওয়া হবেনা; আরও খুব্ শব্দ কোরে ছেঁচা যাক্ (হুস্, হুস্, হুস্, হুস্)।

নেপথ্যে ভীম। কেও রে? বড় কথা কচ্চিস্ নেই যে? আঃ মলো! যত বল্‌চি ততো যে আবার শব্দ বাড়্‌চে। কে ধান্ বাড়ীর ভেতোর জল ছিচ্চিস্ রে?

বাগ্দিনী। (নিরুত্তরা) হুস্, হুস্, হুস্।

(ভীমের প্রবেশ।)

ভীম। (সক্রোধে) আ মর্, মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ্, যত বল্‌চি গ্রাহ্য হচ্চেনা। ঠেঙ্গানী খাবি বটে?

বাগ্দিনী। ঠেঙ্গা মারা অম্‌নি মুখের কথা?

ভীম। মুখের কথা কি না এখনি টের্ পাবি।

বাগ্দিনী। আমাকে ঘাঁটিয়ে কি যোম্ ঘরেতে যাবি?

ভীম। ধান্ ভেঙ্গে মাছ ধর্‌তে কে বলিল তোরে?

বাগ্দিনী। তোর্ কি তা ধরিয়াছি আপনার জোরে॥

ভীম। বড় তো বুকের পাটা দেখি আমি তোর।

বাগ্দিনী। তুই ছোঁড়া এসে হেথা কি করিবি মোর॥

ভীম। জমী কি হয় রে মাগা বাবা কালী তোর ?
বাগ্দিনী। আ মর্, ছোঁড়া যেন মুখরাঙ্গা মর্কট বাঁদর ॥
ভীম। বাগ্দিনী মুখ্ সামালে কথা কোস্ মোকে।
বাগ্দিনী। মুই তো থর্ থরিয়ে কাঁপচি দেখে তোকে ॥
ভীম। আরে মলো এ বেটীর্ তো বড় বাড়্ দেখি।
বাগ্দিনী। এখনি কি হয়েচে আর ঢের্ আছে বাকি ॥
ভীম। ছোট লোকের মেয়ে তোর তেজ্ কেন এতো।
বাগ্দিনী। তোরেও তো জানি তুই শিবের পেট ভেতো ॥
ভীম। খপরদার রূঢ় কথা কোস্‌নাকো মোরে।
বাগ্দিনী। চুপ্ মেরে পালা তুই আপ্‌নার্ ঘরে ॥
ভীম। তোর ভয়ে পালাবার ছেলে আমি নই।
বাগ্দিনী। না পালাবি কি কোর্‌বি কোস্যে দেখি তুই ॥
ভীম। টের্ পাবে এসো যাদু ভব কাছে এসো।
বাগ্দিনী। তোর কি তা বল্‌তো সে কি হয় তোর মেসো ?

ভীম। কি ? তিনি আমার মামা হন্, তুই কি না বল্লি মেসো ? এত বড় আস্পর্দ্ধা ? আমার সঙ্গে সমান উত্তর ? (আরক্ত-নয়নে হস্তে হস্তে মর্দ্দনপূর্ব্বক) কি বোল্‌বো আর কি, স্ত্রী-বধটায় মহাপাপ তাই, তা না হলে এতক্ষণ কোন্ কালে তোমার দফা ঠেক্স করে দিতেম্। হায় ! হায় ! ধান্ গুলোকে ভেঙ্গে কি লণ্ড ভণ্ড করেচে ! (কর্কশ স্বরে) ওরে বেটী ? উঠে আয় তো ? তোকে শিবের কাছে যেতে হবে।

বাগ্দিনী। আরে রাখ্‌গে যা তোর্ শিব, আমার এত যাবার দায় কাঁদে নেই।

ভীম। এই মলো বেটী দেখ্‌চি, আর তো রাগ্ সামাই হয় না। শীঘ্রি উঠবি তো ওঠ,তা না হলে এক চপেটাঘাতেই এখনি মাছটা ধরিয়ে দেবো।

বাগ্দিনী। (ভ্রূকুটি ভঙ্গি বিস্তার করিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন

পূর্ব্বক) তবে রে আঁটকুড়ীর পুত, চড় মারবি ? আয় তো একবার দেখি ? তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে তবে এখান হতে যাব।

ভীম। (পলায়ন এবং পুনঃ পুনঃ পশ্চাতে দৃষ্টি) আঃ মলো! পেচোন্ পেচোন্ আস্‌চে এই যে ? গিল্‌বে না কি ? যে রকম হাঁ দেখ্‌চি, ব্রহ্মাণ্ড খেয়ে ফেল্‌তে পারে যে ? (সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে) ওগো মা—মা ? মা—মা—গো—ও—ও।

[ভীমের প্রস্থান।

বাগ্দিনী। (স্বগত) আর কেন ? ওতো পালালো। আমি এখন একবার হোগলের বনে পদ্মার কাছে বসি গে। কর্ত্তাটি চায বাটী হতে বেরুলেই অম্‌নি ধান্ ক্ষেতে এসে মাছ ধর্‌তে থাকিবো।

[বাগ্দিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ গো-শালা।

(শিব দণ্ডায়মান।)

শিব। (স্বগত) বাহিরে চীৎকার করে উঠলো কে ? ভীমের স্বরের ন্যায় বোধ হচ্চে; আবার কি কোন উপসর্গ ঘট্‌লো নাকি ?

(ভীমের প্রবেশ।)

ভীম। এ্যাঁ হ্যাঁ, এ্যাঁ হ্যাঁ, এ্যাঁ হ্যাঁ।

শিব। এই যে ভীমই তো! অমন দৌড়ে এলি কেন বল্ দেখি ?

ভীম। (ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) এক মাগী বাগ্দিনী মাছ ধরতে এসে ধান্ ভেঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেচে, আমি গে দেখে ঢের্ গালাগালি দিলাম, সেও দিলে, কিছুতেই তার্ গ্রাহ্য নাই, আর যেই বলেচি যে "তোকে মামার কাছে যেতে হবে তা না হলে চড় খাবি" আর অম্নি সে ভ্রূকুটি ভঙ্গী করে এক চড় যে বাবু তুলে ছিল, বোধ হয় আমার মত লক্ষ জনা ভীম এক ঘায়েই কর্ম্ম ফর্সা হয়ে যায়। সে পেচোন্ পেচোন্ আবার তাড়া মেরে আস্তে আর আমার প্রাণে কিছু ছিলনা। বেটীর হাঁ তো নয়! আজ্ ঈশ্বর ইচ্ছায় বড্ড বেঁচে গিছি।

শিব। তার বয়ঃক্রমটা কত হবে রে? দেখ্তে কেমন?

ভীম। বয়ক্রমটা ষোল কি সতেরো এর উর্দ্ধ নয়; আর রূপের কথা আপ্নাকে কি বোল্বো মামা, ব্রহ্মা চতুর্মুখে কোটী কল্পেও বর্ণনা কর্তে পারেন কি না তা সন্দেহ। বাগ্দির মেয়ে অমন আমি কখনো দখি নাই।

শিব। বটে,বটে,রূপটো কি রকম তবু ভাল কোরে বল্ দেখি?

ভীম। সে তেমন রূপ বোধহয় আপনিও জন্মে দেখেন নাই। কি লক্ষ্মী, কি সরস্বতী, কি উর্ব্বশী, কি মেনকা, কি রম্ভা, কি তিলোত্তমা, কি মোহিনী অবতার, এঁরা কেই সে রূপের কাছে দাঁড়াতে পারেন্না।

শিব। বলিস্ কি? তোর মামী তো হবেনা রে?

ভীম। মামী কি গো? তিনি হলে অমন্ ধান্ বনে জল ছেঁচে মাছ ধর্বেন কেন? আপ্নার্ বুদ্ধি শুদ্ধি সব একবারে লোপ পেয়ে গ্যাছে দেখ্চি।

শিব। সেই হবে রে। আমার এত বিলম্ব হয়েচে বোলে হয়তো ছল্তে এয়েচে।

ভীম। তিনি নন্,তিনি নন্। এক বার গে দেখে আসুন্ না, ধান্ গুলোন্ ভেঙ্গে যে লণ্ড ভণ্ড কর্লে?

শিব। না বাপু, যাওয়া হবেনা, যদিই তোর মামী হয়, তা হলেতো দেখেই জ্ঞান হারা হবো,তার পর সে এমন কৌশল কোরে পালাবে যে শেষ কালে আর আমার অপ্রাতিভ রাখ্‌তে ঠাঁই থাক্‌বেনা।

ভীম। আপনি যে পাগলের ন্যায় কথা বাত্রা কইতে লাগ্‌লেন্ মামা। মামীর হলো ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা গড়োন্, চাঁপা ফুলের মত রং ; আর এ বেঁটে ছাঁদের, কালো ; তবে বয়স্‌টা নাকি খুব্ নরম আছে, আর গড়োনটা বেস্ ঢল্ ঢলে, তাতেই কেমন দেখলেই যেন বাবু মুর্চ্ছাপন্ন হতে হয়। বল্‌তে কি, সে বাগ্‌দিনী বটে ; কিন্তু মামীর তুল্য মূল্য, কি কিছু সরেশ্‌ই বা যায়।

শিব। রংটা কি খুব্ মিস্ কালো ?

ভীম। মিস্ কালো কেন হবে, এই ঠিক যেন নূতন মেঘের মত, আবার তাতে ঠাঁই ঠাঁই কাদা লেগে যে দেখ্‌তে হয়েচে, সে কথা আর আপ্‌নারে কি বোল্‌বো।

শিব। কথায় বাত্রায় কেমন দেখ্‌লি বল্ দেখি ?

ভীম। ভারি ঠক্ ঠকে ; আর মাগী যেন পৃথিবীটেকে তৃণ জ্ঞান করে। আমার সেই তার্ চড় তোলাই মনে পড়্‌চে।

শিব। চল্ দেখিন্, ভাল দেখেই আসি।

ভীম। আমি আর সেখানে যাবনা, আপনি যান্ ; কিন্তু সাবধান্! ধান্ টান্ ভেঙ্গেচে বোলে তারে কিছু বোল্‌বেন্ টোল্‌বেন্ না, এ বুড়ো বয়েসে কেন অবঘাতে যাবেন্ ?

শিব। আঃ! সে একটা মেয়ে মানুষ বইতো নয় র‍্যা, তাকে আবার এত ভয় কিসের ?

ভীম। হ্যাঁ, সে তেমন মেয়ে নয়. আমি ভীম, আমাকে ব্রহ্মাণ্ডের লোক আঁট্‌তে পারে না, আর সে এক চড় দেখিয়েই আমার আত্ম নারায়ণ শুখিয়ে দেছে।

শিব। তাই তো রে! এমন তরো বাগ্দির মেয়েইবা কোথা ছিল? কোন্ খান্টায় সে আছে বল্ দেখি?

ভীম। সেই পূর্ব্ব দিগের নগু ধানের বড় কিতেটায় এখন্ দেখ্তে পাবেন্।

শিব। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যাবি না?

ভীম। বাপ্! সেখানে আমি আর যাই? সেই চড় মনে পড়্চে আর আমার হৃৎকম্প হচ্চে।

শিব। তুই তবে ছেলে গুলোরে খাবার টাবার দিগে, আমিই যাই; কিন্তু বাপু যদি কোন গোলযোগ শুন্তে টুন্তে পাস্, তাহলে নন্দীকে দে আমার ত্রিশূল টো পাঠিয়ে দিস্।

ভীম। যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবের শস্য ক্ষেত্র।

(বাগ্দিনীর প্রবেশ।)

বাগ্দিনী। (স্বগত) ঐ যে কর্ত্তাটি আস্চেন্। এইবার একবার হেঁচা যাক্। হুস্, হুস্, হুস্।

(শিবের প্রবেশ।)

শিব। (ক্ষেত্র সন্নিকটস্থ হইয়া) কে ও হ্যা, জল নষ্ট করে?

বাগ্দিনী। (শিবের পানে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নেত্রপাত করিয়া স্বগত) এখন্ কোন কথা কওয়া হবেনা, দেখিনা কি করে।

শিব। বলি বাগ্দিনী তোমার ঘর কোথা হে?

বাগ্দিনী। বেলা দুপুর হলো এখনো একটাও মাছ ধর্‌তে পার্‌লেম না। এর পর কখনই বা হাটে যাব, আর কখনই বা বেচ্‌বো।

শিব। বলি শুন্‌চো হ্যা, আমি কি জিজ্ঞেস্‌ কোচ্চি?—

কহ কহ বাগ্দিনী, কি নাম ধরহ তুমি,
কোন্‌ দেশে করহে বসতি?
কি জন্য হে খাট অতো, স্বামীর বয়েস্‌ কত,
কটি তোমার সন্তান সন্ততি!
আহা কিবা চাঁদ মুখ্‌, হেরিলে ফাটয়ে বুক্‌,
রূপের তুলনা নাহি হয়!
তোমা হেন প্রেয়সীরে, মাছ ধরিবার তরে,
পাঠানো উচিত কভু নয়!
যেমন তোমার তিনি, ভাবেতে বুঝিনু আমি,
হবে হবে সে হবে বাতুল!
নতুবা সে কি হে পারে, ছড়াইতে সার কুড়ে,
তোমা হেন নীল পদ্ম ফুল!
বাতুল যদি না হয়, বুড়ো তো হবে নিশ্চয়,
রস্‌ কস্‌ অন্ত দন্ত হীন!
তোমা হেন যুবতীরে, যুবা হলে বুকে কোরে,
কেবল রাখিত নিশি দিন।

বাগ্দিনী। মর্‌, মর্‌, এ আবার কোথা হোতে এক বুড়ো জ্বলাতে এলো। যা দেখ্‌তে পারিনে তাই।

শিব। কেন ভাই, আমি তো আর তোমারে কিছু ফাঁসী শূলি দিচ্চিনে, কেবল জিজ্ঞেস্‌ কর্‌চি বইতো নয়?

বাগ্দিনী। বুড়োর নাম শুনলে আর বুড়োকে দেখ্‌লে যেন আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দেয়।

শিব। (সস্মিত আস্যে) কেন, বুড়োর ওপোর এত রাগ কিসের্?

বাগ্দিনী। সাধ করে কি আর রাগী? বুড়ো নিয়েই জন্ম কাল্‌টা জ্বলে মলেম।

শিব। তবে আমি যা ঠাউরেচি সত্যিই হলো? বাঁদরের হাতে মুক্ত পড়েচে! হায়! হায়! বিধাতা কি নিষ্ঠুর! এমন নব-যৌবনসম্পন্না অপরূপা কামিনীকে কিনা একটা বৃদ্ধ অপ-কৃষ্ট জাতকে অর্পণ করেচেন!

বাগ্দিনী। (সক্রোধে) সে যার হাতেই পড়ি, তোমার এত খোঁজ কেন? ছাই পাঁশ মিছি মিছি বোকে বোকে আমার ছেঁচা কামাই হচ্চে।

শিব। আঃ ছেঁচো এখন হে। আমি যে এত মিনতি কর্‌চি তাতে কি তোমার দয়া হয় না? দুটো কথাই কও।

বাগ্দিনী। আমার সঙ্গে তোমার কথা বাত্রার দরকার কি? আমি বাগ্দির মেয়ে মাছ ধর্‌তে এয়েচি মাছ ধরি, তুমি আপ্‌নার যেখানে যাচ্চো সেখানে যাও। বুড়ো মানুষ আমার নজরের সাম্‌নে এলে রাগে আমার গা সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে।

শিব। কেন ভাই, আমি তো আর বুড়ো নই।

বাগ্দিনী। না, না, তুমি কি আর বুড়ো, তোমার সবে এই দুদে দাঁত ভেঙ্গেচে।

শিব। দাঁত গুলোন্ আমার সব উর্দ্ধশ্লেষ্মার ব্যামো হয়ে পড়ে গ্যাছে, তা না হলে আমার বয়েস্ বড় বেশী হয় নেই।

বাগ্দিনী। এখনকার বুড়ো গুলোর কেমন যে স্বভাব, কখনই তাদের ঠিক বয়েস্ কবলায় না।

শিব। সত্যি বল্‌চি ভাই, উর্দ্ধুকের ব্যামোয় আমার সব দাঁতগুলিন্ পড়ে গ্যাছে, তা বই আর আমার কোন্ খানে কি দাষ আছে? দেহটি একবারে নিটোল।

বাগ্দিনী। তাই যেন হলো, চুল্‌গুলো অমন সাদা কেন?

শিব। (স্বগত) প্যাঁচে ঠেকালে দেখ্‌চি, আবাগের বেটী এক কুটো ছাড়ে আর কুটো ধরে, এমন জানলে এগুলোয় কলপ্‌ লাগিয়ে আসতেম। (চিন্তা করিয়া প্রকাশে) এগুলো ভাই পাক্‌তেল মেখে এমন হয়ে গ্যাছে।

বাগ্দিনী। আচ্ছা, তোমার চলনটা অমন কেন বল দেখি? ঠিক যেন থুর্‌ থুরে বুড়োর মত থপ্‌, থপ্‌, থপ্‌।

শিব। (স্বগত) তাইতো! এবার আবার কি বলি? মোটা হয়েই অধঃপাতে গিছি আর কি। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রকাশে) ও আমি ছেলে বেলা থেকেই এই মত কদমের চেলে চলি ভাই, বয়েস্‌ হয়েচে বোলে নয়।

বাগ্দিনী। (বিকট হাস্য পূর্ব্বক) তুমি কি ঘোড়া নাকি? কদমের চেলে তো ঘোড়াতেই চলে শুন্‌তে পাই। সে যা হোক্‌, তোমার নজ্বরটা অমন মিট্‌মিটে কেন? চেয়ে আছ কি বুজে আছ তা জানবার যো নেই।

শিব। (স্বগত) দেহটায় একবারে আগুন লেগে গ্যাছে, আপাদ মস্তক দোষটাই সব, আর এও তেম্‌নি অনুসন্ধান কোরে বার কোচ্চে। আবার যদি বাঘছালটা আর সাপ-গুলোর কথা জিজ্ঞেস্‌ করে তা হলেই তো চিত্রি। যে বেগতিক দেখ্‌চি শিকার বা হাত ছাড়া হয়। এমন জান্‌লে সিদ্ধিটে আজ্‌ একটু কম কোরে খেতেম্‌। (প্রকাশে) আজ্‌কে কেমন রৌদ্রে বেরিয়ে মাথাটা ভারি ধরেচে বলে স্পষ্ট চাইতে পারিনে, তা না হলে চোকে আমার এক বিন্দুও দোষ নাই। এমন পটোল চেরা চোক্‌ কার আছে?

বাগ্দিনী। পটোল্‌ চেরার যেমন যেমন হোক্‌, শসা বিচির মত বটে।

শিব। হা! হা! হা! তা তুমি যাই বল।

বাগ্দিনী। (আকাশে অবলোকন) ওমা বেলা হয়েচে দেখ, কখন্ মাছ ধর্‌বো? (সেচন) হুস্, হুস্।

শিব। (স্বগত) আঃ বাঁচলেম মেনে রূপের পোর্‌চয়টা দিতে এড়ালেম। যে রকম সপ্তরথী অভিমন্যুরে ঘেরার মত বেড়ে ধরেছিল, কেবল মধুসূদন রক্ষে করেচেন্; আর সিদ্ধিটেও না খেয়ে বেরুলে একটাও জবাব কর্‌তে পাত্তেম্‌না। অমন বুদ্ধি যোগাতে কেউ পারেনা। (প্রকাশে) বলি হ্যাঁ বাগ্দি বউ, তোমার ঘর কোথা বোল্লে না?

বাগ্দিনী। আমার ঘর যেখানেই হোক্‌না কেন, তোমার এত খোঁজ নেবার দরকার কি?

শিব। মরুগ্‌গে বলুই না হ্যা, বল্‌তে কি কিছু হানি আছে?

বাগ্দিনী। হানি আবার নয় কি কোরে? তোমার সঙ্গে বোকে বোকে আমার মাছ ধরা কামাই হচ্চে। ছাই পাঁশ্ যেখানে যাই সেই খানেই আপদ।

শিব। (স্বগত) আঁচে ওঁচে, নয়নের ভঙ্গিটেয় আট্টায় বোধ হচ্চে যেন কিছু কিছু নর্‌মেচে। (প্রকাশে) আপদ টা আর বোলনা হে। ভাল, একটা লোক এত সাধ্যি সাধনা কোরে জিজ্ঞুস্‌চে, তার সঙ্গে দুটো কথা কইতে কি তোমার এতই কামাই হবে?

বাগ্দিনী। আমার আর মাথা মুণ্ডু পোর্‌চে নিয়ে কি তোমার চাট্টে হাত বেরুবে?

শিখর পুরেতে ঘর, সুয়ামীটে ক্ষেপা হর,
উদ্ খেতে খুদ্ তার নাই;
অল্প কালে দুটি ছেলে, পেয়েছি পুণ্যের ফলে,
নাম তাদের কাত্তিক গণাঞি।
মেয়ে দুটি রূপবতী, লক্ষ্মী আর সরস্বতী,
আছে তারা শ্বশুর বাড়ীতে;

আমি নাম ধরি গৌরী, মাঠে মাঠে মাছ ধরি,
হাটে হাটে বেচি পেটে খেতে।
কি কব দুঃখের কথা, স্বয়ামী না ভাবে ব্যথা,
ফেলিয়ে সে অতুল্ সংসার;
বেরিয়ে গ্যাছে প্রবাসে, চুলো কি যমের পাশে,
তত্ত্ব নাহি করিল আমার।
পুঁজী মাত্র তার ঝুলী, ঘরে খেতে কত গুলি,
শত্রুর মুখেতে দিয়ে ছাই;
আজ্ আছে কাল্ নাই, সদা কেবল খাই খাই,
আমি মেয়ে বলে সে চালাই।

শিব। (শিবানীর সমস্ত পরিচয় সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াও কেমন তাঁহার অনির্ব্বচনীয়া মায়া প্রভাবে ভোলানাথের আর ভ্রম দূর হইলনা) ইস!! এই যে একবারে রাজযোটক্ দেখ্‌চি হে? আমার স্ত্রীর নামে তোমার নামে ঠিক মিলে গ্যাছে! আজ্ থেকে তুমি আমার সই হলে।

বাগ্দিনী। আমি অমন্ তেকেলে বুড়ো মানুষের সঙ্গে ইষ্টেলা পাতাতে চাইনা। ওঁর্ গঙ্গাযাত্রার বয়েস্ হয়েচে, এখনো রঙ্গ দেখ্‌লে বাঁচিনা।

শিব। (স্বগত) যে রকম ভাবে কথা বাত্রা কচ্চে, বোধ হয় মধুসূদন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর্‌লেও কর্‌তে পারেন, না হয় অবশেষ ন্যাজে গাথা কেউছাড়ায় নেই। মোহিনী অবতার-কেই যখন ত্রিভুবন ঘুরিয়ে মেরেছিলাম তখন এ বা আমার কোথায় লাগে। (প্রকাশে) আমি রঙ্গেই ভরা হে সই, রংছাড়া কখনো থাকিনা।

বাগ্দিনী। আ মর, মিন্‌সে ঘেঁসে ঘেঁসে এসে দাঁড়াচ্চে দেখ, আস্পর্দ্ধা কম নয়, এখনি ছুয়ে ফেলেছিল।

শিব। না, না, ছোবো কেন। বলি হ্যাঁ সই, সয়া-ছাড়া তুমি আজ্ কদ্দিন্ হয়েচো ?

বাগ্দিনী। মাস্ পাঁচ ছয় হবে।

শিব। (স্বগত) এবার আর সই বল্‌তে রাগে নাই, ন্যাজে গাঁথা বোল্ ছিলেম্ কি, ও পাড়ে আপ্‌নি না লাফিয়ে পড়্‌লে হয় ? (প্রকাশে) তাই তো ! তোমাকে তো সয়া অনেক দিন ছেড়ে গ্যাছেন ? আমিও প্রায় অত দিনই হবে তোমার সইকে ছেড়ে আছি।

বাগ্দিনী। তুমি এই বল্‌লে যে এক দণ্ড রঙ্গ ছাড়া থাকোনা, তবে কেমন কোরে একলা আছ ?

শিব। আছি কেবল চোক্ কাণ বুজে। কি বল্‌বো সই, যদি তোমার মতন একটিকে পেতেম তো তাহলে তাকে কাপড়ে চোপোড়ে, গয়নায়, একবারে বুড়িয়ে রাখ্‌তেম্।

বাগ্দিনী। ইস্ ! তাইতো ! কি আস্বা।

শিব। সত্যি বল্‌চি ভাই। শুধু কি আবার কাপড় গয়না ? চিরকাল্ তার দাস হয়ে থাক্‌তেম।

বাগ্দিনী। ছি সয়া, অত কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে দাড়াচ্চো কেন ?

শিব। কোথা হে, তুমি ওখানে রয়েচো আমি এখানে দাঁড়িয়ে। সইকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস্ কোর্ব্বো কোর্ব্বো কর্‌চি ; কিন্তু ভয়ে কিছু বল্‌তে পাচ্চিনে।

বাগ্দিনী। কি বোল্‌বে বলো না, তার আর ভয় কি।

শিব। তোমার কাছে আর একশোবার ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়ে দরকার কি, বলি তুমি আমার কাছে থা— ? হা ! হা ! হা ! বলি তুমি আমার কাছে থা— ? হা ! হা ! হা ! আমি ভাই তা হলে তোমাকে সোণার সিংহাসনে রাজ রাজেশ্বরী কোরে বসিয়ে রাখি।

বাগ্দিনী। আ মরণ আর কি! মুখ পোড়ার একবার কথা শুন্‌লে? আপ্‌নার আঁট নেই, পরের মেগের ওপোর অত উঁচু নজর কেন?

শিব। পরের মাগ্‌ আবার কি? সয়াতে আর আমাতে কি কিছু ভিন্ন আছে?

বাগ্দিনী। আমি তেমন মেয়ে নই। তোমার এত যদি আস্বা হয়েচে ঘরে যাওনা?

শিব। তুমিও তো আমার কিছু পর নও। তোমার সই তেমন নয়। তার কাছে আর আমার যেতে ইচ্ছে নেই।

বাগ্দিনী। কেন? কেন? আমার সইয়ের এমন কি দোষ যে তুমি আর তাঁর কাছে যাবে না।

শিব। তার অন্তঃকরণটা বড় কঠিন; আর দিবারাত্র কেবল কন্দল নিয়েই থাকে। তুমি যদি সয়া বোলে আমারে দয়া কর, তা হলে আমি আর জন্মেও তার মুখ দর্শন করি না।

বাগ্দিনী। তিনি দেখ্‌তে কেমন হে?

শিব। তোমার কোড়ে আঙ্গুলের যুগ্যিও নয়।

বাগ্দিনী। তবে যে সকলে বলে শিবের মাগ্‌ ভারি সুন্দরী।

শিব। যাদের সঙ্গে তার নেনা দেনা আছে তারাই বলে। খোসামুদি না কর্‌লে যে হোথা হাত পাত্‌লে পাবে না। তোমার সইয়ের যে গুণ তা আর কত বোল্‌বো?

বাগ্দিনী। কেন, আমার সইয়ের আবার কি গুণ?

শিব। তায় বিলক্ষণ। আমি ভিক্ষেটা আট্টা কোরে নে আসি, আর তিনি সেই চাল্‌থেকে পুঁজী কোরে তেজারতি করেন। (সচকিতে স্বগত) যাঃ কোরলেম কি? খোঁড়ার পা কি খোবরেই পড়ে?

বাগ্দিনী। উকি সয়া? তুমি এই বল্লে যে কারেও যদি পাও তো তাকে সোণার সিঙ্গেসোনে রাজ রাজ্জেশ্বরী কোরে বসিয়ে

রাখ, আবার এদিকে বোল্‌চো ভিক্ষে করো। ছি, ছি, তোমার একটা কথাও সত্যি নয়?

শিব। (স্বগত) সর্ব্বনাশটা কোর্‌লেম্। দূর হোক্‌গে ছাই। এক দিক্ সাম্‌লাতে আর দিক্ আল্‌গা হয়ে পড়ে! আমার মনে কি দ পড়ে গ্যাছে? হায়! হায়! কি বোল্‌তে কি বোলে একবারে সব মাটী কোরলেম! এতক্ষণ কেমন কাটিয়ে কুটিয়ে আস্‌ছিলেম, শেষকালে ভিক্ষের কথা কয়ে সব উল্টে গ্যাল দেখ্‌চি? (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করণান্তর প্রকাশে) ভিক্ষে কি আর এখন্ করি হ্যা? পূর্ব্বে কোত্তেম্। আজ্ কাল্ আমি জমীদার, আমার কি ঐশ্বর্য্যের এখন সীমা আছে? এই যে সব ধান্ দেখ্‌চো, সই, এ চত্বরটাই আমার।

বাগ্দিনী। তোমার সম্বলের মধ্যে কেবল এই ধান্ গুলি তো?

শিব। শুধু ধান্ গুলিন্ কি? এখন বেড়, বাগিচে, পুষ্করিণী, তালুক্, সেপাই, শাস্ত্রি, হাতী, ঘোড়া, উট, চক্‌মিলন বাড়ী; আমার এখন অতুল ঐশ্বর্য্য, ভোগ করে এমন লোক নাই।

বাগ্দিনী। হেঁ সয়া, তুমি যদি অত বড়্ মানুষ, তবে অমন্ একটু চাম্‌ড়া পরে রয়েচো কেন? তেল বিনে অঙ্গে খড়ি উড়চে!

শিব। (স্বগত) হুঁঃ "মঘা, এড়াবি ক যা" এ তাই দেখ্‌চি। কোন্ টা ঢাক্‌বো? এটা যে চতুরা, কেবলই ছল ধচ্চে। (প্রকাশে) একটা ব্রত কোরেচি বোলে ভাই তাই এই বাঘ ছাল পরেচি আর তেল মাখি নাই, তা না হলে আমার দুঃখ কিছুরই নেই।

বাগ্দিনী। হেঁ সয়া, তোমার গলার কাছটা অমন্ নীল বন্নো কেন? কিছু ব্যামোহ ট্যামোহ আছে না কি?

শিব। (স্বগত) আঃ মলো! এখনো যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্চে! এটা সত্যি কথাই বলে ফেলি, যা থাকে ভাগ্যে; বোধ হয় সেঙ্গাটায় ব্যাঘাৎ পড়্‌লো, যে বেটী চতুরালী খেল্‌চে।

আবার ভুঁড়িটি দেখে "উদুরী হয়েচে নাকি" না বোল্লে হয়? (প্রকাশে) ওহে, সমুদ্র মন্থনের সময়ে যে গরল উঠে ছিল, সেই গরল আমি পান কোরে ছিলাম, তাতেই কণ্ঠটা এমন নীল বর্ণ হয়ে গেছে, কোন ব্যামোহ ট্যামোহর জন্যে নয়।

বাগ্দিনী। তোমার পেট্‌টি অমন্ উঁচু কেন সয়া, উদুরী টুদুরীতো হয় নেই?

শিব। (আন্ত্রিক ক্রোধের সহিত) উদুরীও নয়, টুদুরীও নয়, আমার পেটই এম্‌নি। (স্বগত) আর কিছু থাকেতো জিজ্ঞেস্ করো? এতক্ষণ ধরে কর্ম্মভোগ করা যাচ্চে; কিন্তু আমার যা উদ্দেশ্য তার এখনো কিছুই হয় নাই, কাছে দাঁড়ালেই অম্‌নি তাড়া মারে। একবার টোপ ধরাতে পার্‌লে হয়, তার পর আর যায় কোথা?

বাগ্দিনী। তোমার ছেলে পুলে কটি সয়া?

শিব। (বিরক্তভাবে) দূর হোক্ গে, ছেলে ফেলের কথায় এখন কায কি? তোমারে যা বোল্লেম তার কি বলো?

বাগ্দিনী। ছি সয়া, তোমার অমন্ ছোট নজর কেন? আপ্‌নার বিয়ে করা মাগ্‌কে ফেলে আমার সঙ্গে সেঙ্গা কর্‌লে দেবতাদের কাছে মুখ্ দেখাবে কেমন কোরে?

শিব। সে যত দায় আছে আমার আছে।

বাগ্দিনী। (সস্মিত বদনে) ছি সয়া, তুমি এমন কায কোরো না, দেবতাদের কাছে তা হলে বড় লজ্জা পাবে।

শিব। দেবতাদের আর খাঁটী কোন্‌টি হে? পরমেশ্বরের কথাই সত্য, কর্ম্ম আর সত্য কোন্‌খান্‌টায়? দেখ আমার বড় ভাই বিধাতা, তিনি বেদবক্তা হয়ে আপ্‌নার কন্যার সঙ্গেই তাঁর সংঘটন্ হয়েছিল, মেজো ভাই যিনি, তিনি কৃষ্ণ অবতারে রাধিকা, কুব্জা, গোপিনী, এদিকে নিয়ে কি রঙ্গটা না করেচেন? তেজিয়ান্ পুরুষ পরশে দোষ নাই, আগুনে যা পড়ে তাই জ্বলে যায়।

বাগ্দিনী। একান্তই যদি তোমার সেঙ্গা কর্‌বার মন হয়ে থাকে সয়া, তবে আমি যা যা বলি, তাতে যদি রাজি হও, তবেই হবে, আর তা না হলে অমন বুড়ো শুড়ো মিন্‌সের সঙ্গে সম্পর্ক গাঁদাতে আমার দায় কেন্দেচে।

শিব। তুমি আমাকে যা বল্‌বে আমি তাই কোর্ব্বো।

বাগ্দিনী। অমন আল্‌গা কথার কায নয়, ঠাকুরের ফুল হাতে করে তোমাকে তে সত্যি কোত্তে হবে।

শিব। এখানে তবে আবার ঠাকুরের ফুল কোথা পাব ভাই? তোমার পায়ে হাত দিয়ে সত্যি কর্‌লে হবে না?

বাগ্দিনী। ছি সয়া, ও কি কথা, আমি যে বাগ্দির মেয়ে?

শিব। তবে সত্যি করা এখন্ থাক্, ঘরে গিয়ে হবে।

বাগ্দিনী। হ্যাঁ, গরজ বড় বালাই। ছি ভাই, তুমি বড় বেহায়া, অত কাছ ঘেঁসে ঘেঁসে দাঁড়াচ্চো কেন?

গীত।

রাগিণী পিলু।—তাল যৎ।

ছি ছি ও কি হে সয়া ছুয়নে ছুয়নে!
বড়তো দেখি বেহায়া পুরুষ জনে!
যে দেখি বিভোল, হয়েছো কি পাগল,
এত কেন লোভ বল, পরেরি ধনে।
বটহে কপট, প্রবীণ লম্পট, যেরূপ দেখি শঠ,
নিকটে এসোনে।

শিব। (স্বগত) কাছটি ঘেঁসে দাঁড়ালেই অম্‌নি ফোঁস্ কোরে ওঠে। এমন্ তো আপদ দেখিনেই হ্যা। ন্যাজে গাঁথবো নাকি? টোপ্ তো ছোয় না দেখ্‌চি? কখন্ কোন্ মন্বন্তরে ওঁর্ শুসোর হবে, সে অপেক্ষায় থাক্‌তে পারি কৈ?

উঁ, হুঁ, ন্যাজে গাঁথা এখন্ হবেনা, অগ্রে কলিয়ে বলিয়েই দেখা যাক্, শেষ কালে যা মনে আছে তা কোর্ব্বো। (প্রকাশে) হেঁ-হ্যা সই, আমাকেও সকলে শিব্ঠাকুর শিব্ঠাকুর বলে, তা আমার আপ্নার মাথায় হাত দিয়ে সত্যি কর্লে হয়না?

বাগ্দিনী। তার এত তাড়া তাড়িই কিসের্? রোয়ে বোসে হবে এখন্।

শিব। (স্বগত) হুঃ এম্নি কাল্টি পড়েচে, আপ্নার কায়দা ছাড়া কেউ চলে না। আমাকে সত্যি করিয়ে নিয়েতো ওঁর সকল কাযই সুসম্পন্ন রূপে নির্ব্বাহ হবে। গোটা কতক সিদ্ধির বড়ি একবার উদরস্থ হবার অপিক্ষে। মিছি মিছি বাজে কথায় কেবল কালক্ষেপ হতে লাগলো; এ দিকে আমার যা হয়েচে তা আমিই জানি। (প্রকাশে) সেঙ্গাটা যেন এখনি হয়ে গেলেই ভাল হয়। শুভ কাযে বিলম্ব কোত্তে নেই।

বাগ্দিনী। তা হবে এখন্। এসো দেখি দুজনে মাছ ধরি।

শিব। আবার মাছ ধরা কেন সই? আমার কাছে থাক্লে তোমাকে আর অমন্ ছোট কায করতে হবে না। এসো! উঠে এসো।

বাগ্দিনী। সেটি পার্ব্বো না ভাই, আমাদের মাছ ধরা স্বভাব, তা ছেড়ে কি থাক্তে পারি?

শিব। আঃ মাছ তুমি যত খেতে পারো আমি আনিয়ে দেবো। তোমাকে নিজে কেন ধর্তে হবে?

বাগ্দিনী। তবে তোমার সঙ্গে আমার হলোনা ভাই। আমি মাছ ধরাটি ছেড়ে থাক্তে পার্ব্বো না; এতে যদি রাজি হও, তবে এই মাছের চুপ্ড়ি মাথায় কোরে আমার পেছোনে পেছোনে এসো আমি মাছ ধরি, আর তা না হয় তো তুমি আপ্নার ঘরে চলে যাও, আমাকে রাক্ড়ো না।

শিব। (ব্যগ্র হইয়া) কই, কই, চুপ্‌ড়ি কই দাও!

বাগ্‌দিনী। (শিবকে চুপ্‌ড়ি অর্পণান্তর নানাবিধ মৎস্য, গুগ্‌লী, শম্বুক ও কর্কট ধরিয়া) এই নাও সয়া, এগুলো সব চুপ্‌ড়িই রাখো।

শিব। (গ্রহণ পূর্ব্বক বিস্ময় চিত্তে) এ কাঁকৃড়াগুলোন্ কি হবে?

বাগ্‌দিনী। ও গুলো লুন্ তেল দিয়ে ভেজে পান্তা ভাত দে এম্‌নতো লাগেনা?

শিব। (স্বগত) কি বিপদ!! এ শালীর সঙ্গে সেঙ্গা কর-বার লোভে জন্মে যা করি নাই তা হলো যে? ছি, ছি, শম্বুক, গুগ্‌লী, কাঁকৃড়াগুলো মাথায় কোরে বহন কচ্চি! কি নরক্ ভোগ! "অপরন্তা কিং ভবিষ্যতি" এখনো অদৃষ্টে যে কি আছে তাতো জানি না! আবার আমাকে না এগুলো খেতে বল্লে হয়? (প্রকাশে) হরে নারায়ণ, গোপাল গোবিন্দ মধুসূদন!

বাগ্‌দিনী। কেন সয়া, অমন কচ্চো কেন? তোমার ঘেন্না হচ্চে না কি?

শিব। (স্বগত) বুঝতে পেরেচে। ভারি চতুরা দেখ্‌চি? (প্রকাশে) না, না, ঘেন্না কেন হবে? ও একবার ঈশ্বরের নাম কোরলেম।

বাগ্‌দিনী। (দুইটা বৃহৎ বৃহৎ কোলা বেঙ্ ধরিয়া) ধরো, ধরো সয়া, এ দুটো ঐ চুপ্‌ড়ির ভেতোর হাত ঢাকা দিয়ে রাখো যেন পালায় না।

শিব। (রোমাঞ্চিত কলেবরে) এ কেন?

বাগ্‌দিনী। ওর ঝোল্ কোরে তোমায় আমায় খাব বড্ড মিষ্টি।

শিব। (কর্ণদ্বয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক) নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! কি দুর্দ্দৈব!! (প্রকাশে) ছি সই, এ গুলো কি খায়?

বাগ্দিনী। ও কথাটি বোলোনা সয়া, আমি ঐ ভাল বাসি।

শিব। তুমি খাবে খেও ভাই, আমি এ গুলো খাব না।

বাগ্দিনী। ঐ তো ভাই, তবেই তো মন ভাঙ্গে।

শিব। (ব্যগ্র চিত্তে) আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি খাও যদি তো আমিও খাব। (স্বগত) রাধাকৃষ্ণ! মহাভারত! হরিবোল্! হরিবোল্! হরিবোল্!

বাগ্দিনী। (স্বগত) প্রভুর হাতে এক বার খোলা দিয়ে জল ছেঁচাই, তা না হলে পরিণামে খোঁটা খেতে হবে। (প্রকাশে) ও সয়া? এই ভূঁই খানার জল্ টা সব ছেঁচে ফেলো তো, এটায় বড্ড মাছ আছে।

শিব। আজ্ আর কায কি, ঢের হয়েচে।

বাগ্দিনী। আমি রোজ্ রোজ্ যা ধরি তার এখনো সিকিও হয় নেই। তুমি ছেঁচ্‌বে কি না তা বলো?

শিব। ছেঁচ্‌বো না কেন ভাই! তোমার কি কথা কাট্‌তে পারি? খোলা কই দাও।

বাগ্দিনী। (শিবের হস্তে খোলা অর্পণ) দেখ্‌বো ভাই কোমরের কেমন বল্, এই ভূঁই খানা এক বার শীঘ্রি শীঘ্রি ছেঁচে ফেল্‌তে পার্‌লে হয়।

শিব। এই এখনি ছেঁচে ফেল্‌চি দেখ তো। (সেচনারম্ভ) হুস্, হুস্, হুস্।

বাগ্দিনী। শাবাস্ সয়া! শাবাস্, শাবাস্, শাবাস্।

শিব। (স্বগত) বোধ হয় ছেঁচা দেখে মনে ধরেচে, তা না হলে অত শাবাসি দেবে কেন? (প্রকাশে) এই দেখ তো সই, ছেঁচে ফেল্‌লাম বলে।

বাগ্দিনী। তুমি ছেঁচো হে, আমি একবার বাঁদগুলো সব দেখে আসি।

শিব। দাঁড়াও, দুজনেই যাই।

বাগ্দিনী। এত অপিত্যয় কেন সয়া ? আমি পালাবো নেই।

শিব। চলোনা, দেখে এসে এখন্ আবার দুজনেই ছেঁচবো।

বাগ্দিনী। নাহে না, তোমার আর গে কাজ নেই। ঘোগ দেখ্তে কি আবার আঠারো জনে যায় নাকি ? তুমি ছেঁচা কামাই দিওনা।

[ক্ষেত্রের প্রান্তদেশে বাগ্দিনীর গমন।

শিব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক স্বগত) ওঁর যে রকম গতিক দেখ্চি, পলায়ন না করলে হয়। ছেঁচা এখন্ থাক্, ঐ দিগে চেয়ে থাক্তে হলো। (বাম হস্ত কটিদেশে অর্পণ পূর্ব্বক বাগ্দিনীকে নিরীক্ষণ।)

বাগ্দিনী। (দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে) খোলা কত্তক জল ছেঁচেই কাঁকালে হাত দে দাঁড়ালে যে হে সয়া ?

শিব। হুঁঃ, একবার দাঁড়াতেও দেয়না। এমন নরক ভোগে তো কখন পড়ি নাই।

(সেতু নিম্নে ছিদ্র করণান্তর বাগ্দিনীর প্রত্যাগমন।)

বাগ্দিনী। কই হে সয়া ! এখনো যে জল মার্তে পাল্লে না।

শিব। এ যত ছেঁচ্চি আর ফুরুতে জান্চে না, কাঁকাল্ কোমর সব ধরে গ্যাছে।

বাগ্দিনী। সে কি সয়া ? এখনো অর্দ্ধেক ছেঁচা হয় নেই, এরি মধ্যে তোমার কোমর ধর্লো ?

শিব। বাপের কালেতে তো আর কখনো একাজ করি নাই।

বাগ্দিনী। পারিবে নেই যদি তবে বাগ্দিনীর সঙ্গে সেঙ্গা কর্তে এত আম্বা কেন ?

শিব। (স্বগত) কি উৎপাত ! একবার বিশ্রাম লতেও যে দেয় না ! এমন গ্রহতে তো কখনো পড়ি নাই। বার্দ্ধক্য অবস্থাটা

অনেক কৌশলের দ্বারায় এক প্রকার ঢেকে ছিলেম; কিন্তু কার্য্যের দ্বারায় প্রকাশ হলো, আর থাকে না। এই বয়সে কত শত শত ললনাকে বশীভূত করেছি; কিন্তু এরূপ কর্ম্মভোগ কখনই কর্‌তে হয় নাই। এটার যে রকম রূপলাবণ্য আর কথা বাত্রার ধরণ ধারণ দেখ্‌চি, তাতে ছোট লোকের মেয়ে বোলে বোধ হয় না। যাই হোক্, আমার সে অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? এখন বৃদ্ধ যে নই, সেইটে কোন রকমে ঢাক্‌তে পারলে হয়; তা না হলে ওকে হস্তগত করা ভার হবে। স্ত্রীলোকের কেমন যে স্বভাব প্রবীণ পুরুষকে যেন বাঘ জ্ঞান করে, ভুলেও স্পর্শ কর্‌তে ইচ্ছে করে না, তাই বা কি কোরে কোর্ব্বে, বৃদ্ধ হলে কি আর পদার্থ থাকে; কিন্তু আমি যে কেমন বৃদ্ধ তা তো জানে না। (পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস!! এ জমী খানার সমুদয় জল ছেঁচে ফেল্‌তে তো এখন ঢের বিলম্ব দেখ্‌চি, এখানে অনঙ্গের যেরূপ তাড়না, তাতে আর তো সহ্য করাও ভার হয়ে উঠেচে। ঐ দুঃখে দুরাত্মাকে একবার ভস্ম করে ফেলে ছিলেম, আবার ফেলবো নাকি? উঁ, হুঁ, সে যা হয় এর পর করা যাবে, আজ্ তো নয়, এটাকে হাতে পেয়েচি, এখন ছেড়ে দেওয়া কি—

বাগ্‌দিনী। ও সয়া কথা কচ্চোনা যে?

শিব। (ব্যগ্র হইয়া) এই যে ছেঁচ্চি, ছেঁচ্চি। ওহে? এতো ছেঁচা গ্যাল, তবু জল্ মচ্চেনা কেন বল দেখি? কোথাও যোগ্ টোগ্ তো পড়ে নি?

বাগ্‌দিনী। রোসো দেখি, আর একবার ভাল কোরে দেখে আসি। (সেতু সন্নিকটস্থা হইয়া) ও সয়া? সত্যিই তো যোগ্ পড়েচে! এটাকে বন্দ করেচি, এইবার ছেঁচোত?

শিব। (স্বগত) হুঁঃ, একে ছেঁচ্‌তে পারি নেই, তাতে আবার যোগ্! পাঁচ প্রকারে আজ্ মারা গেলেম দেখ্‌চি। (পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ সেচন করিয়া উভয় হস্ত কটিদেশে অর্পণ

পূর্ব্বক) আঃ কাঁকাল্‌টের দফা রফা হলো দেখ্‌চি। সেঙ্গা কর্‌তে এত দুঃখ জান্‌লে এ কাযে হাত দিতেম না।

(বাগ্দিনীর পুনর্ব্বার সেতু হইতে প্রত্যাগমন।)

বাগ্দিনী। আহা সয়া! তোমার বড় কষ্ট হয়েচে বটে?

শিব। (সহাস্যে) তুমি যে আহা কর্‌লে হে সেই ভাল।

বাগ্দিনী। হেঁ-হ্যা সয়া, তোমার আঙ্গুলে কি ওটি পিত্তলের আংটি?

শিব। পিত্তলের কি? এ মাণিক্ অঙ্গুরী, জনার্দ্দন আমারে দিয়েছিলেন।

বাগ্দিনী। ওটি আমাকে দেবে?

শিব। তোমাকে আবার দেবোনা হে? এসো তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিই। এই যে বেস হয়েচে।

বাগ্দিনী। ছি সয়া, উকি করো? মাঠের মাঝে অমন তরো গায়ে হাত দিওনা।

শিব। না, না, গায়ে কেন হাত দেবো? তোমার গলার কাছে বড্ড কাদা লেগেচে বোলে তাই মুছে দিচ্চি।

বাগ্দিনী। (সস্মিতমুখে) আ হা হা! কি কাদামোছা! অত বয়েস হয়েচে তবু তুমি এমন লোভাতে কেন? ঘরে চল, আগে সত্যি কোর্ব্বে, কোরে, দুজনায় সেঙ্গা হলে তার পর যা হয় তাই হবে।

শিব। তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে সই, চল আমার চাষ বাড়ীতে যাওয়া যাক্।

বাগ্দিনী। তুমি তবে এগিয়ে গে বাসর সজ্জা করোগে, আমি কাদা গুলো গায়ের ধুয়ে যাই।

শিব। এক সঙ্গেই যাই চলোনা? তোমাকে আমার নয়নের বার্ কর্‌তে ইচ্ছে করে না।

বাগ্দিনী। তোমার তো মনটা ভারি অপিত্তয়ের দেখ্‌চি হ্যা? এগিয়ে চলোনা। তুমি যেয়ে বাসরসজ্জা না কোত্তে কোত্তে আমি যাচ্চি। অমন্ বুড় মিন্সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে,আর আমি মেয়ে মানুষ হয়ে কেমন কোরে গা ধোবো? এতে কি আব্‌রু থাকে?

শিব। (স্বগত) একবার বাসা বাটীতে যাবার অপিক্ষে। এখন কোন কথায় কায কি। (প্রকাশে) আচ্ছা ভাই, তুমি তবে শীঘ্র এসো, আমি অগ্রে গিয়ে বাসরটা সাজিয়ে ফেলিগে।

[শিবের প্রস্থান।

বাগ্দিনী। (স্বগত) কর্ত্তাকে তো এক রকম প্রতারণা করে বাসায় পাঠানো গ্যাল, এইবার পদ্মারে নে কৈলাসে গমন করি, আর থাকা নয়।

[বাগ্দিনীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবের চাষ বাটী।

(ভীম আসীন।— নন্দীর প্রবেশ।)

নন্দী। কত্তা মশায় অনেক ক্ষণ অব্‌দি কোথায় গ্যাছেন জানেন্?

ভীম। এক মাগী বাগ্দিনী মাছ ধর্‌তে এসে কতক গুলো ধান্ ভেঙ্গে ফেলেচে তাই দেখ্‌তে গ্যাছেন।

নন্দী। নেশা টেশা কিছু কোরে গ্যাছেন কি?

ভীম। কই, যাবার সময় তো নেশা কর্‌তে দেখিনি।

নন্দী। তাই তো! আজকে রকম কি কিছু বোঝা যাচ্চে না যে? এমন্ ধারাতো কই এক দিনও হয় না?

ভীম। সেই বাগ্দিনী মাগীকে আমার সন্দেহ হচ্চে। কোন্ রঙ্গ হলো তা তো জানি না।

নন্দী। আমার প্রভুটিও ঐ রকম খুঁজে বেড়ান্। মেয়ে মানুষের গন্ধ একবার পেলে হয়। ভূত গুলো সব বয়ে গ্যাল কিসে, ওো হতেই তো।

ভীম। ও দোষ টা আর মামার জন্মে গ্যালো না।

নন্দী। যাবে? না আরও দিন্‌কে দিন্ বাড়চে।

(শিবের প্রবেশ।)

শিব। (স্বগত) হুঃ, এখানে আবার ভীমটেতে নন্দীটেতে রয়েচে এই যে? তাইতো, কৌশল কোরে সরিয়ে দেওয়া যাক্। (প্রকাশে) ওরে ও ভীম? তোতে নন্দীতে একবার ছেলে গুলোর্ ভাল করে সেবা নিগেতো বাপু, এখানে থেকে কায নাই, আমাকে একবার যোগে বোস্‌তে হবে।

ভীম। (স্বগত) মাঠ থেকে এসেই অম্‌নি যোগে বস্‌বার তাড়া তাড়ি পড়ে গ্যাছে, রকম কি? (প্রকাশে) সে বাগ্দিনী মাগী উঠে গ্যাছে না এখনো আছে?

শিব। সে আমি গে বল্‌তেই উঠে গ্যাছে।

ভীম। সহজেতো যাবার লোক নয় সে?

শিব। কে জানে বাপু, আমি যেয়ে বল্‌তেই তো চলে্ গ্যাল।

ভীম। আমার তো তা বিশ্বাস হয় না মামা।

শিব। (বৈরক্তির সহিত স্বগত) আঃ এ আবার মিছি মিছি কথায় কথায় বিলম্ব কর্‌তে লাগলো যে? সেঙ্গাটায় কত উপসর্গই যে ঘট্‌চে? (প্রকাশে) নে বাপু, তুই এখন্ এখান হতে যাতো, এর পর সব কথা বাত্রা হবে।

ভীম। (স্বগত) ভেতোরে কিছু গুড়ত্ব আছে, তা না হলে

যোগে বস্‌বার তাড়া তাড়ি এমন্ কোন দিনই তো হয় না। যাই হোক্, আড়াল্ থেকে দেখ্‌তে হবে। (প্রকাশে) যে আজ্ঞে, আমি তবে চল্লেম্। নন্দীও আয়্ রে, দুজনে ছেলে গুলোর সেবা করা যাগ্ গে।

[ভীম ও নন্দীর প্রস্থান।

শিব। (স্বগত) ঝুলী ঢুলী গুলো সব সরিয়ে ফেলা যাক্, সই এসে দেখেই পাছে চোটে যায়। তৎপর সিদ্ধিটেও পান কর্‌তে হলো, নেশাটা বেস্ চম্ চমে না হলে কোন কাযই হবেনা, ঘুঁটুতেও কিন্তু বিলম্ব হবে, তাই তো! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) শুষ্কই কিঞ্চিৎ চর্ব্বনের দ্বারায় উদরস্থ করি, যে প্রকারে হোক্ নেশাটা নিয়ে বিষয়। বাঘ্ছাল্ টা একটু ঝেড়ে ভাল করে পরা যাক্, তার পর আর যা যা চাই সব যোগ বলের দ্বারায় আন্‌বো, এখন্ দেখি সই কত দূরে আস্‌চে। (কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া) কই! এখনো যে দেখা নাই! পলায়ন কর্‌লে নাকি? না, পলায়ন কর্‌বে এমন্ বোধ হয়না, যে রকম প্রলোভন দেখিয়েচি, সে কোথাও যাবেনা, এলো চলে। (কিয়ৎ ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া) এখনো যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে! সত্যি সত্যিই পলায়ন কর্‌লে নাকি? বড় ভালো গতিক নয়, এক বার জলাশয় আর শস্য ক্ষেত্র গুলোন্ অনুসন্ধান কর্‌তে হলো। (চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া হতাশে) কই! কোথাও যে নাই! যা ভেবেচি তাই হলো! হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলাম! হায়! হায়! সেই সময় যদি সঙ্গে করে নে যাই, তা হলে তো আর পালাতে পার্‌তো না? সিদ্ধি খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিটে কেমন যে এলো মেলো হয়েচে, কিছুই ঠিক ঠিকানা থাকে না। বৃথা পণ্ডশ্রমটা হলো বটে? কি আশ্চর্য্য! শামুক, গুগ্‌লী, কাঁক্‌ড়া গুলো জন্মেও কখনো স্পর্শ করি নাই, সে গুলোকে কি না মাথায় করে বহন কর্‌লেম্! জল ছেঁচে ছেঁচে

তো কাঁকাল্‌টি একবারে ভগ্ন প্রায় হয়েচে, এখন্ ছ মাসে বেদ্‌না সার্‌লে হয়, তেমন সাধের মাণিক অঙ্গুরীটিও গ্যালো, আবার আবাগের বেটীর আঙ্গুলে আপনি পরিয়ে দিলাম। অনঙ্গের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! না কর্‌লেম এমন কাযই নাই! এখন্ চিত্তটা স্থির হয় কেমন করে, কুটীরে ফিরে যাওয়া যাক্, মাঠের মাঝে এমন্ কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আর কি হবে। (কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া) ভীম, ও ভীম? কোথা গেলি রে? নেপথ্যে ভীম। আজ্ঞেএ—

শিব। ওরে, নন্দীকে আমার বৃষটা আন্‌তে বল্, কৈলাসে যাব।

(ভীমের প্রবেশ।)

ভীম। কেন গো মামা? অকস্মাৎ যে বড় আজ্ এ রকম মন্ হলো?

শিব। কে জানে বাপু, মন্‌টা অত্যন্ত চঞ্চল হয়েচে।

ভীম। চলুন্, আপনি গেলে আমিও বাঁচি।

শিব। যাও, ত্বরায় বৃষটা আন্‌তে বল, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছা নাই।

ভীম। যে আজ্ঞে।

(ভীমের বর্হিগমন ও পুনঃ প্রবেশ।)

ভীম। বৃষ প্রস্তুত হয়েচে, চলুন্, আরোহণ কর্‌বেন্।

শিব। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি সপ্তমাঙ্ক।

অষ্টমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবের কুসুমোদ্যান।

(পার্ব্বতী ও পদ্মার ভ্রমণ।)

পদ্মা। কর্ত্রি ঠাকরুণ! দেখুন্! দেখুন্! কি ফুলই আজ্ ফুটেচে। এ সকল ফুলের মধ্যে আপনি কোন্ ফুলটি ভাল বাসেন্ বলুন্ দেখি?

পার্ব্ব। আমি ঐ কাল কাল অপরাজিতে গুলি মাথায় পর্‌তে বড় ভাল বাসি।

পদ্মা। কেন, এ রক্ত জবা গুলিন্ কি ভাল বাস না?

পার্ব্ব। ও ফুলটিও আমি বড্ড ভাল বাসি; কিন্তু নিজে কখনো তুলে পরিনি। কেউ যদি স্বেচ্ছা করে আমার পায়ে ফেলে দেয় তবেই।

পদ্মা। ও গো! ওখানে আবার দেখুন্, দেখুন্, কেমন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েচে! সরোবর যেন আল করে রয়েচে। পোড়া ভোম্‌রা যেন ঐ খানেই আছে, আর কোথাও যাবে না।

পার্ব্ব। পুরুষ গুলোর স্বভাবই অই লো। মধুপান উন্মত্ত হয়ে যুবতী গণের যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ করে, আর যেই একটু শৈথিল্য পড়ে এসে অম্‌নি প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য রমণীতে আসক্ত হয়। ওদের্ মত বিশ্বাসঘাতক কি আর আছে নাকি?

পদ্মা। হেঁ-গা? স্ত্রীলোকের এক স্বামী ভিন্ন গতি নাই;

কিন্তু পুরুষ গুলোর কি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দেখ দেখি, কত ফুলেরই যে মধুপান করে তা বলা যায় না।

পার্ব্ব। ওদের্ চরিত্রই অম্নি, যার্ তার্ উচ্ছিষ্ট ভোজনে ঘৃণা হয়না; কিন্তু ধর্‌তে গেলে স্ত্রীলোকেরও যেমন এক স্বামী, তেম্নি ওদেরও এক স্ত্রী ভিন্ন অন্য রমণীকে সম্ভোগ করা অনুচিত।

পদ্মা। এদিকে একটা ভোম্‌রা অমন কোচ্চে কেন বলুন্ দেখি? একটি কমলে একবার কোরে গে বোস্‌চে আবার তখনি উড়ে ওর্ চতুঃপার্শ্বে ভোঁ ভোঁ করে ফিত্তেচে।

পার্ব্ব। হয় তো ও নলিনীটে শ্রীভ্রষ্টা হয়েচে, আর পদার্থ নাই বলে তাই কলহ করে ওরে পরিত্যাগ কর্‌বার্ চেষ্টায় আছে, কিম্বা ভ্রমর্‌টা অন্য নায়িকার সংশ্রবে গেছ্‌লো বলে ওরে নিকটে যেতে দিচ্চে না।

পদ্মা। যাই হোক্, দুয়ের একটা হবে। বাপ্! ঝিম্‌কিনি ঝিম্‌কিনি বসন্তের হাওয়া দিচ্চে দেখেচো গা? এ দিকে কুসুমের সৌরভ, ওখানে ভোম্‌রা গুলো ঐ রঙ্গ কচ্চে, মাঝে মাঝে আবার কোকিলের স্বর শরের ন্যায় বিঁধতেছে; এখানে আর থাকা হলোনা। আমাকে যেন কেমন কোচ্চে। আ মর্, পোড়া ভোম্‌রা আবার আমার মুখের কাছে ঝঙ্কার দিতে নাগ্‌লো কেন এসে?

পার্ব্ব। দেখ্! তোরেও বুঝি উচ্ছিষ্ট কর্‌বার্ চেষ্টায় এসেচে। ও খানে এক জনার সঙ্গে অপ্রণয় হয়েচে, এখন্ এক জন তো চাই।

পদ্মা। তাই বটে। আমি হোথা এমন কাঁচা মেয়ে নই। এখনি হুল্ কেটে ওর্ দফা রফা কোর্ব্বো।

পার্ব্ব। হুল্ কাট্‌তে কাট্‌তে ও না বিঁধ্‌লে বাঁচি।

পদ্মা। (সস্মিত মুখে) আ-হা-হা, কথার ছিরি দেখেচো।

(হস্ত ভঙ্গি পূর্ব্বক) আ মর! এটা কোথা কার নচ্ছার্ ভোম্‌রা রে? আমার মুখের কাছে্ই গুন্থুর গুন্থুর করে মচ্চে কেন? আমি তো আর পদ্ম নই?

পার্ব্ব। কিছু আশয় পেয়ে থাকবে লো। তুই যে আমার দাসী হয়েচিস্, তা তোরে নে আমার বেরোনো ভার হয়েচে, চারি দিকে যেন অম্‌নি ছো মেরে থাকে। কোন্ দিন তোর্ ভাগ্যে কি আছে তা তো জানি না। দেখিস্, তুই এক দিনও একলা বেরুস্ টেরুস্ নে।

পদ্মা। আঃ আপ্‌নার কাছে মুখ্‌টি ফোট্‌বার যো নেই, অম্‌নি কত কথাই যে বলেন্। আমাকে কি আপনি তেম্‌নি মেয়ে পেয়েচেন নাকি?

পার্ব্ব। কন্দর্পের কটাক্ষ শরে তো এখনো পড়িস্ নে তাই ও কথা বোল্‌চিস্, যে দিন পড়্‌বি সে দিন টের্ পাবি।

পদ্মা। (বৈরক্তির সহিত) তার শরের মুখে খেঙ্গরা মারি। (স্বগত) উ!! হাওয়াটা দিচ্চে দেখো, কেবল লজ্জার ভয়ে কত্রি ঠাকরুণের কাছে মনের ভাব গোপন কচ্চি; কিন্তু প্রাণেতে আর কিছু নাই। এ পোড়া জায়গাটা হতে এক বার যেতে পার্‌লে বাঁচি, সেরে ফেল্লে।

পার্ব্ব। হেঁ লা পদ্মা? তুই ও ভ্রমরটাকে কিছু নয়নের ইঙ্গিৎ টিঙ্গিৎ করিস্ নেই তো?

পদ্মা। পোড়া কপাল্। আপ্‌নার সব কেমন সৃষ্টিছাড়া কথা।

পার্ব্ব। তবে ও তোর্ কাছেই অত রঙ্গ ভঙ্গি কচ্চে কেন বল্‌দেখি? আমার দিগে তো কই এক বারও এসে'নাই।

পদ্মা। আপ্‌নার ও চরণ-পঙ্কজের মকরন্দ পান কর্‌বার জন্য যখন যোগী ঋষির মনো-ভৃঙ্গ নিয়ত উপাসনা কর্‌তেছে, তখন এ সামান্য অলি কি আপ্‌নারে সম্ভবে? অনিত্য বিষয়ে যে

সতত নিমগ্ন থাকে সে কি কখনো নিত্য ধনের মর্ম্মগ্রাহী হতে পারে গা ?

পার্ব্ব। এ টি তুই যথার্থ একটি জ্ঞানীর মত কথা বলেচিস্। সে যা হোক্ লো, কর্ত্তারে ছলে আসা গ্যাল, তবু কই এখনো এলেন্ না যে ?

পদ্মা। এসেন্ এই, আর থাকতে পারবেন না।

(নেপথ্যে শিঙ্গাধ্বনি) ভোঁ,-ভোঁ। ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ—

পদ্মা। (সচকিতে) ঐ গো ঐ, কর্ত্তার শিঙ্গের শব্দ হয়েচে, শুনতে পেয়েচেন ?

পার্ব্ব। (ব্যগ্রতাসহকারে) পেয়েচি ! পেয়েচি ! আয়, আমরা এইবার গৃহে গমন করি।

পদ্মা। চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবের অন্তঃপুর।

(পার্ব্বতী গণেশকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক আসীনা, পদ্মা চামর হস্তে দণ্ডায়মানা।)

পার্ব্ব। কই লো এখনো যে এলেন্ না।

পদ্মা। অত অধৈর্য্য হইও না গো, এসেন্ এই।

(ভবনের দ্বারদেশে নন্দী সমভিব্যাহারে শিবের উপনীত এবং বৃষ হইতে অবতরণ।)

শিব। ওরে, ও নন্দী, এই বৃষটাকে বাঁধ্, আমি একবার বাটীর ভিতর গমন করি।

নন্দী। যে আজ্ঞে।

[বৃষ সহিত নন্দীর প্রস্থান।

গণেশ। (পার্ব্বতী উৎসঙ্গ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ব্যগ্রচিত্তে) ঐ গো জননি, পিতা মশায় আসচেন।

পার্ব্ব। (ত্বরায় গাত্রোত্থানান্তর গণপতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ওরে! ওকে ছুঁস্‌নে, ওখানে যাস্ নে, ও আমাদের্ ছেড়ে এখন বাগ্দি হয়েচে।

গণেশ। হ্যাঁ, বাগ্দি হয়েচে বৈ কি? আমি যাব।

পার্ব্ব। যা দেখি আঁট্‌কুড়ীর ব্যাটা, এখনি চাপড়ে গাল্ ফাটিয়ে ফেল্‌বো।

গণেশ। (বিষণ্ণবদনে দণ্ডায়মান)।

শিব। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ জান্‌লে কি কোরে? (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক প্রকাশে) বাগ্দি হওয়া আবার কি? গণেশ আস্‌তে চাচ্চে ওরে আস্‌তে দাও না।

পার্ব্ব। (সক্রোধে) দেবো বৈ কি? (দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মানা)।

শিব। ও আবার কি? চল, সরো, রাস্তা ছেড়ে দাও।

পার্ব্ব। তুমি আমার ঘরে ঢুক্‌তে পাবে না। তোমার কি আর জাত্ আছে না কি?

শিব। আঃ কি বিপদেই পড়লেম, জেতে আবার কি হলো?

পার্ব্ব। কিছু জাননা, বড় সতী। ভাল যদি চাও তো আপ্‌নার মান নিয়ে এখান হতে যাও। তোমার আর এখন ভাবনা কি? নূতন বাগ্দিনী মাগ্ হয়েচে।

শিব। বাগ্দিনী মাগ্ আবার কে?

পার্ব্ব। মাঠে খোলা হাতে দিয়ে জল ছিঁচিয়েচে যে, আর শামুক গুগ্‌লীর চুপ্‌ড়ি মাথায় কোরে বইয়েচে সেই সে।

শিব। (স্বগত) যাকে ভয় করি তাই হয়েচে। কোন দিগে যদি শুভগ্র আছে। যাই হোক্, যেমন পারি কথার জবাব করে যাই, চুপ্ কোরে থাক্‌লে আরও চেপে ধর্‌বে। (প্রকাশে) কে বোল্লে হে তোমাকে? কতক গুলো মিথ্যে কথা সাজিয়ে আমার সঙ্গে তোমার গণ্ডগোল করা বইতো নয়।

পার্ব্ব। আমার মিথ্যে কথা বই কি? তার সঙ্গে সই পাতিয়ে পুরুষ্ একবারে অজ্ঞান হয়ে গেছলেন্। বলেছিলে যে আমার আর মুখ দর্শন কোর্ব্বে না, আবার কেন কালামুখ দেখাতে এয়েচো?

শিব। (স্বগত) দূর হোক্ গে। "জাত্‌ও গ্যাল, পেটও ভর্‌লো না"। সেই বাগ্দিনী ছুঁড়ীই বুঝি এখানে এসে সব গোল করে দিয়ে গ্যাছে, তা না হলে আর তো কেউ জানে না? (প্রকাশে) হাঁ হে? তুমি তো সকল খবরই রাখ, মিছে কেন কতক গুলো মিথ্যে কথা সাজিয়ে আর আমাকে দুঃখ দাও? সরো, দোর ছাড়ো।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (স্বগত) এই যে মামা মামীতে খুব্ বেদে গ্যাছে। এতক্ষণ আমি থা কলে বিলক্ষণ গোচই হতো। (চিন্তা করিয়া) মামার দিগ্ হয়েই বলা কওয়া যাক্, তা নাহলে মজা হবেনা। (প্রকাশে) মামী? আপনার কি লজ্জা কিছু মাত্র নাই? যে রূপ প্রকার চেঁচা চেঁচি কোচ্চো, লোকে শুন্‌লে বোল্‌বে কি?

শিব। আয় তো বাপু! তুই এলি না বাঁচলেম। ঐ দেখনা তোর্ মামীর একবার ব্যাভারটা দেখ্। ওর্ কি আর লজ্জার কান্না আছে? কন্দল পেলে যদি কিছু চায়। আমি কত দিনের পর ঘরে এলেম তা বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে নেই। এমন্ কি কেউ কখনো করে?

নারদ। কে জানে, মামীর স্বভাবটা জন্মই মন্দ। কেন গা তুমি মামাকে ঘর ঢুক্‌তে দিচ্চ না?

পার্ব্ব। ওরে আবার আমি ঘর ঢুক্‌তে দেবো? ওর্ কি আর জাত্ আছে না কি?

নারদ। কেন, কি হয়েচে?

পার্ব্ব। বেস হয়েচে, এক বারে পূন্নাহুতি হয়েচে।

নারদ। কি ভেঙ্গে কুটেই বল্‌না রে বাবু, কেবল্ রাগ্‌টাই কোরিস্ কেন?

পার্ব্ব। বোল্‌বো আবার কি, একটা বাগ্দির মেয়ের সঙ্গে সেঙ্গা করে তাকে জাত্ দিয়েচে।

নারদ। এ কথা মামী আমার তো বিশ্বাস হয়না। উনি জগতের স্বামী, উনি কি এ কায কর্‌তে পারেন্?

শিব। বল তো বাপু, তুমিই বলো, আমার কথায় কায কি? ও দেখো আমার সঙ্গে কিসে ঝগ্‌ড়া কোর্ব্বে তাই খুঁজে বেড়ায়।

পার্ব্ব। মরে যাই আর কি? "শুড়ীর সাক্ষী মাতাল হয়েচে"। নারদ! তুই ওরে জিজ্ঞেস্ কর্ তো, ওর্ আঙ্গটী কি হলো।

নারদ। কি গো মামা, মামী কি বোল্লেন শুন্‌লে।

শিব। সে অঙ্গুরীটে বাপু এক দিন অতিরিক্ত সিদ্ধি পান কোরে ভুঁই নিড়ুতে বোসেচি না কম্‌নে হারিয়ে গ্যাল, আর খুঁজে পেলাম না।

নারদ। তবে আর কি কোর্ব্বে মামী। দৈবে এখন্ গ্যাছে উনি তো আর ইচ্ছে কোরে হারান্ নেই।

পার্ব্ব। (অঙ্গুরী উভয়ের সমক্ষে নিক্ষেপ পুর্ব্বক) এই দেখ, হারিয়েচেন যদি তবে আমার কাছে এলো কোথাহতে?

নারদ। তুমি এ অঙ্গুরী কি কোরে পেলে মামী?

পার্ব্ব। কেন, ও যাকে দিয়েছিল, সেই আমারে দিয়ে ওঁর্ যত গুণাগুণ সব বলে গ্যাল।

নারদ। ছি মামা! এতো প্রবীণ হয়েচেন তবু আপ্নার চরিত্র সোধরালো না? মামীর তো এতে রাগ হতেই পারে।

শিব। (অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক) হাঁ হে, আমি সব বুঝেচি, এ যত নষ্টামি তোমার আর ঐ রাক্ষসীর।

নারদ। (জনান্তিকে) আমি এর্ কিছুই জানি না মামা; কিন্তু শুনেচি যে মামীই বাগ্দিনীর বেশে আপ্নারে ছল্‌তে গেছলেন্। ওঁরেও প্রতিফল দিবার বিলক্ষণ উপায় আছে।

শিব। (ব্যগ্রচিত্তে) কি বল্ দেখি?

নারদ। সে ঢের্ কথা। এর পর্ এক সময় নির্জ্জনে বোসে আপ্নারে সব বোল্‌বো।

পার্ব্ব। হেঁ রা নারদ! তুই যেন "বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী" কি ওরে মেলা ফুস্‌র্ ফাস্‌র কোরে বোল্‌চিস্?

নারদ। ও একটা বিষয় আপ্নার কাছে বল্‌বার নয়।

পার্ব্ব। মরুগ্যে কিছুই হোক্। এখন্ তো তোর্ মামার গুণাগুণ সব শুন্‌লি?

নারদ। মামা ভাল কায করেন নেই। এ বিষয়ে ওঁর সম্পূর্ণ দোষ বল্‌তে হবে। তুমি যেন আর ওঁরে কিছু বোলো টলোনা বাবু, এবার কোন কিছু হলে তার বিহিত কোর্ব্বো। আমি এখন চোল্লেম, প্রণাম হই। মামাকেও এইখান হতে প্রণাম হই গো!

শিব। (সহাস্যে) তুই আমাকে অগ্রে না প্রণাম কোরে যে বড় ওরে কোর্‌লি?

নারদ। আপ্নার জাত্‌টের একটু গোল্ মাল্ শুনে কেমন অভক্তি হয়েচে বাবু, যা করেচি কেবল চক্ষু লজ্জার খাতিরে।

শিব। হা! হা! হা! মজার ভাগ্নে! দেখো বাপু

দেবতাদের কাছে যেন এসকল কথা কিছু বোলো টলো না; আবার শেষ কালে কি সমন্বয়ের হঙ্গামে পড়্‌বো?

নারদ। সে অপর জায়গার হলে বটে, এখানকার কথা আমি কখনো কারো কাছে কি বলি?

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।